NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ভাইপোর উপ-মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার খুব শখ: সুকান্ত মজুমদার

হাওড়ায় তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানকে লক্ষ্য করে গুলি ২

কলকাতা ২৯ নভেম্বর ২০২৫ ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ১৬৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.11.2025, Vol.19, Issue No. 168, 8 Pages, Price 3.00

‘যোগ্য’ বাছাই কী ভাবে, প্রশ্ন হাইকোর্টেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: কারা যোগ্য এবং তাঁদের চিহ্নিত করা হল কী ভাবে, এসএসসি মামলায় রাজ্যকে এমনটাই প্রশ্ন করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার এসএসসি মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ২০২৫ সালের নিয়ম বহু প্রার্থীকে এই নিয়োগপ্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। এর পাশাপাশি বিচারপতি এদিন এ প্রশ্নও করেন, নতুন নিয়মে বয়সের যে ছাড়ের কথা বলা হয়েছে, তার সুবিধা কারা পাবেন তা নিয়েও।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, ২০১৬ সালের প্রার্থীরা দুর্নীতির কারণে চাকরি পাননি, অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। এদিকে ২০২৫ সালের নতুন নিয়মে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হচ্ছে, যা তাঁদের জন্য বৈষম্যমূলক। পাশাপাশি যোগ্য ও অযোগ্যদের কোনও তালিকা প্রকাশ করাও হয়নি, ফলে দাগি প্রার্থীরাও অংশ নিচ্ছেন। একইসঙ্গে এসএসসির ২৯ ও ৩০ মে'র বিজ্ঞপ্তি বেআইনি বলে দাবি করা হয়। এই প্রসঙ্গে এজি কিশোর দত্ত জানান, মামলাকারীরা নিজেদের মতো করে বিজ্ঞপ্তি ব্যাখ্যা করছেন। এছাড়াও ২০২৫-এর নতুন নিয়ম প্রসঙ্গে তিনি জানান, ২০২৫ সালের নিয়মে ত্রুটি থাকলেও পুরনো নিয়ম যা ২০১৬ বা ২০১৯-এ ছিল তা পুনরায় কার্যকর হতে পারে না। সঙ্গে এও জানান, আদালত যদি নতুন নিয়ম বাতিলও করে, তবুও পুরনো নিয়ম ফিরবে না।

এই মামলার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে দাগি প্রার্থীরা ভেরিফিকেশন কল পাওয়ার পরই। কারণ সেখানে নীতীশরঞ্জন বর্মনের নাম প্রথমে উঠে আসে। যদিও পরে অবশ্য তা বাদ দেওয়া হয়। পাশাপাশি এ অভিযোগও উঠেছে, অভিজ্ঞতার

ভিত্তিতে ১০ নম্বর দেওয়া হয়েছে এমন প্রার্থীদের মধ্যে কয়েকজনের জন্ম ১৯৯৭ সালের পর, যা বয়সের হিসাবের সঙ্গে মেলে না। আর এখানেই প্রশ্ন ওঠে, যোগ্যতা নির্ধারণের মানদণ্ড কী হবে তা নিয়ে। সঙ্গে এ প্রশ্নও ওঠে, অভিজ্ঞতা ও বয়সের ছাড়ের নিয়মে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে কি না সে ব্যাপারেও। পাশাপাশি এ প্রশ্নও উঠেছে আদালত নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেবে কি না সে ব্যাপারেও।

শুক্রবার কর্নাটকের উডুপিতে জমকালো রোড শোয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

‘নতুন ভারত মাথা নত করে না’

গোয়ায় উদ্বোধন সবচেয়ে বড় রামমূর্তির

উডুপি ও পানাজি, ২৮ নভেম্বর: উডুপির শ্রীকৃষ্ণ মঠে লক্ষ-কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ‘নতুন ভারত’-এর শক্তি ও সংকল্পের কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জাতীয় নিরাপত্তা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের সুদর্শন চক্র যে শত্রুকে ধ্বংস করে দিতে পারে, অপারেশন সিঁদুরে আমরা তা দেখেছি।’ তিনি বলেন, ভারতের ‘সুদর্শন চক্র’ শত্রুর যে কোনও আক্রমণ ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভগবদগীতার বার্তা কেবল আধ্যাত্মিকই নয়, বরং দেশ গঠন ও মানব কল্যাণের জন্যও শাশ্বত নির্দেশ দেয়। তিনি বলেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া শিক্ষা থেকে বোঝা যায় যে শান্তি ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কখনও কখনও অত্যাচারীদের ধ্বংস প্রয়োজন। আজকের ভারতের নিরাপত্তা নীতিতেও এই অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছে। যেখানে ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’-এর সঙ্গে ‘ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ’ মন্ত্রও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শুক্রবার কর্নাটকের উডুপিতে শ্রীকৃষ্ণ মঠে আয়োজিত লক্ষ-কণ্ঠে গীতা পরায়ণ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারত বিশ্বে শান্তি ও করুণার বার্তা ছড়িয়ে দেয়, কিন্তু যখন দেশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়, তখন দেশ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে দ্বিধা করে না। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, আগে এমন সন্ত্রাস হানার পরে সরকার প্রায় কিছুই করত না। কিন্তু এ হল নতুন ভারত। যে ভারত কখনও চাপের কাছে মাথা নত করে না, নাগরিকদের নিরাপত্তার প্রশ্নে এক পা পিছিয়েও যায় না।

এর পর গোয়ায় গিয়ে আধ্যাত্মিকতার পথ বেয়ে পর্যটনে নয়া মাত্রা যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার দক্ষিণ গোয়ার শ্রী সংস্থান গোকর্ণ জীবোত্তম মঠে উন্মোচিত হল ৭৭ ফুট উচ্চতার বিশ্বের সবচেয়ে বড় রামমূর্তি। এদিন গোয়ার রাম মন্দির পরিদর্শনও করেন প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার বিকেল পৌনে ৪টে নাগাদ এই মঠে এসে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর আগমন উপলক্ষে আশ্রমের ভিতরেই এক হেলিপ্যাড তৈরি করে রেখেছিল মন্দির কর্তৃপক্ষ। প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন গোয়ার রাজ্যপাল অশোক গজপতি রাজু, মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীপাদ নায়ক এবং গোয়া মন্ত্রিসভার সদস্যরা। সেখানেই ৭৭ ফুট উচ্চতার বিশ্বের সবচেয়ে বড় রামমূর্তি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ব্রোঞ্জের এই মূর্তি তৈরি করেছেন শিল্পী রাম সুতার। এর আগে গুজরাতে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি স্ট্যাচু অফ ইউনিটি তৈরি করেছিলেন এই শিল্পী।

জানা যাচ্ছে, গোয়ার এই জীবোত্তম মঠ ভারতের প্রাচীন মঠগুলির মধ্যে একটি। ৫৫০ বছরের পুরনো এই মঠের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ২৭ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সেখানেই উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী।

ফের রাজ্য পুলিশে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা তিন দিন ধরে রাজ্য পুলিশের বড়সড় রদবদল জারি থাকল। বুধবার ও বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও রাজ্য সরকার পুলিশ আধিকারিকদের বদলি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এদিন মোট ৫৭ জন পুলিশকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। তালিকায় রয়েছে ব্যারাকপুর, বিধাননগর, আসানসোল-দুর্গাপুর, চন্দননগর, হাওড়া-সহ একাধিক পুলিশ কমিশনারেট এবং সুন্দরবন, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং-সহ বিভিন্ন জেলার গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল।

অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তির মতোই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এই বিজ্ঞপ্তিতেও স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, প্রশাসনিক প্রয়োজনে পুলিশ আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, চলতি বছরের শেষ লগ্নে এবং আগামী বছরের শুরুতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও শক্ত করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব নতুন হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি তনয় চট্টোপাধ্যায়কে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার বিষ্ণুপুরে এসডিপিও পদে পাঠানো হয়েছে। বারাসত পুলিশ জেলার হাবড়ার এসডিপিও প্রসেনজিৎ দাসকে বদলি করে সুন্দরবনের মন্দিরবাজারে পাঠানো হয়েছে। বিধাননগর কমিশনারেটে এসিপি পদে থাকা দীপ কুমার দাসকে বনগাঁ পুলিশ জেলার এসডিপিও করা হয়েছে।

অন্য দিকে, আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের পুলিশ আধিকারিক ইপ্সিতা দত্তকে বদলি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিধাননগর কমিশনারেটে, যেখানে তাঁকে এসিপি-র দায়িত্ব দেওয়া হবে। ব্যারাকপুর কমিশনারেটের পার্থরঞ্জন মণ্ডলকে হাওড়া কমিশনারেটে এসিপি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

রাজ্যের একাধিক পুলিশ জেলায় একইসঙ্গে এত বড়সড় রদবদল বিরল। রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে এই রদবদলকে প্রশাসনিক ভাবে রুটিন পদক্ষেপ বলা হলেও, অনেকেই মনে করছেন আসন্ন নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, বিভিন্ন দপ্তরে কর্মচাঞ্চল্য বাড়ানো, মাঠপর্যায়ে তৎপরতা বাড়ানো এবং জেলা ও কমিশনারেট স্তরে দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করতেই এই সিদ্ধান্ত। তবে পরপর তিন দিন ধরে একাধিক তালিকা প্রকাশ হওয়ায় পুলিশ মহলে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

‘পরিবর্তন সংকল্পে’ অনুমতি আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুভেন্দু অধিকারীর ‘পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা’র অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। সেই অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত সভা করা যাবে বলে জানিয়েছে হাই কোর্টের সার্কিট বেঞ্চ।

কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ বিধানসভার চ্যাংড়াবান্ধায় পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা করতে চেয়ে পুলিশের কাছে অনুমতি চায় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। সেই সভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিত থাকার কথা। বিজেপির অভিযোগ, অনুমতি দেওয়া দূর, পুলিশ সেই আবেদনপত্র গ্রহণই করেনি। তাই তারা কলকাতা হাই কোর্টের সার্কিট বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়।

শুক্রবার সেই মামলা ওঠে বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে। সেখানে দুই পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে বিচারপতি কৌশিক চন্দ দুপুর দু'টো থেকে চারটে পর্যন্ত সভা করার অনুমতি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপির আইনজীবী জনার্দন কেরিয়াল। তিনি বলেন, ‘আমরা পুলিশের কাছে সভার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলাম। ওরা রিসিভ করেনি। আদালতের দ্বারস্থ হই। কোর্ট আমাদের আবেদন গ্রহণ করেছে। সভার অনুমতি দিয়েছে আদালত।’

উল্লেখ্য, বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। এখন থেকেই কোমর বেঁধে নেমেছে সব রাজনৈতিক দল। উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা শুরু করেছে বিজেপি। আগামী ২৯ নভেম্বর কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধায় বিজেপির সভার করার কথা। উপস্থিত থাকবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, এমনটাই দাবি বিজেপির। পুলিশের অনুমতি না পেয়ে হাই কোর্টে মামলা করে তারা। সেই মামলাতে মিলল অনুমতি।

লোকায়ুক্তে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই বৈঠকে রাজি নন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক টেবিলে বৈঠকে বসতে রাজি নন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, যাঁদের হাতে বিজেপি নেতা-কর্মীদের রক্ত লেগে আছে, তাঁদের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি তোলা সম্ভব নয়! আগামী সোমবার নবান্নে লোকায়ুক্ত কমিটির বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পাঠানো হয় শুভেন্দুকে। তবে তিনি লোকায়ুক্ত কমিটির বৈঠকে যাবেন না, তা স্পষ্ট করে দিলেন।

প্রতি বছরই লোকায়ুক্ত কমিটির বৈঠক হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বেই সেই বৈঠক হয়ে থাকে। কমিটির অন্য সদস্যদের মতো বিরোধী দলনেতাকেও বৈঠকে থাকতে বলা হয়, এটাই রীতি। তবে গত সাড়ে চার বছরে এই ধরনের কোনও বৈঠকে যোগ দেননি শুভেন্দু। আগামী সোমবার অর্থাৎ ১ ডিসেম্বর নবান্নে লোকায়ুক্ত কমিটির বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। নবান্নের তরফে এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমন্ত্রণও করা হয় শুভেন্দুকে। তাঁর অফিসে চিঠি পাঠিয়ে বৈঠকের কথা জানানো হয়। যদিও সেই সময় শুভেন্দুর অফিসের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেখানেই লোকায়ুক্ত কমিটির বৈঠকে তাঁর যোগ দেওয়ার সম্ভাবনার কথা জানতে চাওয়া হয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু স্পষ্ট জানান, তিনি ওই বৈঠকে যাবেন না। তাঁর কথায়, ‘দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বসব না।’ একই সঙ্গে শুভেন্দু টেনে আনেন আক্রান্ত হওয়া বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর প্রসঙ্গ। বিরোধী দলনেতার কথায়, ‘খগেন মুর্মুকে রক্তাক্ত দেখার পর তো কোনও বৈঠকে যোগদান সম্ভব নয়। যাঁদের হাতে বিজেপি নেতা-কর্মীদের রক্ত লেগে রয়েছে, তাঁদের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি তোলা সম্ভব নয়।’ শুধু লোকায়ুক্ত কমিটির বৈঠক নয়, গত চার বছরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও প্রশাসনিক বৈঠকেই বসেননি শুভেন্দু। তথ্য কমিশনার নিয়োগ কিংবা লোকায়ুক্ত গঠন নিয়ে বিধানসভায় আয়োজিত বৈঠকে ছিলেন না তিনি।

দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বসব না। খগেন মুর্মুকে রক্তাক্ত দেখার পর তো কোনও বৈঠকে যোগদান সম্ভব নয়। যাঁদের হাতে বিজেপি নেতা-কর্মীদের রক্ত লেগে রয়েছে, তাঁদের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি তোলা সম্ভব নয়।
— শুভেন্দু অধিকারী

বিভ্রান্তির প্রচার নয়, তৃণমূলকে কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর: এসআইআর বিরোধী আন্দোলন এবার বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে দিল্লিতে। শুক্রবার সকালে ডেরেক ও'ব্রায়েনের নেতৃত্বে তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে আসে বৈঠক করতে। বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলন করেন শতাব্দী রায়। ১০ জনের এই দলে ডেরেক ও শতাব্দী ছাড়াও ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, মহুয়া মৈত্র, প্রকাশ চিক বরাইক, সাজদা আহমেদ, মমতাবালা ঠাকুর, প্রতিমা মণ্ডল ও সাকেত গোখেল।

এদিন নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করে তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল অভিযোগ তোলে, এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যে ইতিমধ্যেই ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে রাজনৈতিক মহলের বড় অংশ এবং নির্বাচনী বিশেষজ্ঞরা তৃণমূলের এই দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। বৈঠক থেকে বেরিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন সাংবাদিকদের সামনে কমিশনকে আক্রমণ করে বলেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের হাতে রক্ত লেগে আছে।' ডেরেক এদিন আরও বলেন, ‘আমরা এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছি না, কিন্তু যেভাবে চলছে তার বিরুদ্ধে।’ তৃণমূলের বক্তব্য, কাজের চাপে এবং আতঙ্কে বিএলওদের মৃত্যু হচ্ছে। কৃষ্ণনগরের এক বিএলও আত্মহত্যা করেছেন বলেও দাবি করে তারা। মৃতের পরিবারের কথাও তুলে ধরে তৃণমূল বলে, এনুমারেশন ফর্ম আপলোডে সার্ভারের সমস্যার কারণে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে।

তৃণমূল ৪০ জনের একটি মৃত্যুর তালিকা কমিশনকে জমা দিয়েছে বলে জানালেও, কমিশন সূত্র এবং স্বাধীন প্রশাসনিক মহলের মতে, এসআইআর প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় ভাবে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী চলছে। মৃত্যুর ঘটনাগুলি আদৌ এসআইআর সম্পর্কিত কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাজে বাধা দিতে রাজনৈতিকভাবে চাপ তৈরির চেষ্টা হতে পারে।

সংবিধান এবং নির্বাচনী আইনের ভিত্তিতেই সম্পূর্ণ স্বচ্ছ পদ্ধতিতে মেনে দেশের নির্বাচনী তালিকা প্রস্তুতি থেকে শুরু করে ভোট পরিচালনা হয়ে থাকে। তৃণমূল কংগ্রেস-সহ সব রাজনৈতিক দলকে সেই প্রক্রিয়া মেনেই চলতে হবে বলে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে। এদিনের বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের তোলা অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশন তৃণমূল প্রতিনিধি দলকে জানায়, রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা দলগুলোর অধিকার হলেও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে ভুল তথ্য বা বিভ্রান্তি ছড়ানো কোনও ভাবেই কাম্য নয়। কমিশন তৃণমূল প্রতিনিধি দলকে সতর্ক করে জানিয়েছে, নির্বাচন সম্পর্কিত পদ্ধতি নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল তথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে।

■ রাজ্যে প্রতিটি জেলায় বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণকে আরও স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত করতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় আলাদা করে নির্বাচনী রোল অবজার্ভার নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন। সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, মোট ১২টি বৃহৎ জেলার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ১২ জন অভিজ্ঞ আইএএস আধিকারিককে নির্বাচন করা হয়েছে। তাদের মূল দায়িত্ব, জেলাপর্যায়ে ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার (ডিইও) এবং ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের (ইআরও) কাজ নিয়মিত নজরদারিতে রাখা, কোনও ধাপে ত্রুটি ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করানো, এবং বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত প্রতিটি প্রক্রিয়া কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা।

প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ৪ ডিসেম্বর ভারতে পুতিন

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ৪ ডিসেম্বর থেকে দুই দিনের ভারত সফরে আসছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ২৩তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন বৈঠক-এ অংশ নেবেন।

শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে , বৈঠকে পুতিন প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পর্যালোচনা, কৌশলগত অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণ এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পুতিনের সম্মানার্থে একটি ভোজসভাও আয়োজন করবেন। এই সম্মেলনটি এক বছর রাশিয়ায় ও পরের বছর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। পুতিন শেষবার ২০২১ সালে ভারত সফর করেছিলেন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারতে আসছেন, এই তথ্য আগেই জানা ছিল। এ বার সেই বহুপ্রতীক্ষিত সফরের তারিখ ঘোষণা করা হল। ক্রেমলিনকে উদ্ধৃত করে রাশিয়ার সরকারি সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, আগামী ৪ ডিসেম্বর ভারতে আসবেন পুতিন। ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ দেশে তাঁর কর্মসূচি রয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করবেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

চলতি বছরে ভারতে আসার কথা ছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেরও। কিন্তু তাঁর সফর বাতিল হয়ে গিয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে পুতিনের এই সফর তাই তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত। পুতিনকে ভারতে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন মোদী। সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করতেই নয়াদিল্লিতে ২৩তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেবেন পুতিন। শুক্রবার সকালে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে পুতিনকে স্বাগত জানাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি রুশ প্রেসিডেন্টের জন্য পৃথক ভোজের আয়োজন করেছেন। এ ছাড়া, মোদী ও পুতিনের একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে। এর মাধ্যমে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, কৌশলগত সহযোগিতার বন্ধন আরও দৃঢ় হবে বলে আশাবাদী নয়াদিল্লি। এ ছাড়া, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সমস্যা নিয়েও দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে কথা হতে পারে।

রাশিয়ার কাছ থেকে খনিজ তেল কেনার কারণে ভারতের পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। ফলে মার্কিন-ভারত বাণিজ্য ধাক্কা খেয়েছে। সই হয়নি বাণিজ্য চুক্তিও। তবে আমেরিকার এই পদক্ষেপ সত্ত্বেও রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যনীতিতে পরিবর্তন করেনি নয়াদিল্লি। এর ফলে দুই দেশের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে সরব হয়েছে ক্রেমলিনও। যদিও বর্তমানে রাশিয়ার থেকে তেল কেনা ভারত কমিয়েছে বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে পুতিনের সফরকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/১১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৬৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sourav Malik S/o. Swapan Malik সাং ভূষালী, সাটিথান, দাদপুর, হুগলী-৭১২১৪৯, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্মের ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে (issued by M.O. Polba B.P.H.C. Hospital, Hooghly, D.O.B. 26/04/2017) আমার স্ত্রী/কন্যার মাতার সঠিক নাম Mamata Malik-এর পরিবর্তে Supriya Malik লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার স্ত্রী/কন্যার মাতা Mamata Malik ও Supriya Malik W/o. Sourav Malik উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ।

নাম-পদবী

গত ২৪/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১১৫৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Gyasuddin Abdul Gaffar Shaikh (old name), S/o. Abdul Gaffar Shaikhm R/o. Bhastaram Gurapm Hooghly-712303, W.B.ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Gyasuddin Abdul Gaffar Shaikh নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shaikh Giasuddin নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Gyasuddin Abdul Gaffar Shaikh & Shaikh Giasuddin S/o. Abdul Gaffar Shaikh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Shaikh Hishamuddin.

নাম-পদবী

গত ২৭/১১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১১৭৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sujayashree G W/o. Mister Kumar Sharma, Sujayashri D/o. Ganesh P and Sujayashree Ganesh D/o. Ganesh Ponuswamy R/o. Munshi Premchand Road, Survey View Park, Keota, P.O. Bandel, P.S. Chinsurah, Dist. Hooghl, Pin-712123 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১১৮৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Samim Uddin S/o. Abdul Azim, সাং তোরগ্রাম, পাঁচঘড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 1854, dt. 15/09/1997) ও জন্মের ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে/রেজিস্টার-এ আমার সঠিক নাম Sk Samim Uddin S/o. Abdul Azim (Father) & Salima Begum (Mother)-এর পরিবর্তে Sk Samim S/o. Sk. Abdul Azim (Father) & Seima Begam (Mother) লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Sk Samim Uddin S/o. Abdul Azim (Father) & Salima Begum (Mother) এবং Sk Samim S/o. Sk. Abdul Azim (Father) & Seima Begam (Mother) উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯শে নভেম্বর, ১২ই অগ্রহায়ণ । শনি বার, নবমী তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

নাম-পদবী

গত ২৭/১১/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Saathi Mondal D/o. Shankar Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shankar Mondal ও Kalipoda Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৭/১১/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Debashis Chakraborty S/o. Amulyaratan Chakraborty ও Debashis Chakrabarti S/o. Amulyaratan Chakrabarti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি তুফান মীর ভোটার লিষ্ট ২০০২ তে আমার পিতার নাম Jahur Mir আছে। ১১/১১/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Jahur Mir ও Jahur Ali Shah উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি আকতাব উদ্দিন মন্ডল আমার জন্ম সার্টিফিকেটে মাতার নাম নুরজাহান বিবি আছে। ২০/১১/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার মাতা নুরজাহান বিবি থেকে নুরজাহান বিবি মন্ডল হইল।

নাম-পদবী

কন্যা রেজিনা খাতুনের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম আলেয়া খাতুন আছে ১৯/১১/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আলেয়া সেখ ও আলেয়া খাতুন উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

Name Change

1. **Md. Alamuddin Mondal,** S/O. Late Andhari Mondal, R/O. Vill. Matiari Bagan Para, PO.- Banpur, PS.- Krishnaganj, Dist. Nadia, Pin- 741503, W.B. hereby declare that I have changed my name from Md. Alamuddin Mondal to Alamuddin Mondal and henceforth I shall be known as Alamuddin Mondal in all purpose vide an affidavit No. 18630 sworn before the Ld. Executive Magistrate (1st Class) at Krishnagar, Nadia on 28.11.2025. Alamuddin Mondal and Md. Alamuddin Mondal both are same and one identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

ইন দি কোর্ট অফ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর হুগলী ।
রেফাঃ এ্যাক্ট ৩৯, কেস নং ২২/২০২৫
দরখাস্তকারিনী: রাজলক্ষী বোস মিত্র,

এতদ্বারা সর্ব সাধারণ কে এইমর্মে জ্ঞাত করিতেছি যে, আমার মক্কেল **রাজলক্ষী বোস মিত্র,** পিতা মৃত দিলীপ কুমার বোস, স্বামী রাজীব মিত্র, ঠিকানা- পালপাড়া রোড, পালপাড়া (পূর্ব) পোঃ ও থানা-চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৩৬ মহাশয়ার পিতা দিলীপ কুমার বোস (পিতা মৃত সুধীর প্রকাশ বোস) সাং-পালপাড়া, বিবিরহাট পূর্ব, পো: ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৬ মহাশয় তাঁহার জীবদ্দশায় **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, দত্ত সুপার মার্কেট, আখনবাজার চুঁচুড়া হুগলী,** যাহার আই,এফ, এস, সি কোর্ড নং 'বি,কে আই ডি ০০০৪২৮৯ এম, আই, সি, আর, নং ৭০০০১৩০৬৬, কাস্টমার আই, ডি, নং ১০৯৯৮৫৬৬১, **একাউন্ট নং ৪২৮৯১১১০০০০১৬৭১,** যাহাতে তিনি কোং ৭,৬৫,৩৯৩.৪৫ **সাত লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত তিরানব্বই দশমিক চার পাঁচ টাকা** এবং **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া চন্দননগর শাখা, খানবাড়ি, আর, বি এভিনিউ পোঃ ও থানা-চন্দননগর, জেলা হুগলী** যাহার আই, এফ, এস, সি, নং 'বি,কে, আই ডি ০০০৪৩৬৫' এম, আই, সি, আর, নং ৭০০০১৩০৮৯, কাস্টমার আই, ডি, নং ১০৯৯৮৫৬৬১, **একাউন্ট নং ৪৩৬৫১০১১০০০১৭৫৭** যাহাতে তিনি **২৫,৩৬,৭১৪.৭৪ পঁচিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার সাতশত চৌদ্দ দশমিক সাত চার টাকা** গচ্ছিত রাখিয়া যান। ইহার পর গত ইংরাজী ২৩/০৬/২০২৪ তারিখে আমার মক্কেলের পিতা উক্ত **দিলীপ কুমার বোস** পরলোকগমন করেন এবং তাহার কিছু দিন পর অর্থাৎ গত ইংরাজী ২২/০৯/২০২৪ তারিখে তাঁহার স্ত্রী অর্থাৎ আমার মক্কেলের মাতা **শিপ্রা বোস** মহাশয়াও পরলোকগমন করেন। আমার মক্কেলের পিতা **দিলীপ কুমার বোস** মহাশয় আমার উক্ত মক্কেলকে একমাত্র উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান। সেকারণ আমার মক্কেল উপরিউক্ত অর্থাদী নিজ অনুকূলে পাইবার জন্য অত্র নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

অত্র বিষয়ে যদি কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিলবাবুর মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আমার উপরোক্ত মক্কেলের পক্ষে একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারিনীর পক্ষে
সুমিত কুমার অধিকারী
(নিযুক্তীয় উকিলবাবু)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর, হুগলী

নাম পরিবর্তন

আমি, সুভাষ চন্দ্র শরাফ (Subhash Chandra Saraf), পিতা - প্রয়াত রাধেশ্যাম শরাফ (Late Radheshyam Saraf), ফ্ল্যাট # ৫০১, ১০- মেফেয়ার রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯ এর বাসিন্দা, এতদ্বারা ঘোষণা ও অঙ্গীকার করছি যে "সুভাষ চন্দ্র শরাফ" এবং "সুভাষ শরাফ" একই ব্যক্তি। এই মর্মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতার নোটারি পাবলিকের সামনে ২০২৫ সালের ২০ নং শপথপত্রের (Affidavit No. 20 of 2025) মাধ্যমে ২৮শে নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে হলফনামা দেওয়া হয়েছে এবং নিশ্চিত করা হয়েছে যে "সুভাষ চন্দ্র শরাফ" এবং "সুভাষ শরাফ" উভয়ই একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Subrata Das, S/o Sibu Das (Recored in Epic Card, Madhyamik Admit Card & Higher Secondary Admit Card) at Block-10, House No. 8, Ananda Pally West, P.O. Purba Putiary, P.S. Regent Park, Kolkata-700093 have changed my father name and shall henceforth be known as Subrata Das, S/o Bimal Kumar Das (Recored in Epic Card, Madhyamik Admit Card & Higher Secondary Admit Card) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate, Alipore, Kolkata, vide Affidavit Nos. 71837 & 71838 dated 26.11.2025 "Subrata Das, S/o Sibu Das (Recored in Epic Card, Madhyamik Admit Card & Higher Secondary Admit Card)" and "Subrata Das, S/o Bimal Kumar Das (Recored in Epic Card, Madhyamik Admit Card & Higher Secondary Admit Card)" both are same and identical person.

I Malti Devi W/o. Mantun Prasad Residing at 156/1, Naskar Para Road, Howrah Municipal Corporation, Malipanchghara, Howrah-711107 have changed my name and shall henceforth be known as Malti Devi Prasad as declared before the Executive Magistrate Sadar Howrah , Howrah vide affidavit no as 40AA 019206 Dated 21/11/2025 Malti Devi and Malti Devi Prasad both are same and identical person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী গোবিন্দ দাস** পিতা ৺দেবেন্দ্র নাথ দাস, সাকিম শঙ্করবাটী, খলিসানী, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮, মহাশয় বিগত ইং ২৩/০২/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00053/2015 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সুনীল দাস** পিতা ৺দেবেন্দ্র নাথ দাস, সাকিম শঙ্করবাটী, খলিসানী, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ০৪/০৩/২০১৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-01905/2015 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সোমা মাঝি** স্বামী শ্রী স্বপন কুমার মাঝি, সাকিম সুভাষপল্লী উত্তরপাড়া, খলিসানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী মহাশয়াকে ২ কাঠা ৮ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, **শ্রীমতী সোমা মাঝি** স্বামী শ্রী স্বপন কুমার মাঝি মহাশয়া তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই বিগত ইং ০৪/০৬/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05743/2019 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী নিখিল দাস, ২)শ্রী সোমনাথ দাস, ৩)শ্রী বিপদ দাস,** সকলের পিতা শ্রী চাঁদ গোপাল দাস, সকলের সাকিম সুভাষপল্লী উত্তরপাড়া, খলিসানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৮, মহাশয়গণকে উক্ত ২ কাঠা ৮ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন।

<u>তপশীল</u>- জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা শঙ্করবাটী, ৯৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৪ ও ১৫৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪৩১ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৩৭ শতকের মধ্যে ২ কাঠা ৮ বর্গফুট সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী নিখিল দাস, ২)শ্রী সোমনাথ দাস, ৩)শ্রী বিপদ দাস,** সকলের পিতা শ্রী চাঁদ গোপাল দাস, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী শ্যামাপদ মল্লিক, ২)শ্রী মদন মোহন মল্লিক,** উভয়ের পিতা ৺সুধীর কুমার মল্লিক, **৩)শ্রী অনিমেষ মল্লিক** পিতা ৺বৃন্দাবন মল্লিক, **৪)শ্রীমত্যা শৈল মল্লিক** স্বামী ৺বৃন্দাবন মল্লিক, সকলের সাকিম শঙ্করবাটী, খলিসানী, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮, মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৮/০৪/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03891/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সতীনাথ মল্লিক** পিতা ৺সুধীর কুমার মল্লিক, সাকিম শঙ্করবাটী, খলিসানী, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ১৫/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-09190/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী চায়না দাস** স্বামী শ্রী কৃষ্ণ দাস, সাকিম শঙ্করবাটী, খলিসানী, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮, মহাশয়াকে ০১ কাঠা ১০ ছটাক ২০ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন।

<u>তপশীল</u>- জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা শঙ্করবাটী, ৯৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৫৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩৪১ নং দাগে বাগান সম্পত্তি ০১ কাঠা ১০ ছটাক ২০ বর্গফুট, অত্র বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী চায়না দাস** স্বামী শ্রী কৃষ্ণ দাস, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

ইছাপুর মেডিপয়েন্ট ডক্টর'স ক্লিনিক (২০৭/এ, আনন্দমঠ ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগনা,৭৪৩১৪৪) এর পক্ষ থেকে আমরা, মিসেস অদিতি সরকার এবং মিসেস মৈত্রী ঘোষ (পার্টনার) এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে, আমরা উভয়ের সম্মতিক্রমে এই ক্লিনিকের যাবতীয় ব্যবসায়িক কার্য্যকলাপ বন্ধ করিয়াছি।

।। আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি, মোঃ খালিদ, পিতা – মরহুম মোঃ সাবির, বিগত ইং ১১ই নভেম্বর ২০২৫ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০৫১৭৩ নং সাফ কোবালা দলিল, বিপ্লব চন্দ্র নাগ, পিতা – মৃত শ্যামল বরন নাগ এর নিকট হইতে ০২ কাঠা ২ ছটাক জমি খরিদ করিয়াছি। উক্ত বিপ্লব চন্দ্র নাগ বিগত ইং ১৮ই মার্চ ২০১৯ সালে A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ০১৮১৭ নং সাফ কোবালা দলিল, ০০২৮৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল A.D.S.R. বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ১। স্বপন ধর, ২। ইন্দ্রজিৎ ধর, ৩। পল্লব ধর এর দ্বারা ও ০০৯৪৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল D.S.R.II বারাসাত অফিস রেজিষ্টিকৃত ৪। সত্যজিৎ ধর এর দ্বারা উক্ত জমি ক্রয় করিয়াছিল। যাহার মৌজা নদীভাগ, জে.এল.নং ৭৫, L.R. দাগ ২৩৪/২৭৭, বর্তমান L.R. খতিয়ান ৬৫/১। উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2025/1503/39570 নং মিউটেশন কেস মূলে আমার নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছি। উক্ত কেসে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

মোঃ খালিদ, নদীভাগ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>আড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

<u>অবসর,</u>
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

<u>শ্যাম কমিউনিকেশন,</u>
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

<u>মানসী অ্যাড এজেন্সি,</u>
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

<u>মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি</u>
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

<u>শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,</u>
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

<u>মুর্শিদাবাদ</u>

<u>পি' অ্যাডস সলিউশন,</u>
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

<u>বীরভূম</u>

<u>সংবাদ সারাদিন,</u>
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

<u>মিডিয়া হাউস,</u>
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

<u>লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,</u>
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

<u>A2Advantage Ad Agency,</u>
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

<u>মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,</u>
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,**
maatara.adagency@gmail.com

<u>পুরুলিয়া</u>
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

<u>হাওড়া</u>
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

<u>বালি ফটোকপি সার্ভিস,</u>
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

<u>বর্ধমান</u>

<u>স্টুডিও তানিয়া,</u>
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, **মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ভাইপোর উপ-মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার খুব শখ: সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সারা রাজ্য জুড়ে তৃণমূল সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন এবং এসআইআর সম্পর্কে মিথ্যাচারের প্রতিবাদে শুক্রবার বিকেলে বিজেপির ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার ডাকে পরিবর্তন যাত্রা আয়োজিত হল। ব্যারাকপুর ওয়ারলেস মোড় থেকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়ে মসজিদ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, এবার নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তাঁর পেটোয়া পুলিশ অফিসারদের ওই জেলাতে পাঠানো হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, ওনার উপ-মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার খুব শখ। উপ-মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য উনি নন্দীগ্রামে দাঁড়াতে চান। বিশ্বস্তসূত্রে তাঁর কাছে এই খবর আছে। প্রসঙ্গত, জন্মের শংসাপত্র জোগাড়ে কলকাতা পুরসভায় লম্বা লাইন। এপ্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, পুরোটাই চলছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। এর ডবল উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত, মুসলিম বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্মের শংসাপত্র দিয়ে তাদের দেশের নাগরিক করা। দ্বিতীয়ত, বন্দুকটা ফিরহাদ হাকিমের কাঁধে রেখে ফায়ার করা। যাতে আগামীদিনে ফিরহাদ হাকিম ফেঁসে যায়। তাঁর ধারনা, জন্মের শংসাপত্র দেওয়া নিয়ে আদালতে মামলা হবেই। আদালতের রায়ে তদন্ত হলে ফিরহাদ হাকিম টাটা বাই বাই হবেন। প্রসঙ্গত, এদিন দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে গিয়ে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। ওই দলে থাকা সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, এসআইআর প্রক্রিয়ার ফলে ইতিমধ্যেই ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এপ্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, অন্য রাজ্যে কেন বিএলও-রা তো মারা যাচ্ছেন না। এই প্রশ্ন করা উচিত ছিল। তাঁর কথায়, আসলে মুখ্যমন্ত্রী ভয় দেখিয়েছেন তাদের চাকরি খেয়ে নেওয়ার। সেই ভয়ে বাংলায় বিএলও-রা মারা যাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, তৃণমূলের সীমাহীন অত্যাচার বাংলার মানুষ আর নিতে পারছেন না। পুলিশ সরিয়ে দিলে তৃণমূলের সাংসদ, বিধায়কদের বাড়ি অক্ষত থাকবে না। তাঁর দাবি, তোলাবাজ ভাইপো পশ্চিমবঙ্গকে বাজারে পরিণত করেছে। উনি চাকরি বিক্রি করেছেন ১৫ কোটিতে। কালীঘাটের কাকুর কল রেকর্ডিংয়ে শোনা গেছে, ভাইপো ১৫ কোটি নেবেন। তাঁর কটাক্ষ, পিসির ভাইপো অভিষেক নাকি অমিতাভ বচ্চনের পুত্র অভিষেক বচ্চন, সেটা কিন্তু কাকু এখনও বলেননি। প্রসঙ্গত, বনগাঁ-র জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী হুঙ্কার ছেড়ে বলেছেন, 'আমাকে আঘাত করলে, সারা ভারতবর্ষ নাড়িয়ে দেব। এপ্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশে তৃণমূলের কেউ নেই। অথচ উনি ভারতবর্ষকে নাড়িয়ে দেবেন। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল গুন্ডামি করবে। তৃণমূল গুলি-বোমা চালাবে। দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের ওপর হামলা হবে। কিন্তু সবাইকে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। তাঁর দাবি, ২০২৬ সালে তৃণমূল শাসন শেষ করতে না পারলে, বাংলায় হিন্দুরা আর থাকতে পারবে না। উক্ত পরিবর্তন যাত্রায় এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, দলের ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, প্রাক্তন জেলা সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, জেলার এক্সিকিউটিভ সদস্য মিলন কৃষ্ণ আশ প্রমুখ।

টোটো চালকের আত্মহত্যার চেষ্টায় চোখ রাঙাচ্ছে তৃণমূলের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের দুঃশাসন ও স্থানীয় নেতাদের লাগামহীন আচরণ যে কোনও সীমা ছাড়িয়ে গেছে, এমন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা ড. সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবন ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

মন্দিরবাজার থানা এলাকার ঘাটেশ্বর গ্রামে গত ২৫ নভেম্বর তৃণমূলের একটি মিটিংয়ে স্থানীয় নেতৃত্ব এক নির্দেশনা দেন; গ্রামের টোটো চালকদের দলীয় কর্মীদের আনা-নেওয়ার জন্য সারাদিন মাত্র দেড়শো টাকা মজুরি দেওয়া হবে। ওই গ্রামের একজন টোটো চালক সাবির মীর শারীরিক অসুস্থতার কারণে এটি করতে পারেননি। এরপরই, অভিযোগ অনুযায়ী, তাঁকে শাসকদলের নেতারা অকথ্য ভাষায় গালাগাল, হেনস্তা ও মারধর করেন।

তথ্য অনুযায়ী, টোটো ইউনিয়ন ও স্থানীয় নেতারা সাবির মীর টোটো চালানোর অধিকারও স্থগিত করে দেন। এই নিপীড়ন ও হুমকির চাপে তিনি সামাজিক মাধ্যমে লাইভে এসে বিষপান করে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন।

ড. সুকান্ত মজুমদার এই ঘটনাকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে তৃণমূলের দৌরাত্ম্যের চরম উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আজকের তৃণমূল শাসনের বাস্তব চিত্র খেটে খাওয়া মানুষ, দিনমজুর, টোটোচালক পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছেন না। রাজনৈতিক 'দাদা'দের অত্যাচারের সামনে মানুষের জীবন, সম্মান ও নিরাপত্তা কোনোভাবেই নিরাপদ নয়।

হাওড়ায় তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানকে লক্ষ্য করে গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার ডোমজুড়ের সাঁপুইপাড়ায় বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান দেবব্রত মণ্ডল ওরফে বাবুকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত নিকট থেকে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। এই হামলায় দেবব্রত মণ্ডল এবং তাঁর সঙ্গী অনুপম রানা গুরুতর জখম হন। দু'জনেই বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতের একটি বিয়েবাড়ি থেকে বেরোনোর সময় এক দুষ্কৃতী খুব কাছ থেকে দেবব্রত মণ্ডলের দিকে পরপর গুলি ছোড়ে। তাঁর সঙ্গে তখন ছিলেন সাত-আটজন সঙ্গী। প্রথম গুলি লাগে বাঁ হাতের কনুইয়ের পাশে, দ্বিতীয়টি কোমরের দিকে। আরও একটি গুলি তাঁর পিঠ ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। অনুপম রানার পিঠেও গুলি লাগে। হামলার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দু'জনকে দ্রুত প্রথমে নিকটবর্তী স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে দেবব্রত মণ্ডলকে রাতেই এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়। শুক্রবার সকালেই তাঁর অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। অনুপম রানার চিকিৎসাও স্থানীয় হাসপাতালে চলছে, তিনিও সঙ্কটজনক। ঘটনার পর সাঁপুইপাড়া ও নিশ্চিন্দা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা রাতেই রাস্তায় নেমে দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন। খবর পেয়ে নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ এবং পরে হাওড়া সিটি পুলিশের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। পুরো এলাকায় নাকা তল্লাশি চলছে, পাশাপাশি আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে হামলাকারীর পরিচয় ও পালানোর পথ চিহ্নিত করতে। হাওড়া পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেন। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই আহতদের দেখতে স্থানীয় হাসপাতালে যান হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী এবং ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ। তাঁরা পরিবারকে সবরকম সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পঞ্চায়েত প্রধানকে প্রকাশ্যে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে উদ্বেগ বেড়েছে। ব্যক্তিগত রেষারেষি, নাকি রাজনৈতিক শত্রুতা; সবদিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আপাতত নজর দুই জখমের শারীরিক অবস্থার দিকেই।

ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলে আয়োজিত ক্রিস্টমাস কার্নিভাল, হাজির ছিলেন সাংসদ সুদীপ ব্যানার্জি, বিধায়ক নয়না ব্যানার্জি, বিশপ সি সিলভিন-সহ বিশিষ্টজনেরা।

রাজ্যে প্রতিটি জেলায় বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণকে আরও স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত করতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় আলাদা করে নির্বাচনী রোল অবজার্ভার নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন। সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, মোট ১২টি বৃহৎ জেলার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ১২ জন অভিজ্ঞ আইএএস আধিকারিককে নির্বাচন করা হয়েছে। তাদের মূল দায়িত্ব; জেলাপর্যায়ে ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার (ডিইও) এবং ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের (ইআরও) কাজ নিয়মিত নজরদারিতে রাখা, কোনও ধাপে ত্রুটি ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করানো, এবং বিশেষ নিবিড় সংশোধন সংক্রান্ত প্রতিটি প্রক্রিয়া কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা।

জেলায় জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত রোল অবজার্ভাররা

১) স্মিতা পান্ডে; পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম
২) তন্ময় চক্রবর্তী; মুর্শিদাবাদ, মালদা
৩) রণধীর কুমার; উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা (উত্তর)
৪) সি. মুরুগান;দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা (দক্ষিণ)
৫) আর. অর্জুন; কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি
৬) রাজীব কুমার / জগদীশ মিনা; হাওড়া
৭) নীলম মিনা; পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম
৮) অশ্বিনী কুমার যাদব; উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর
৯) নিরঞ্জন কুমার; দার্জিলিং, কালিম্পং
১০) দেবী প্রসাদ করানাম;পুরুলিয়া, বাঁকুড়া
১১) রচনা ভগত; নদিয়া
১২) ড. বিশ্বনাথ; হুগলি

২৭ অক্টোবর ২০২৫-এর আদেশ অনুযায়ী, এসআইআর-এর প্রতিটি স্তর সাবধানে পর্যালোচনা করা এবং যোগ্য ভোটার যাতে বাদ না পড়ে ও অযোগ্য কেউ যাতে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হয়;তা কঠোরভাবে খতিয়ে দেখা হবে।

এছাড়া পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; অবজার্ভাররা কোনও অবস্থাতেই বিএলও, ইআরও বা অন্য কোনও নির্বাচনী কর্মীকে নিজস্ব উদ্যোগে প্রশংসাপত্র দিতে পারবেন না। কারও কাজ সত্যিই উল্লিখিত হওয়ার মতো হলে তার সুপারিশ কমিশনের কাছে পাঠাতে হবে, সিদ্ধান্ত নেবে কমিশনই। কমিশনের শুক্রবারের নির্দেশে আরও জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের শেষ বিশেষ নিবিড় সংশোধন হয়েছিল ২০০২ সালে। প্রায় ২৩ বছর পর ফের নতুন করে এই বৃহৎ আপডেট চালু করা হচ্ছে। কারণ হিসেবে উঠে এসেছে; ডুপ্লিকেট এন্ট্রি, বাসস্থান পরিবর্তনজনিত সমস্যা, ত্রুটিপূর্ণ বয়স বা অন্যান্য তথ্যগত অসঙ্গতি এবং মৃত ব্যক্তিদের নাম তালিকায় থাকা। এই সব ভুল সংশোধন করে ভোটার তালিকা নির্ভুল করা ও সামগ্রিকভাবে আধুনিকীকরণ করাই বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হলে রাজ্যের ভোটার তালিকা আরও নির্ভরযোগ্য এবং যথার্থ হবে বলে আশা কমিশনের।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২৯ নভেম্বর ২০২৫, ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শনিবার

উদ্বেগে নির্বাচন কমিশন

■ এসআইআর প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ গণনার ফর্ম পূরণ ও জমা দেওয়ার কাজ শেষ হতে আর মাত্র সাতদিন বাকি। এই ফর্মগুলিই যাচাই করে কমিশন প্রস্তুত করবে খসড়া ভোটার তালিকা, যা প্রকাশ পাবে ৯ ডিসেম্বর। কিন্তু সময় গোনা শুরু হয়ে গেলেও সবচেয়ে বড় চিন্তার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে কলকাতা শহর। রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলির দ্রুত অগ্রগতির তুলনায় কলকাতায় ফর্ম জমা ও ডিজিটাইজেশনের কাজ আশঙ্কাজনকভাবে পিছিয়ে রয়েছে বলে জানিয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, সমগ্র রাজ্যে প্রায় ৮৩ শতাংশ গণনা ফর্ম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আপলোড হয়ে গিয়েছে। জেলার অধিকাংশ বুথ লেভেল অফিসার সময়ের আগেই তাঁদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু তার বিপরীতে উত্তর কলকাতার পরিস্থিতি ঠিক উল্টো। এখানে এখনও পর্যন্ত অর্ধেকেরও কম ফর্ম আপলোড করা সম্ভব হয়েছে। ফর্ম ডিজিটাইজেশনের গতি এতটাই কম যে প্রশাসনের ভ্রু-কুঁচকে উঠেছে। এরই মাঝে আবার নতুন বিপত্তি। বুধবার থেকে বিএলও অ্যাপ-এ বারবার সমস্যার মুখে পড়ছেন কর্মীরা। বিষয়টি সিইও দপ্তরে জানানো হয়েছে এবং রাজ্যের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিশনকেও রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রের দাবি, রাজ্য জুড়ে প্রায় ৭০ শতাংশ বিএলও তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেছেন।

ভোটারের খোঁজ নেই!

■ রাজ্যের ভোটার তালিকা যাচাইয়ের চলতি পর্বে বড়সড় অসঙ্গতি উঠে এসেছে। নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ মহল জানিয়েছে, প্রায় ২৮ লক্ষ ভোটারের তথ্য ২০০২ সাল থেকে হওয়া ধারাবাহিক এসআইআর এর তালিকার সঙ্গে মিলছে না। বর্তমান ভোটার তালিকাকে অতীতের রেকর্ডের সঙ্গে পাশাপাশি রেখে দেখা হচ্ছে , কোনও ব্যক্তি বা তাঁর উত্তরাধিকার সূত্র কি তালিকায় রয়েছে। কারও নাম ২০০২-র নথিতে না থাকলে তাঁর মা-বাবা, ভাই-বোন বা পরিবারের অন্য কোনও সদস্যের নাম আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনও সম্পর্কসূত্র পাওয়া গেলে ম্যাপিং করা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে ৬ কোটি ৫০ লক্ষের বেশি এনুমারেশন ফর্মের ডিজিটাল রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়েছে। রাজ্যের মোট ভোটার সংখ্যা ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯; সে তুলনায় ডিজিটাইজেশনের গতি যথেষ্ট দ্রুত বলে মনে করছে কমিশন। তবে কমিশন জানিয়েছে, কাজ এখনো চলছে। ফলে ভবিষ্যতে ম্যাপিং না হওয়া ভোটারের সংখ্যা বাড়তেও পারে, আবার যাচাই বাড়লে কমেও যেতে পারে।

পুলিশের শরণাপন্ন ডোনা

■ সোশ্যাল মিডিয়ায় কদর্য ভাষায় আক্রমণের শিকার হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হতে দেখা গেল নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়কে। সূত্রে খবর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ শহরতলির ঠাকুরপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে ডোনার নৃত্যানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ ফেসবুক পেজে তাঁর ছবি ব্যবহার করে কুৎসিত মন্তব্য করা হয়। অভিযোগে ডোনা জানান, প্রায় ৪৫ বছর ধরে তিনি ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যচর্চা করছেন এবং বিশ্বজুড়ে ওডিশি নৃত্যের অনুষ্ঠান করেছেন। তাঁর দাবি, ওই পোস্টে 'বডি শেমিং'-এর পাশাপাশি মানহানিকর মন্তব্য করা হয়েছে, যা তাঁর খ্যাতি ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এর পাশাপাশি এই অভিযোগপত্রে ডোনা সংশ্লিষ্ট পোস্টগুলির স্ক্রিনশট এবং একটি মোবাইল নম্বর পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই নম্বর ও ফেসবুক পেজের সূত্র ধরে অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু হয়েছে।

সেমেস্টার ফি নিয়ে অনিয়ম নয়
স্কুলগুলিকে নয়া নির্দেশিকা শিক্ষা সংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সেমেস্টারের নামে ফি নিয়ে যে অনিয়ম চলছে তাতে এবার রাশ টানতে স্কুলগুলিকে নির্দেশ দিল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এবার থেকে একাদশ শ্রেণিতে সেমিস্টার সংক্রান্ত ফি নির্ধারণ করে দিল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। একাদশ শ্রেণি থেকে সেমেস্টার পিছু কত টাকা নিতে পারবে স্কুলগুলি, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সংসদের তরফে। প্রত্যেকটি স্কুলের মধ্যে সমতা আনতেই এই নির্দেশ বলে জানানো হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রের খবর, এতদিন উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সেমেস্টার পিছু ফি কত হবে, তার নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। ফলে এক একটি স্কুল এক এক রকম টাকার অঙ্ক ধার্য করত বলে অভিযোগ উঠছিল। একাধিক অভিযোগ আসার পরেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হল স্কুলগুলিকে। জেলায় জেলায় স্কুলগুলিকেও একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংসদ নির্দেশিত সেমেস্টার ফি-য়ের থেকে বেশি টাকা নেওয়া হলে স্কুলগুলির বিরুদ্ধে কড়া শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিল সংসদ।

শিক্ষা সংসদের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, এখন প্রত্যেকটি স্কুল পরীক্ষা ফি বাবদ ৭০ টাকার বেশি নিতে পারবে না। পাশাপাশি, স্কুলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই টাকা বরাদ্দ খাতেই ব্যবহার করতে হবে, অন্যত্র নয়। এই প্রসঙ্গে যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য বলেন, '৭০ টাকায় সেমেস্টার পদ্ধতিতে সমস্ত ব্যবস্থা করা কঠিন। তবে শিক্ষা সংসদের নির্দেশ আমরা মানতে বাধ্য। এই টাকার মধ্যে পরীক্ষা নিতে হবে।' তবে এর ঠিক বিপরীতে অবস্থান করতে দেখা গেল শিক্ষক সংগঠনগুলিকে। তাঁরা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন। এদিকে একাধিক স্কুল জানাচ্ছে, কম্পোজিট গ্ল্যান্টের টাকা ঠিক মতো পৌঁছয় না। তার উপর পরীক্ষা পরিচালনা মাত্র ৭০ টাকায়। প্রশ্ন ছাপানো, প্রথম সেমিস্টার নিতে হয় ওএমআর শিটে, তার ব্যবস্থা করা, কী করে হবে? শিক্ষা সংসদের ভাবনা চিন্তা করা উচিত বলে জানাচ্ছেন তাঁরা।

পড়ন্ত বিকেলে...। বাগবাজার মায়ের ঘাটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় মৃত্যু নবম শ্রেণির ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরে ফের বেপরোয়া গতির বলি এক কিশোর। শুক্রবার সকালে কাশীপুর থানা এলাকার সিআইটি মোড়ে ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল নবম শ্রেণির ছাত্র অরণ্য চক্রবর্তীর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অরণ্যের বয়স ১৪ বছর। সে বরানগরের বাসিন্দা এবং কাশীপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রতিদিনের মতো সেদিনও সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বিটি রোড ধরে স্কুলে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় ৩৩৪ রুটের একটি বেসরকারি বাস অতিরিক্ত গতিতে ছুটে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার সাইকেলে ধাক্কা মারে। প্রচণ্ড অভিঘাতে অরণ্য রাস্তায় ছিটকে পড়ে এবং বাসের সামনের বাঁ দিকের চাকায় পিষ্ট হয়। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী নার্সিংহোমে নিয়ে গেলেও চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ব্যস্ত রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি নেই বলেই বারবার এমন দুর্ঘটনা ঘটছে। তাঁদের দাবি, রাস্তা পারাপারের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে পুলিশ না থাকায় ঝুঁকি বাড়ছে। তাছাড়া বাস চালকদের মধ্যে রেষারেষি ও বেপরোয়া মনোভাবই এই মৃত্যুর মূল কারণ।

শিক্ষা ঋণ প্রকল্পে সাফল্যের দাবি তৃণমূলের
বিপরীতে দুর্নীতি ও অব্যবস্থার অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের শিক্ষা নীতিকে কেন্দ্র করে ফের তীব্র রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, রাজ্য সরকারের স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে ছাড়পত্র পাওয়া ঋণের সংখ্যা এক লক্ষের গণ্ডি পেরিয়েছে। অপরদিকে বিজেপির তথ্যপ্রযুক্তি সেলের প্রধান অমিত মালব্য অভিযোগ তুলেছেন; প্রকল্পটি রাজ্যের দুর্বল প্রশাসন, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

বুধবার সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, খুশির খবর! আমাদের স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড স্কিমে আজ অনুমোদিত ঋণের সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়েছে। এই মডেল স্কিমে ছাত্রছাত্রীরা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষা ঋণ পেতে পারে নামমাত্র সুদে, যার সম্পূর্ণ সুদ ভর্তুকি বহন করে রাজ্য সরকার। প্রতিভাবান ছাত্রদের স্বপ্নপূরণে এটি সাহায্য করে যাবে। রাজ্য সরকারের দাবি, উচ্চশিক্ষা যাতে আর্থিক কারণে থমকে না যায়, তা নিশ্চিত করতেই এই প্রকল্প চালু হয়েছিল। বিদেশে পড়াশোনা থেকে পেশাগত কোর্স; সব ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীরা এই ঋণ নিয়ে উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু বিজেপি এর সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরছে। পাল্টা বিবৃতিতে অমিত মালব্য অভিযোগ করেন, হাজার হাজার ছাত্র ব্যাংক, দালাল এবং তৃণমূল-নিয়ন্ত্রিত ভেরিফিকেশন ডেস্কের ফাঁদে আটকে আছে। এই কার্ড বৃত্তি প্রকল্প হিসেবে শুরু হয়েছিল, তা এখন রাজনৈতিক চাপের হাতিয়ার। শিক্ষার জায়গায় রাজনীতি এসে দাঁড়িয়েছে।

মালব্য আরও দাবি করেন, রাজ্যে রূপশ্রীদ প্রকল্প ভেঙে পড়ায় অল্প বয়সে বিয়ের ঘটনা বাড়ছে, এবং আর্থিক চাপে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হওয়ায় কয়েকজন ছাত্র আত্মহত্যা করেছেন। তার কথায়, রাজ্য সরকারের উপর আস্থা কম থাকায় বেসরকারি ব্যাংকগুলো ঋণ দিচ্ছে না। নবান্ন তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে, ফলে ছোট আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিপদের মুখে পড়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অথচ মুখ্যমন্ত্রী অগ্রগতির নয়, শিক্ষার অবক্ষয়ের উৎসব করছেন।

তবে শিক্ষা দপ্তরের দাবি, বিজেপির অভিযোগ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দপ্তরের এক কর্তা বলেন, প্রকল্পের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ রয়েছে এবং ঋণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি জানান, সমস্ত আবেদন বহুস্তরীয় যাচাইয়ের পরই অনুমোদন করা হয়। অসুবিধা হলে সরাসরি হেল্পডেস্কে যোগাযোগের ব্যবস্থাও আছে। রাজনৈতিক লড়াইয়ের মাঝখানে ছাত্রসমাজই এখন প্রশ্ন তুলছে; সত্যিই কি এক লক্ষ ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছেন, নাকি অভিযোগ অনুযায়ী জট ও অনিয়মের পাহাড়ে আটকে আছে বহু আবেদন? সব মিলিয়ে, ভোটের আগে শিক্ষা,ক্ষেত্র ফের রাজনীতির তপ্ত কেন্দ্রে।

দ্বৈত ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন, কলকাতা হাইকোর্টে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বর্ষীয়ান কৃষিমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দ্বৈত ভূমিকা নিয়ে মামলা কলকাতা হাইকোর্টে। অভিযোগ, তিনি একই সঙ্গে রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং সিইএসসির তৃণমূল ঘনিষ্ঠ শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি পদে রয়েছেন।

শোভনদেব দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক রাজনীতির অন্যতম মুখ। তিনি তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং বর্তমানে বিধানসভার ডেপুটি লিডারের দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। তবে সম্প্রতি সিইএসসিতে নতুন একটি শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে, যেখানে তাঁর পুরনো সংগঠনের প্রাক্তন সদস্যরা যুক্ত হয়েছেন। তাঁরাই প্রশ্ন তুলেছেন, মন্ত্রী হয়ে কীভাবে বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থার শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি পদে থাকতে পারেন শোভনদেব।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মামলাটি হাইকোর্ট গ্রহণ করেছে এবং শুক্রবার শুনানি নির্ধারিত হয় যে মন্ত্রীর পক্ষের আইনজীবীরা আদালতে হাজির থাকবেন। তাঁদের দাবি, শোভনদেব বহু বছর ধরে এই দায়িত্ব পালন করছেন এবং অতীতেও রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছিলেন। তাই আইন ভঙ্গের কোনও প্রশ্ন নেই।একইসঙ্গে মামলাকারীদের এও অভিযোগ, সিইএসসির পক্ষ থেকে প্রায় ১৮.৫ কোটি টাকা তৃণমূলের ফান্ডে গিয়েছে। এছাড়া মনোনয়ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব খাটানো হয়েছে এবং বিরোধী প্রার্থীদের বাধা দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। আর এখন এই ঘটনা নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে জল্পনা, দলেরই একাংশের নীরব সমর্থনেই এই মামলা হয়েছে কি না তা নিয়ে। কারণ, নতুন সংগঠনের সদস্যরা একসময় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনেরই অংশ ছিলেন। তবে এ ব্যাপারে শাসকদলের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি বলেই খবর।

তবে আইনজ্ঞরা এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট ১৯২৬ অনুসারে যে কোনও শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধিত হতে পারে এবং তার নেতৃত্বে শ্রমিক বা অন্য ব্যক্তি থাকতে পারেন। মন্ত্রী হওয়ার কারণে নেতৃত্বে থাকার উপর কোনও স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই। পাশাপাশি ইনডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট ১৯৪৭-এ উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রমিক, নিয়োগকর্তা বিরোধ মেটানোর জন্য তৈরি আইন। এখানে মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা নিয়ে আলাদা ধারা নেই। পাশাপাশি ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট, ১৯৪৮-এ বলা হয়েছে শ্রমিকদের সুরক্ষা ও কাজের পরিবেশ নিয়ে আইন। ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে কে থাকবেন, তা এই আইনে নির্দিষ্ট নয়।

তবে এখানে অনেকে এও জানাচ্ছেন, একজন মন্ত্রী যদি কোনও বেসরকারি সংস্থার শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি হন, তবে নীতি, নির্ধারণে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠতে পারে। শুধু তাই নয়, মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় তাঁরা বলেন যে ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, জনগণের স্বার্থে কাজ করবেন। শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে থাকলে সেই শপথের সঙ্গে সংঘাত তৈরি হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, অতীতে বহু মন্ত্রী ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছিলেন।

ভবানীপুরকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভবানীপুরে ভোটার তালিকা সংশোধন থেকে শুরু করে প্রশাসনিক নিয়োগ;বহু ইস্যুতে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, ভবানীপুরকে ঘিরে বিজেপির নামে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে এবং রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকা প্রস্তুতির কাজকে প্রভাবিত করতে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। শুভেন্দুর অভিযোগ, ভবানীপুর কেন্দ্রকে ঘিরে বিজেপির বিএলএ-২ নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার চলছে। তিনি দাবি করেন, বিজেপির প্রতিনিধি নেই; এই বক্তব্য একেবারে ভুল এবং জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই প্রচেষ্টা। তিনি আরও বলেন, ২০১৪ সালে বিজেপির রাজ্যব্যাপী ভোট কম থাকলেও ভবানীপুরে সংগঠনের ভিত ছিল শক্তিশালী। বিভিন্ন রাজ্যে পরপর নির্বাচনী ব্যর্থতার কারণে তৃণমূল কংগ্রেস 'অল ইন্ডিয়া' দলের স্বীকৃতি হারিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। একইভাবে দীর্ঘদিনের জাতীয় দল সিপিআইও এখন আর সেই মর্যাদা ধরে রাখতে পারেনি বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কখনও লোকাযুক্তের রিপোর্ট প্রকাশ করেন না বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, শাসকদলের একাধিক নেতা ও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট থাকা সত্ত্বেও সেসব রিপোর্ট চেপে রাখা হয়। নির্বাচনের সময়ে দেখানোর জন্য 'নাটক' করা ছাড়া সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ। মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনসহ বিভিন্ন সাংবিধানিক সংস্থায় শাসকদলের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বসানো হচ্ছে দাবি করে শুভেন্দু বলেন, এই নিয়োগের তালিকা কারা তৈরি করছেন, সবাই জানেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের নিমন্ত্রণ থাকলেও তাতে যোগ দেবেন না বলে জানান শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মেয়াদ আর কয়েক মাস। এরপর রাজ্যে পরিবর্তন আসবে। বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল প্রকাশ্যে এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করলেও আড়ালে সক্রিয়ভাবে এতে হস্তক্ষেপ করছে। তাঁর দাবি, এসআইআর বন্ধের দাবি তুললেও শাসকদলই ২২ হাজারের বেশি বিএলএ নিয়োগ করেছে। এছাড়া ইআরওদের ওপর প্রশাসনিক চাপের অভিযোগ তোলেন।

তৃণমূলের আমলে রাজনৈতিক সহিংসতা ও প্রশাসনিক অনিয়ম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সহিংসতা, প্রশাসনিক পক্ষপাত ও ভোটার তালিকা সংস্কার (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এই ইস্যুগুলোকে কেন্দ্র করে তীব্র আক্রমণ করেছেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। এক বিস্তৃত বক্তব্যে তিনি দাবি করেছেন, রাজ্যের গণতন্ত্র বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে এবং এর মূল দায়ী হল 'তৃণমূলের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক সন্ত্রাস'।

শমীক ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন, গত কয়েক বছরে রাজ্যে সংঘটিত রাজনৈতিক হত্যার ৯০ শতাংশের বেশি ভুক্তভোগী ছিলেন বিজেপি কর্মী বা বিরোধী শিবিরের সদস্য। তিনি বলেন, টানা তিন বছর ধরে পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, অধিকাংশ রাজনৈতিক হত্যা তৃণমূলের হাতে সংঘটিত হয়েছে। নিহতদের পরিবার নিজ উদ্যোগে

শমীক ভট্টাচার্যের বিস্ফোরক অভিযোগ

সিবিআই তদন্তের জন্য আবেদন করছে। সরকারের কোনও আপত্তি নেই, কারণ সত্যিই লুকোনোর কিছু নেই। মালদার কালিয়াচকে তৃণমূলকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ, তোলাবাজি ও দখলের ঘটনাও তিনি তুলে ধরেছেন। শমীক বলেন, তৃণমূল তৃণমূলকেই মারছে, মুসলিম মুসলমানকেই। এই রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় সামাজিক ও রাজনৈতিক নৈরাজ্য ছড়িয়ে আছে।

শমীক ভট্টাচার্য অভিযোগ করেছেন, রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন শাসকদলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। বীরভূমের অভিজ্ঞ পুলিশ কর্মকর্তাকে অপদস্থ করা স্পষ্ট প্রমাণ সরকারি কর্মীদের ওপর রাজনৈতিক চাপ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। পুলিশ সৎভাবে কাজ করলে বদলি, অন্যথায় 'পুরস্কার'। তিনি আরও জানান, বহু পুলিশ কর্মকর্তাকে 'শাস্তিমূলক পোস্টিং'-এ পাঠানো হচ্ছে, যা প্রশাসনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। বর্তমান ভোটার তালিকা সংস্কার (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় শাসকদলের হস্তক্ষেপ ও অনিয়মের অভিযোগ তোলেন ভট্টাচার্য। প্রতি বিএলও-কে ঘিরে ৩০ জনের মতো তৃণমূল কর্মী দাঁড়িয়ে থাকে। ভিডিওতে দেখা যায়, তাদের অফিসে নয়, এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে এসআইআর করানো হচ্ছে। কারণ তাঁরা জানে, ভুয়ো তথ্য দিলে আইনের আওতায় আসতে পারে। তিনি জানান, বিজেপি ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করেছে। সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবারে 'জিন্দাবাদ' স্লোগানকে তৃণমূল বিরোধী বিক্ষোভ বলে প্রচার করলেও, শমীক অভিযোগ করেন, সুকান্ত মজুমদারের পোস্ট করা ছবিতেই দেখা যায়, স্লোগানদাতারা সবাই তৃণমূলের লোক। এটাই 'ডায়মন্ড মডেল', নিজেদের লোক দিয়ে নকল বিক্ষোভ তৈরি করা। ২০১৯ সালে মসজিদ এলাকা থেকে অ-মুসলিমদের স্থানান্তরের ঘটনাকেও তুলে ধরে তিনি বলেন, এলাকা খালি করার রাজনীতি তৃণমূল দীর্ঘদিন ধরে চালাচ্ছে। লোকশাহীর নামে এই হিংসা চলছে। বালি এলাকার সাম্প্রতিক গুলিকাণ্ডে বিজেপির যুক্ত থাকার অভিযোগ তিনি অস্বীকার করে বলেন, যদি সত্যিই আমাদের হাতে গুলি চালানোর ক্ষমতা থাকত, তাহলে ২০২৩ সালের ১১,০৮৮টি পঞ্চায়েত আসনে আমরা আটকে থাকতাম না। শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূলের কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে হুমকির মনোভাবের সমালোচনা করেন, তৃণমূল ক্ষমতায় এলে সিবিআই, ইডি, জিএসটি সব বন্ধ করে দেবে।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (05171), কলকাতা
১১তম ফ্লোর, জীবনদীপ বিল্ডিং, 1, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা -৭০০০৭১, শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, [রুল ৮(৬) বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।

নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে) "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৬.০১.২০২৬
সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে যা বিক্রি করা হবে **০৬.০১.২০২৬ (মঙ্গলবার)** তারিখে **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত বকেয়া **২৩,১১,০৪৮.০০ টাকা ৩০.১২.২০২৪ অনুযায়ী** (উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি পরবর্তী যেকোনো অর্থপ্রদান সমন্বয় করার পর যোগ করা হবে) পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে **শ্রী সৌগত দে,** পিতা - শ্রী নৃপেন দে, নবজীবন কলোনি, বিশারপাড়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৫১। এছাড়াও: ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৩য় ফ্লোর, "দিয়া লিটল টাওয়ার", হোল্ডিং নং ২৪৬, রাম চন্দ্র পথ, ইছাপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩১৪৪-এর বকেয়া আছে।

সম্পত্তি ১: সংরক্ষিত মূল্য হবে ১৯,২২,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা হবে- ১,৯২,২০০.০০ টাকা। বিড বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ১০,০০০.০০ টাকা।

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা ৩য় ফ্লোরে '৩সি' নং ফ্ল্যাট, যার কার্পেট এলাকা ৪৫০ বর্গফুট, আচ্ছাদিত এলাকা ৪৮৮ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট-আপ এলাকা কমবেশি ৬১০ বর্গফুট। এটি **"দিয়া লিটল টাওয়ার"** নামক একটি বহুতল ভবনে অবস্থিত। সম্পত্তিটি মৌজা- ইছাপুর, জে.এল. নং ৩, রে: সা: নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আর.এস. দাগ নং ৬৪৮৯/৭৩৯৭, এল.আর. দাগ নং ১০২১২, আর.এস. খতিয়ান নং ৩২৫৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩২৭৭, ১৩২৭৮, ১৩২৭৯ ও ১৩২৮০, হোল্ডিং নং ২৪৬, রামচন্দ্র পথ, ওয়ার্ড নং ১৩, উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার সীমার মধ্যে, থানা নোয়াপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩১৪৪-এ অবস্থিত। এটি এডিএসআরও ব্যারাকপুর-এ বুক নং-১, ভলিউম নং ১৫০৫-২০২৪, পৃষ্ঠা ১০৯৮২১ থেকে ১০৯৮৫৮ পর্যন্ত, ২০২৪ সালের ডিড নং -১৫০৫০৩৯৯১ হিসাবে নিবন্ধিত। এই সম্পত্তিটি **শ্রী সৌগত দে,** পিতা নৃপেন দে-এর নামে রয়েছে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি: (দলিল অনুসারে) উত্তর: ২০ ফুট চওড়া রাম চন্দ্র পথ, দক্ষিণ: গঙ্গাপদ পারে, পূর্ব: নীরেশ গোস্বামী, পশ্চিম: ঋষিকেশ চক্রবর্তী।

পরিদর্শনের তারিখ- ২৯.১২.২০২৫ | সম্পত্তির আইডি: SBIN78648493692 | যোগাযোগ নং: ৯৮৩১৪৮৮৬৪২

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BANKNET.com এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন ।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে ।
যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০- তে ।

তারিখ: ২৯.১১.২০২৫
স্থান- কলকাতা

কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয়

ক্রমশ ধাঁধাঁ হয়ে উঠছে ট্রাম্প প্রশাসনের মতিগতি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাহেবের মতিগতি বোঝা ক্রমশ শিবেরও অসাধ্য হয়ে উঠছে। দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে একেক বার একেক রকম কথা। ফলে বাড়ছে বিভ্রান্তি, বাড়ছে আতঙ্ক। পক্ষকাল আগে বিদেশি পেশাদার আনার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন তিনি। নিজের মুখেই স্বীকার করে নেন যে, মার্কিন মুলুকে অনেক ক্ষেত্রেই মেধার ঘাটতি রয়েছে। তাই বিদেশি পেশাদার চাই। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউজের অদূরে এক আফগান বন্দুকবাজের গুলিচালনার পর সেই ট্রাম্পই একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেলেন! ঘোষণা করলেন, তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কিন প্রশাসন। সোশাল মিডিয়ায় তাঁর ঘোষণার পর থেকেই জল্পনা তুঙ্গে। ঠিক কোন কোন দেশকে ইঙ্গিত করেছেন তিনি? তালিকায় কি ভারতও আছে? তা অবশ্য খোলসা করেননি তিনি। আর এতেই বেড়েছে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক।নিজস্ব সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশালে ট্রাম্প লিখেছেন, আমি মার্কিন সিস্টেমকে সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের জন্য তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে স্থগিত করব। 'ঘুমন্ত' জো বাইডেনের অটোপেন স্বাক্ষরিত লক্ষ লক্ষ অবৈধ প্রবেশাধিকার বাতিল করব। যাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'মূল সম্পদ' নন, অথবা আমাদের দেশকে ভালোবাসতে অক্ষম, তাঁদের সকলকে অপসারিত করব। আমাদের দেশের অভিবাসীদের জন্য সমস্ত ফেডারেল সুবিধা এবং ভর্তুকি বন্ধ করে দেব। অভ্যন্তরীণ শান্তি নষ্টকারী অভিবাসীদের ধরব এবং যে কোনও বিদেশি নাগরিককেই নির্বাসিত করব যাঁরা জন সাধারণ হিসেবে বোঝা, নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি অথবা পশ্চিমি সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নন।'দ্বিতীয়বার মার্কিন মসনদে বসার পর থেকেই অভিবাসন নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছেন ট্রাম্প।অবৈধ অভিবাসীকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছেন। এবার তাঁর নজর বৈধ অভিবাসীদের দিকেও। এরই মধ্যে সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গিয়েছে, মার্কিন ফেডেরাল এজেন্সি গ্রিন কার্ডের ইন্টারভিউ চলাকালীনই গ্রেফতার করছে একাধিক আবেদনকারীকে। এদের মধ্যে কারও স্বামী, কারও স্ত্রী মার্কিন নাগরিক। এরা গ্রিন কার্ডের ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলেন। ফলে ট্রাম্প।প্রশাসন সত্যিই কী চায় সেটা ক্রমশ ধাঁধাঁ হয়ে উঠছে।

আজকের দিন

■ ১৯৮২ — মাইকেল জ্যাকসনের থ্রিলার অ্যালবাম প্রকাশিত হয়।

■ ১৯৮৭ — উত্তর কোরিয়ার এজেন্টরা কোরিয়ান এয়ার ফ্লাইট ৮৫৮-এ বোমা হামলা চালায়, এতে ১১৫ জন আরোহীর সকলেই নিহত হয়।

■ ১৯৮৭ — সৈন্যরা ফিলিপাইনের পেনিনসুলা ম্যানিলা হোটেলে বিদ্রোহ করে এবং অবরোধ করে।

■ ২০০৮ — তাজমহল হোটেলে সংঘর্ষের পর মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার সমাপ্তি ঘটে ।

■ ২০১২ — জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলিকে অ-সদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা প্রদান করে।

■ ২০১৩ — এলএএম মোজাম্বিক এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ৪৭০ নামিবিয়ায় বিধ্বস্ত হয়, এতে ৩৩ জন আরোহী নিহত হন, যা পাইলটের আত্মহত্যা বলে মনে করা হয়।

জন্মদিন

আজকের দিন

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৬৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট প্রশাসক ললিত মোদীর জন্মদিন।*

১৯৭১ *ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের জন্মদিন।*

ভারতীয় বাবার বাংলাদেশি ছেলে!

পুলিশ ও ব্লক অফিসের দ্বারস্থ বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভারতীয় বাবার ভোটার তালিকায় তাঁর অজান্তে বাংলাদেশি ছেলে এসে পড়েছে। পুলিশ ও ব্লক অফিসের দ্বারস্থ ভারতীয় বাবা, লিখিত অভিযোগ দায়ের। নাম কাটা পড়লো বাংলাদেশি ছেলের।

অবৈধভাবে ভারতীয় নাগরিক জিয়াদ আলি দফাদারের নাম, ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মাহাবুর দফাদার নামে এক ব্যক্তি ভোটার কার্ড, আধার কার্ড-সহ ভারতীয় সবরকম নথি বানিয়ে ফেলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাটের এক নম্বর ব্লকের নিমদরিয়া কোদালিয়া পঞ্চায়েতের ৭৫ নম্বর বুথে।

সেখানে জিয়াদ আলি দফাদার চার বছর আগে হঠাৎই দেখেন, ভোটার লিস্টে মাহাবুর দফাদার নামে এক ব্যক্তির নাম ভোটার লিস্টে রয়েছে। যেখানে জিয়াদ আলি দফাদারকে বাবার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি খোঁজখবর নিয়ে দেখেন যে, তাঁকে বাবা সাজিয়ে শুধু ভোটার কার্ড নয় আধার কার্ড-সহ সমস্ত রকম সরকারি নথি বানিয়ে ফেলেছে মাহাবুর দফাদার। এরপর জিয়াদ আলি দফাদার বসিরহাট ব্লক অফিসে এবং বসিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু তাতে কোনও কাজই হয়নি। এরপর ২০২৪ সালে আবারও তিনি অভিযোগ দায়ের করেন, কিন্তু তখনও কোনও কাজ হয়নি। তাই এবার এসআইআর চালু হতেই সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না জিয়াদ আলি দফাদার। তিনি এবারও বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ, দায়ের করেছেন। যাতে এই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মাহাবুর দফাদারের ভোটার লিস্ট থেকে বাবার পরিচয় বাদ যায়। মাহাবুর দফাদারের খোঁজ না মিললেও, তাঁর স্ত্রী রোকিয়া বিবি স্বীকার করে নেন যে তখন বুঝতে পারিনি, তাই ভুল করে হয়ে গেছে। তিনি এটাও স্বীকার করেন যে, মাহাবুর দফাদারের বাড়ি বাংলাদেশের ডুমুরিয়া জেলায়। এসআইআরে এবার বিচার পাবেন বলেই আশাবাদী জিয়াদ আলি দফাদার।

শিশু উধাও-কাণ্ডে আন্দোলন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশু বদলকে ঘিরে আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। শিশুর পরিবার তাদের শিশু ফিরে পেতে যেমন আন্দোলনে নেমেছে তেমনি বিজেপিও এই ইস্যুতে রাস্তায় নেমেছে। বিজেপি এদিন পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষের নেতৃত্বে সোদপুরের রাস্তায় আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে শিশু উধাও কাণ্ডে তাঁর হাত আছে বলে অভিযোগ করে। পাশাপাশি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরা ও বিধায়ক বিমান ঘোষ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন ধরেই তারকেশ্বরের এক গৃহবধূর সঙ্গে আরামবাগের ডোঙ্গলের এক গৃহবধূর মধ্যে শিশু বদলের অভিযোগ উঠেছিল। বৃহস্পতিবার মৃত শিশুর দেহ কবর থেকে তোলা হয়।

দুই পরিবারের উপস্থিতিতে ম্যাজিস্ট্রেট এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে দুটি সদ্যজাতকে শনাক্ত করে চিহ্নিত করার কাজ চলে। বিজেপি জেলা সভাপতি সুশান্ত বেরা জানান, 'শিশু চুরির ঘটনার কথা জানার পর আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করলাম। চুরি হয়নি। পাল্টাপাল্টি হয়েছে। তদন্ত করার কথা বলা হয়েছে। হাসপাতালে নিরাপত্তা আরও বাড়াতে হবে, তা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।'

বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে যেভাবে একটা মৃত শিশুকে অন্য পরিবারের হাতে দেওয়া আর জীবিত শিশুকে আর এক পরিবারের হাতে দেওয়া। এটা প্রমাণ করে যে কিভাবে মেডিক্যাল কলেজটা চলছে। কোনও সিরিয়াসনেস নেই, কোন ব্যবস্থা নেই। সেই কারণেই এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে। এর জন্য দায়ি হচ্ছেন আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ। হাসপাতালে দায়িত্ব আছেন সাংসদ। তাঁর শুধু কী এটাই দায়িত্ব যে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে কিছু কর্মীকে ওখানে নিয়োগ করা? এর দায় সাংসদকে নিতে হবে।'

যদিও ঘটনা প্রসঙ্গে সাংসদ মিতালী বাগ জানান, 'তদন্ত তদন্তের মত এগোচ্ছে। একটা কমিটি গঠন হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন পুর্ণাঙ্গ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিজেপি বিধায়করা বলছেন, আমি যুক্ত, আমি যদি মেরে থাকি, বদল করে থাকি। যদি বিজেপির বিধায়করা প্রমাণ করাতে পারে তাহলে আমি হাসতে হাসতে ফাঁসির দঁড়িতে ঝুলব। আর যদি প্রমাণ করতে না পারে, বিজেপির বিধায়করা ঝুলতে পারবেন তো ফাঁসি কাঠে?' সবমিলিয়ে শিশু উধাও কান্ডে উত্তাল আরামবাগ।

খেলা হবে ২৬-এ, উলটো আসন গুনবে বিজেপি: সায়নী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: 'খেলা হবে ২৬ শে, উলটো আসন গুনবে বিজেপি। এখন ঠান্ডা আছে দিল্লিতে গিয়ে গরম করব, ১ ডিসেম্বর শীতকালীন অধিবেশনে।' শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভায় শুরু হওয়া দু'দিন ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে রাজ্য তৃণমূলের যুব মহিলা সভানেত্রী সায়নী ঘোষ এমনই মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, 'একুশে এক পা ভাঙা ছিল, তাতেই ২১৩ টি আসন হয়েছিল। এবার দু'পা ভালো আছে। ভালো খেলব। আসনও বাড়বে।'

সুন্দরবনে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাংসদ সায়নী ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফুটবলার দিপেন্দ্যু বিশ্বাস, বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল-সহ অন্যান্যরা। এদিন সায়নী ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একুশে ভাঙা পায় খেলে ২১৩ পেয়েছে। এবার দুটো পা তো ভালো আছে, দেখবেন এবার ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচন দারুণ খেলা হবে। এ খেলা গতবার থেকে আরও বেশি ভালো খেলা হবে। যারা যারা একসময় দিল্লি থেকে এসে বলেছিল ২০০ পাওয়ার কথা। তারা আর এখন সংখ্যাটাই বলছে না। এবার ২০২৬-এর নির্বাচনে যে কটা সিট আছে, বিরোধীরা উল্টো গোনা শুরু করবে। পয়লা ডিসেম্বর থেকে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে, সেখানে প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চোখে চোখ রেখে অধিবেশন বক্তব্য রাখব। দেশের মানুষ দেখবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে আমরা নই, কিন্তু আমরা চাই বৈধ ভোটার যেন একজনও বাদ না যায়। তার বিরুদ্ধে আমরা এদিন বাঁকড়া ফুটবল মাঠে ফুটবলে শর্ট মেরে খেলার সূচনা করলাম। এখন থেকেই খেলা শুরু হয়ে গেল। বিজেপি উল্টো গুনতি শুরু করবে ৬৩ থেকে।'

মতুয়া গড়ে তৃণমূলে বড়সড় ভাঙন, বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মুখ্যমন্ত্রী বনগাঁয় আসার তিন দিনের মাথায় মতুয়া গড়ে তৃণমূলে বড়সড় ভাঙন, তৃণমূল এবং সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগ দিলেন তিন শতাধিক কর্মী। তৃণমূল সিপিআইএম থেকে প্রায় ৩০০ কর্মী সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করলো। শুক্রবার শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে তাঁর হাত ধরে এই যোগদান কর্মসূচি হয়। বিভিন্ন দল থেকে আশা কর্মী সমর্থকদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন শান্তনু ঠাকুর ও জেলা সভাপতি বিকাশ ঘোষ। শান্তনু ঠাকুর জানান, 'বাগদা, গাইঘাটা ও স্বরূপনগর থেকে ১০০ পরিবারের ৩০০ সদস্য আজকে যোগদান করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে এসে ভাওতা ছাড়া কিছুই দেননি। কারও জন্য কিছুই করেননি। সেই কারণে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে বিজেপিতে যোগদান করেছে।' যোগদানকে নাটক বলে কটাক্ষ করেছেন বনগাঁ সংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, 'ওরা নিজেদের কর্মীদের যোগদান করিয়েছে। ওরা তৈরি থাকুক। এক মাসের মধ্যে বিজেপি থেকে দলে দলে মানুষ তৃণমূলে যোগদান করবে।'

বেঁচে থেকেও জীবিত থাকার প্রমাণ দিতে চিন্তায় গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ছাতনা ব্লকের চিনাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কমলপুর এলাকার গৃহবধূ মল্লিকা রক্ষিত। নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত ২০২৫ তালিকায় তাঁর নাম ডিলিট। অথচ ২০২৪-এর তালিকায় তার নাম জ্বলজ্বল করছে। কিভাবে হলো এই কাণ্ড চিন্তায় গোটা পরিবার। ওই রক্ষিত বাড়ি সূত্রের খবর, এসআইআর আবহে পরিবারের সদস্যদের সাদা ফর্ম এলেও সেই ফর্ম পাননি গৃহবধূ মল্লিকা রক্ষিত। তাঁর প্রশ্ন তিনি কী তাহলে এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে পারবেন না। তবে কি হারাবেন তিনি দেশের নাগরিকত্ব? মল্লিকা দেবীর স্বামী নিতাই চন্দ্র রক্ষিত পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক তিনি বলেন, 'স্ত্রীর ২০০২ সাল ও ২০২৪ সালের নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত তালিকায় নাম আছে, অথচ ২০২৫ সালের তালিকায় নাম নেই। বাড়ি ৪ সদস্যের সকলের এস আই আর ফর্ম এলেও স্ত্রীর আসেনি। আমি নির্বাচন কমিশনের কাজ করেছি, মৃত ব্যক্তির নাম ডিলিট লেখা থাকে। কিন্তু আমার স্ত্রী জীবিত আমি প্রমাণ করবো কিভাবে? এই বিষয়ে বিএলও-কে বলা হলো সঠিক সদুত্তর বা সমাধান করতে পারেননি তিনি। আমরা চিন্তায় আছি।'

স্বরূপনগরে বিজেপির সিএএ সহায়তা ক্যাম্প ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই বিখ্যাত উক্তিটি এখন বিজেপির কর্মকাণ্ডে জন্য সদর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের লাগাতার প্রতিবাদে অবশেষে সিএএ ক্যাম্পের ব্যানারে বড় বড় করে বিজেপি নেতারা লিখতে বাধ্য হল 'বিনামূল্যে' এই সিএএ ক্যাম্প। আর এই লেখার মধ্যে দিয়েই বিজেপি প্রমাণিত করল এর আগে সিএএ ক্যাম্পে টাকা নিয়ে কাজ করা অবৈধ ছিল। ফলে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। কাকদ্বীপ, বাসন্তী ও বনগাঁ-সহ বিভিন্ন জায়গায় সিএএ ক্যাম্প খুলে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপি নেতা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে।

এবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরে বাংলাদেশি শরণার্থীদের নাগরিকত্ব পাইয়ে দিতে বিজেপির তরফ থেকে যে সিএএ সহায়তা ক্যাম্প করা হয়েছে, সেই ক্যাম্পের ব্যানারে বড় বড় করে বিজেপি নেতারা লিখেছেন 'বিনামূল্যে' এই ক্যাম্প। আর এই ব্যানার ঘিরে শুরু রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির দিকেই আঙুল তুলেছে তৃণমূল। সিএএ ক্যাম্পকে টাকা তোলার ক্যাম্প বলে কটাক্ষ করেছিল তৃণমূল। এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিষয়ে সরব হয়েছিলেন। তারপরেই ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে গেল বিজেপি। স্বরূপনগরের এই ক্যাম্পে আবেদনকারীরা বলেন, অন্যান্য জায়গায় সাতশো, আটশো, এক হাজার, দুই হাজার টাকা নেওয়া হচ্ছে সিএএ ক্যাম্প খুলে। কিন্তু এখান থেকে কোনও টাকা নেওয়া হচ্ছে না। এই বিতর্কিত পরিস্থিতিতে স্বরূপনগরের বিজেপি নেতা বৃন্দাবন সরকারকে 'বিজেপির এই লোক ঠকানোর দুর্নীতি ধামাচাপা' দিতে ঢোক গিলতে বলতে হল, 'কোনও সিএএ ক্যাম্পে টাকা নেওয়া হয় কিনা, এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না। আমরা এখানে বাংলাদেশি শরণার্থীদের জন্য কোনও এজেন্সির মাধ্যমে নয়, ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সিএএ-তে আবেদন করিয়ে দিচ্ছি।' পালটা বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছে তৃণমূল। স্বরূপনগর উত্তর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, 'বিজেপির বিনামূল্যের পেছনেও টাকার খেলা চলছে। এটা টাকা তোলার ক্যাম্প।' তিনি আরও বলেন, 'সিএএ ক্যাম্পে আবেদন করে মানুষকে ফাঁদে ফেলছে বিজেপি। বিনামূল্যে কথার পেছনে একটা ব্যবসা চলছে, টাকা তোলা চলছে। মানুষকে বিপাকে ফেলছে বিজেপি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।'

ধানাড়া গ্রামের অন্নপূর্ণা পুজো ধুঁকছে আর্থিক সংকটে

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: গ্রামে দুর্গাপুজো হয় না। শারদোৎসবের আনন্দ থেকে তা বলে বঞ্চিত হবে গ্রামের মানুষ। তাই বিকল্প ব্যবস্থা। অগ্রহায়ণের নতুন ধান ওঠাকে কেন্দ্র করে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের ধানাড়া গ্রামে আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে নবান্ন উৎসব দেবী অন্নপূর্ণার পুজো। তিথি মেনে অগ্রহায়ণের শুক্লা পঞ্চমীতে এই পূজো হচ্ছে। দুর্গাপুজোর মতো এখানেও সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিনদিন ধরে মহাসমারোহে দেবী অন্নপূর্ণার পুজো হয়। গ্রামের আট থেকে আশি সকলে মেতে ওঠে। পুজো উপলক্ষ্যে বাপের বাড়ি আসেন বিবাহিত মহিলারা। যারা কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন তাঁরাও এই সময় ফেরেন বাড়িতে। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের ধানাড়া গ্রামের অন্নপূর্ণা পূজো সব থেকে প্রাচীন ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধানাড়া গ্রামের দেওঘরিয়া ও চট্টোপাধ্যায় পরিবার একত্রে এই পুজোর আয়োজন করে থাকেন। তবে এই গ্রামে অন্নপূর্ণা পুজো হয় সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে। ১৯০ বছরের পুরনো এই পূজাকে কেন্দ্র করে আছে বেশ কিছু ঘটনা। শোনা যায়, পুরুলিয়ার কাশিপুর রাজ বংশের রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিংদেও নিজে এসে এই ধানাড়া গ্রামের অন্নপূর্ণা পূজো শুরু করে প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন।

রাজা খুশি হয়ে গ্রামের কয়েকটি পরিবারকে দেওঘরিয়া উপাধি দেন। পাশাপাশি দেবী অন্নপূর্ণার নামে বেশ কিছু চাষের জমিও দান করেছিলেন রাজা। ওই জমির ফসল থেকেই ফি বছর পুজোর খরচ চলতো। এছাড়া জমির ধান থেকে যে চাল পাওয়া যেত তা থেকেই হত পঞ্চগ্রামের মহাভোজ। এই মহাভোজের বৈশিষ্ট্য হল যে পরিবার যেদিন পুজোর দায়িত্ব পেত, সেই পরিবারকে সেদিন এলাকার পাঁচটি গ্রামের হাজার পাঁচেক মানুষকে নতুন চালের অন্নভোগ খাওয়াতে হতো। এছাড়া জাতি ধর্ম পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রে এই অন্নভোগ গ্রহণ করেন। তবে বর্তমানে সেই প্রাচীন নিয়ম নীতি মেনেই ধানাড়া গ্রামে অন্নপূর্ণা পূজা হলেও জৌলুস অনেকটা কমেছে। উদ্যোগক্তারা তপন কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ,সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনী চ্যাটার্জীরা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে আর্থিক সাহায্য করছেন সেই ভাবেই এই অন্নপূর্ণার পুজোতেও আর্থিক সাহায্য করা হউক। তবেই আর্থিক সংকটে থাকা এই প্রাচীন পুজোকে ঠিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে।'

মালদায় চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় দুঃসাহসিক কায়দায় চুরি! এবারে জানালার গ্রিল এবং ঘরের দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে কয়েক লক্ষ টাকার সোনাদানা-সহ নগদ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার সাত সকালে এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার রতুয়া-১ ব্লকের আইলপাড়া এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী মিকাইল হক বর্তমানে ব্যক্তিগত কাজে কলকাতায় রয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকালে, তাঁর স্ত্রী বাড়িতে তালা মেরে বাপের বাড়ি যান। এই সুযোগে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে দুষ্কৃতীরা জানালার গ্রিল ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং ঘরের দরজা ও আলমারি ভেঙে, গোটা ঘর লন্ডভন্ড করে কয়েক লক্ষ টাকার সোনাদানা এবং নগদ লক্ষাধিক হাতিয়ে চম্পট দেয়।

চাকরি প্রতারণা-কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: চাকরি প্রতারণা-কাণ্ডে ধৃত আরও একজনকে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে আদালতে তোলা হলো পুলিশের তরফে। ধৃতকে শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরে অবস্থিত গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। উল্লেখ্য, এক তরুণীকে পুলিশের কনস্টেবল পদে চাকরির টোপ দিয়ে লাক্ষাধিক টাকা চাওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে এক ভলান্টিয়ার ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে। চাকরি হলে পরবর্তীতে ধাপে ধাপে সেই টাকা মিটিয়ে দিতে হবে বলেই জানিয়েছিলেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। পাশাপাশি, ওই তরুণীর কাছ থেকে তার আসল শংসাপত্র নিয়ে নেন অভিযুক্তরা। পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে আগেই সিভিক ভলান্টিয়ার নারায়ণ ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী পার্বতী রায় কে গ্রেপ্তার করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বৃহস্পতিবার যাদববাটি এলাকার বাসিন্দা সুভাষ বিশ্বাস নামে আরও একজনকে আটক করে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি থেকে পুলিশ প্রায় ২১ লক্ষ টাকা, একটি ল্যাপটপ ও মোবাইল-সহ কিছু নথি উদ্ধার করে। এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতকে শুক্রবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রেলওয়ে ওমেন পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে দক্ষিণ পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের নজরকাড়া সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে অনুষ্ঠিত হওয়া ১৫তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ওমেন পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে দক্ষিণ পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশন নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করল। আদ্রা ডিভিশনের তিন মহিলা রেল কর্মী, পি. নিশান্তি, সাথুপতি দোয়ারকা এবং সুমন দেবী নিজেদের অসাধারণ পারফরম্যান্সে সোনা, রূপো ও ব্রোঞ্জ পদক জিতে আদ্রা ডিভিশনের নামকে আরও উজ্বল করলেন। আদ্রা ডিভিশনের এই তিন প্রতিযোগী পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে পৃথক ওজন বিভাগে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে সোনা, রূপো ও ব্রোঞ্জ পদক ছিনিয়ে নেন। তাদের এই সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত গৌরবই নয়, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস এসোসিয়েশনের ক্রীড়া সংস্কৃতি ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মানকেও আরও

উচ্চতায় পৌঁছাল।

তিন রেলকর্মী খেলোয়াড়ের এই সাফল্যের জন্য আদ্রা ডিভিশনের পক্ষ থেকে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন জানালেন আদ্রা ডিভিশনের রেলের স্পোর্টস অফিসার ও সিনিয়র ডিভিশনাল অপারেশন ম্যানেজার শচীন্দ্র বর্মা। যেখানে উপস্থিত ছিলেন ডিভিশনাল অপারেশন ম্যানেজার রিশু প্রিয়া। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি তাদের কোচ এস. লগেশ্বরীকেও বিশেষ সম্মান জানানো হয়। রেলের স্পোর্টস অফিসারদের পাশাপাশি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেট সেক্রেটারি অশোক যাদব ও জেনারেল সেক্রেটারি জাভেদ খান। আদ্রা ডিভিশনের তিন রেলকর্মী খেলোয়াড়ের নজরকাড়া সফল্যে আদ্রা ডিভিশনের রেলের স্পোর্টস অফিসার ও সিনিয়র ডিভিশনাল অপারেশন ম্যানেজার শচীন্দ্র বর্মা বলেন, '১৫তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ওমেন পাওয়ারলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে পুরো ইন্ডিয়ান রেলওয়ের সমস্ত ডিভিশনের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, সেখানে আদ্রা ডিভিশনের প্রতিযোগীরাই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে সোনা, রূপো ও ব্রোঞ্জ পদক ছিনিয়ে নেন। এটা আমাদের আদ্রা ডিভিশনের জন্য খুবই গর্বের বিষয়।'

দি গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেড
CIN : L74110WB1895PLC000963
রেজিঃ অফিস: "হাউট স্ট্রিট" ১০ম তল, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬,
ফোন নং: ০৩৩-৪০০৩১৫২৫/২৬
ইমেল: grobtea@rawalwasia.co.in, ওয়েবসাইট: www.grobtea.com

ভৌত আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখ ২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ৬ মাসের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে ১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের আগে জমা দেওয়া হয়েছে এবং নথিপত্রের ঘাটতির কারণে প্রত্যাখ্যাত/প্রত্যাহারিত হয়েছে, এমন শেয়ারগুলির স্থানান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়া যেতে পারে।
যে সকল বিনিয়োগকারী ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখের পূর্ববর্তী সময়সীমা (ট্রান্সফার ডিড পুনর্নথিভুক্তির জন্য কাট-অফ তারিখ) সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন, তারা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ নীচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ঠিকানা, তাদের ঠিকানা ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭ অথবা nichetechpl@nichetechpl.com-এ ই-মেইল করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ে এই সুযোগ নিতে পারেন। এই সময়ের মধ্যে, যেসব সিকিউরিটিজ স্থানান্তরের জন্য পুনঃজমা দেওয়া হয়েছে (কোম্পানি/আরটিএ-এর কাছে অমীমাংসিত অনুরোধগুলি সহ) তার জন্য আরটিএ দ্বারা যাচাই করা হবে, সেগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে জারি করা হবে। অনুরোধকারীদের অবশ্যই একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং আরটিএ-তে স্থানান্তরের জন্য নথি জমা দেওয়ার সময় তাদের ক্লায়েন্ট মাস্টার তালিকা, মূল ট্রান্সফার ডকুমেন্ট এবং শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) প্রদান করতে হবে।

দি গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
নেহা সিং
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.১১.২০২৫
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

'রক্তদান মহৎদান' এই কথাকে সামনে রেখে উত্তরপাড়ার ভদ্রকালী শিবাজি স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ও লায়ন্স ক্লাব উত্তরপাড়া শাখার সহযোগিতায় ক্লাবের প্রাণপুরুষ প্রয়াত শ্রদ্ধেয় নিমাই নাগের প্রয়াণ দিবস ২৮ নভেম্বর দিনটিকে স্মরণ করে প্রতিবছরের মতো এই বছরও ৫৩তম রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমিতাভ। স্থানীয় ডাক্তার আশিস বরণ সাহা এবং আরও অনেকে।

দি গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেড
CIN : L74110WB1895PLC000963
রেজিঃ অফিস: "হাউট স্ট্রিট" ১০ম তল, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬,
ফোন নং: ০৩৩-৪০০৩১৫২৫/২৬
ইমেল: grobtea@rawalwasia.co.in, ওয়েবসাইট: www.grobtea.com

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

দ্য গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেডের ("দি কোম্পানি") এর সদস্যদের এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট" বা "দ্য অ্যাক্ট") এর ধারা ১১০, ১০৮ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ ("দ্য রুলস"), রেগুলেশন ৪৪ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ ("তালিকাভুক্তি নিয়মাবলী"), দি ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসআই) দ্বারা জারি করা "সাধারণ সভা" সম্পর্কিত সচিবালয় মান - ২ এর বিধি ২০ এবং ২২ এর সাথে পঠিত, যার মধ্যে আপাতত বলবৎ থাকা যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন, সংশোধন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) অন্তর্ভুক্ত, ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার যার মধ্যে রয়েছে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের ০৩/২০২৫ এবং/অথবা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (**"এমসিএ"**) (সম্মিলিতভাবে **"এমসিএ সার্কুলার"** নামে পরিচিত) দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা অন্য যেকোনো সার্কুলার এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (**"সেবি"**) (**"সেবি সার্কুলার"**) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা সার্কুলার, অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, নিয়ম এবং প্রবিধান, যদি থাকে, কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে (**"রিমোট ই-ভোটিং"**) পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে চাওয়া হয়, যা নিম্নলিখিত বিশেষ ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত, বিশেষ রেজোলিউশনের মাধ্যমে, যা মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে (**"নোটিশ"**) উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রম নং	বিষয় দফা
১.	ঋণ(সমূহ) প্রদানে/জামিন(সমূহ) প্রদান বা সুরক্ষা (সমূহ) বিনিয়োগে(সমূহ) এর ক্ষেত্রে সীমা বৃদ্ধি অনুমোদন ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৮৬ অধীনে।
২.	কোম্পানির ঋণগ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি বিবেচনা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৮০(১)(সি) অধীনে।
৩.	কোম্পানির বিক্রয়, সম্পদ, সম্পত্তি বা অধিগ্রহণের(সমূহ) বন্ধক প্রদান বা দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রের কোম্পানির বর্তমান সীমার বৃদ্ধি অনুমোদন ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৮০(১)(এ) অধীনে।
৪.	দান/আর্থিক সহায়তা প্রদান এর সীমা বৃদ্ধি অনুমোদন ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৮১ অধীনে।

সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে :
১. আইনের ধারা ১০২(১) অনুসারে বিস্তারিত ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, যা নিয়মাবলীর সাথে পঠিত, রেজোলিউশন সম্পর্কিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করে, নোটিশের অংশ।
২. এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, নোটিশটি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের নাম **শুক্রবার, ২১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে** ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত সদস্যদের নিবন্ধন/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় ("কাট-অফ ডেট") উপস্থিত রয়েছে এবং যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত, এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে পোস্টাল ব্যালট নোটিশের সাথে প্রকৃত কপি পাঠানো হচ্ছে না।
৩. নোটিশটি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.grobtea.com**, রিমোট ই-ভোটিং পরিষেবা প্রদানকারী ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (**"এনএসডিএল"**) এর ওয়েবসাইটে এবং এনএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.nseindia.com** এবং সিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.cseindia.com**-এ পাওয়া যাবে।
৪. কোম্পানি **২৮ নভেম্বর, ২০২৫** তারিখে ই-মেইলের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানিতে বা কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত।
৫. এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি সদস্যদের তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছে। যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের এটি নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৬. সদস্যরা কেবলমাত্র রিমোট টি-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রস্তাবে তাদের ভোট দিতে এবং সম্মতি (পক্ষে) বা ভিন্নমত (বিরুদ্ধে) জানাতে পারবেন। যে সকল সদস্যের নাম কাট-অফ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধন/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় থাকবে তারাই কেবল ই-ভোটিংয়ের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কাট-অফ তারিখের পরে সদস্য হওয়া ব্যক্তিদের কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি বিবেচনা করা উচিত।
৭. রিমোট ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিস্তারিত পদ্ধতি/নির্দেশনা, যার মধ্যে যেসব সদস্য এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা কীভাবে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করতে এবং/অথবা তাদের ভোট দিতে পারবেন, তা নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।
৮. সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকের (ইলেকট্রনিক শেয়ারহোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে) ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তার/তার/তার শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে হবে।
৯. রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা **রবিবার, ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ (সকাল ৯টা আইএসটি থেকে শুরু হবে এবং সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫টা আইএসটি)** (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত চলবে, এরপর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, পরবর্তীতে কোনও পরিবর্তন অনুমোদিত হবে না।
১০. কোম্পানিটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য শ্রী মোহন রাম গোয়েঙ্কা (এফসিএস নং ২৫৫১) মেসার্স এমআর অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের অংশীদার, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে। পোস্টাল ব্যালটের বৈধতার বিষয়ে স্ক্রুটিনাইজারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।
১১. স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ ফলাফল, সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যকাল শেষ হওয়ার ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.grobtea.com-এ প্রকাশ করে ঘোষণা করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন এনএসই লিমিটেড এবং সিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডকেও জানানো হবে।
১২. পোস্টাল ব্যালটের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো অভিযোগ কোম্পানির কাছে **grobtea@rawalwasia.co.in** অথবা মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড ("আরটিএ") ঠিকানায় **nichetechpl@nichetechpl.com** ঠিকানায় জানাতে পারেন। ই-ভোটিং সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সমস্যার জন্য, আপনি **www.evoting,nsdl.com** এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ('এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন। অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করে অথবা **evoting@nsdl.com** ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
নেহা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি
এম নং : এসিএস৫৪৩১৫
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.১১.২০২৫

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৮৮০৮/২২৪৮ ৮১৭৩, ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ২২৪৩ ০০২১/২২১০ ৭৮৯৩
ইমেইল: jaibalaji@jaibalajigroup.com
ওয়েবসাইট: www.jaibalajigroup.com

ভৌত আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

[illegible] jaibalaji@jaibalajigroup.com নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিগুলি সহ পুনর্নথিভুক্তর জন্য অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
শেয়ারহোল্ডাদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, শেয়ারসমূহ যা স্থানান্তরের জন্য পুনর্নথিভুক্ত করা হবে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কোম্পানি/আরটিএ এর নিকট অব্যবস্থিত রয়েছে) সেগুলি কেবলমাত্র ডিমাট আকারেই ইস্যু করা হবে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম নং : এফ৬২৮৫
তারিখ : ২৮ নভেম্বর ২০২৫
স্থান : কলকাতা

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি
বৈরামপুর খোর্দ্দ পলাশী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
Regd. No. 551, Dt-24/10/1967
গ্রাম- বৈরামপুর, পোস্ট- পালিতবেঘিয়া, থানা-কালীগঞ্জ
নির্বাচনঃ সমবায় সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন।
প্রার্থী পদঃ ৯ টি প্রার্থী যোগ্যতাঃ WBCS Rules 2011 এর Rule 42 এবং WBCS Acts, 2006 এর Sec ৩২(৭) অনুযায়ী। (অসংরক্ষিত-০৬, মহিলা-০২, তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি-০১)
নির্বাচনী নির্ঘন্ট
মনোনয়নপত্র গ্রহণঃ ০৮.১২.২০২৫ থেকে ০৯.১২.২০২৫, পর্যন্ত বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত, সমিতির নিবন্ধীকৃত অফিস। মনোনয়নপত্র পরীক্ষাঃ ১০.১২.২০২৫, ১২ টা, সমিতির নিবন্ধীকৃত অফিস। বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশঃ ১০.১২.২০২৫, মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর সমিতির নিবন্ধীকৃত অফিস। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ- ১১.১২.২০২৫ (বেলা ৩টা পর্যন্ত, সমিতির নিবন্ধীকৃত অফিস। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশঃ ১১.১২.২০২৫, বেলা ৪ টার পর সমিতির নিবন্ধীকৃত অফিস। নির্বাচন (যদি প্রয়োজন হয়) ২৮.১২.২০২৫,রবিবার, বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টে পর্যন্ত **স্থান- বৈরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।** ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পরেই গণনা করে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
বৈরামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড, ২৮-১১- ২০২৫।

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
হরিদ্রা ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**হরিদ্রা ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৪.০১.২০১৯
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51100WB2019PTC230016
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৬২/ডি/২ জে এন মুখার্জি রোড, ঘুসুরি, থানা - মালিপাঁচঘরা, হাওড়া - ৭০০০৬৪
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২৫.১১.২০২৫
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৪.০৫.২০২৬
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী সৌমিত্র লাহিড়ি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার IBBI/IPA-001/IP-P00734/ 2017-2018/11232
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ফ্ল্যাট ১৪ডি এবং ই, টাওয়ার ৩২, জেনেক্স ভ্যালি, জোকা, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০১০৪ ইমেল : slahiri0207@gmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ফ্ল্যাট ১৪ডি এবং ই, টাওয়ার ৩২, জেনেক্স ভ্যালি, জোকা, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০১০৪ ইমেল : slahiri0207@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৩.১২.২০২৫
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) https://ibbi.gov.in/en/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়

- এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে হরিদ্রা ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে।
- হরিদ্রা ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড -এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
- আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
- ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
- মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের নাম এবং স্বাক্ষর : **সৌমিত্র লাহিড়ি**
হরিদ্রা ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড এর অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-001/IP-P00734/2017-2018/11232
ফ্ল্যাট ১৪ডি এবং ই, টাওয়ার ৩২, জেনেক্স ভ্যালি, জোকা,
ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০১০৪
ইমেল : slahiri0207@gmail.com
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৮.১১.২০২৫
ফোন : (৩৩) ২৩৯০৩৬৪৪/৪৪৮৪ ১৪৮৮ সেল : +৯১ ৮৪২০৯৬৯৮৫৭

ফর্ম নং ইউআরসি -২
নথিভুক্তি বিষয়ক নোটিশের বিজ্ঞাপন অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে (২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) সংস্থান অধীনে)

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের দারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) সংস্থান অধীনে শেয়ারের দ্বারা কোম্পানি লিমিটেড হিসেবে আরসিলা রেসিডেন্সি এলএলপি অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তির জন্য কলকাতাস্থ রেজিস্ট্রারের নিকট পনেরো দিন পর কিন্তু ত্রিশ দিন অতিক্রান্তের পূর্বে প্রস্তাবিত আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নোক্ত মতে :
ক) কোম্পানির ব্যবসা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিনিয়োগ, বিশেষভাবে জমির ক্রয়, বিক্রয়, লিজ এবং লেনদেন এবং/বা ভবন নিজিকরণ, ক্রয়, বিক্রয়, উন্নয়ন, ভাড়ায় নেওয়া, ভাড়ায় দেওয়া, সাব লেট করা, রক্ষণাবেক্ষণ, বন্টন, বন্টন হস্তান্তর, পরিচালনা,আদানপ্রদান,বন্ধক দেওয়া, বন্ধক নেওয়া, ভাড়ায় দেওয়া, লিজ দেওয়া, সাব লিজ দেওয়া,সমর্পণ, সমর্পণ গ্রহণ, লিজ ভাড়া গ্রহণ বা সাব টেনান্সি, অর্থ অগ্রিম প্রদান, ভাড়া সংগ্রহ এবং অন্যান্য আয় বা সমুদয় নির্মাণকারী, ভাড়াটিয়া এবং অন্যান্য সম্পর্কিত চুক্তিতে ব্যবসা করা।
খ) ভারত বা অন্য কোথাও যেকোনও ব্যক্তি , সংস্থা এবং কোম্পানি, সরকার এবং রাজ্য এর এস্টেট এজেন্ট, এস্টেট ম্যানেজার এবং ভাড়া আদায়, মেরামতি, দেখাশোনা করা অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বা এই কেম্পানি ভাড়া নেবে এবং সাব লেট করবে কৃষি চুক্তি এবং যেকোনও ভবন, নির্মাণ, পরিবর্তন, উন্নয়ন, ভাঙা এবং মেরামতি কাজের গ্রহণ বা তদারকি করবে এবং অন্যান্য সকল কাজ এবং পরিচালনা স্থাবর এস্টেট এবং সম্পত্তির এবং ব্যবসা পরিচালনা বা পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করবে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে এবং স্থপতি, টাউন প্ল্যানার্স, টাউন ডেভেলপার্স, বিল্ডার্স, প্রমোটার্স দের রিয়েল এস্টেট এবং নির্মাণ ব্যবসায় পরিষেবা প্রদান করবে।
গ) ভারতে বা ভারেত বাইরের দেশে সকল ধরনের মেশিনারি, প্ল্যান্ট, টুলস, ফিটিং এবং ফিক্সচারস, এগ্রিকালচার মেশিনারি, এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনারি ক্রয় এবং ভাড়ায় বা লিজে ব্যবহার ব্যবসা, শিপ, ওরিলরিগস, ট্রাওলার্স, ভেসেলস, বার্জস, অটোমোবাইল এবং ভেহিকেলস সকল ধরনের এবং বিবরণ, কম্পিউটার, অফিস ইক্যুইপমেন্ট সকল ধরনের, কনজিউমার এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল দ্রব্যাদি, নিরাপদ হেফাজত ভল্ট, নির্মাণ মেশিনারি সকল ধরনের। এয়ার কন্ডিশনিং, ফ্ল্যান্টস, এয়াক্র্যাফটস, ইলেক্ট্রনিকস ইক্যুইপমেন্টস। স্টক ইন ট্রেড, মিনারেলস রাইট, কনসেশনস, প্রিভিলেজ, লাইসেন্স রিয়েল বা পার্সোনাল এস্টেট, উন্নত বা অনুন্নত, জমি এবং সকল ধরনের খনি, ভবন, এবং ফ্যাক্টরি সকল ধরনের, মিল হাউস, কটেজ, হলিডে রিসর্ট, অ্যামুউজমেন্ট এবং রিক্রিয়েশন সেন্টার, দোকান, ডিপো, ওয়ারহাউস,কোল্ড স্টোরেজ, হার্ভস, পোর্ট, মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং সুবিধা এবং নির্মাণ সকল ধরনের এবং কোনও অধিকার এবং স্বার্থ তদস্থিত; নির্মাণ, উন্নয়ন নির্মাণ, প্রমোট, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিক্রয় বসবাসের ভবন, হোটেল, অফিস এবং বাণিজ্যিক ভবন, ব্যবসা কেন্দ্র, মার্কেট, গুদাম, ফ্যাক্টরি, সড়ক এবং ব্রিজ, হোটেল মোটেল রেস্তোরাঁ, হলিডে রিসর্ট, অ্যামিউজমেন্টস, হেলথ এন্টারটেনমেন্ট এবং রিক্রিয়েশন সেন্টার, স্পোর্টস এবং অ্যাথলেটিক সুবিধা সকল ধরনের, বাগান, কৃষিকাজ, বৃক্ষরোপন,অর্কিড, গ্রোভস এবং নির্মাণ সকল ধরনের এবং বিবরিত; পরামর্শ প্রদান, দালালি এবং পরামর্শ পরিষেবা, লিজ, ভাড়া দেওয়া, নির্মাণ, উন্নয়ন বিক্র, ক্রয়, ভাড়ায় ক্রয়, এবং কিস্তিতে বিক্রয়; ঋণ দেওয়া এবং গ্রহণ রিয়েল এস্টেটের জন্য, উন্নয়ন বা অনুন্নয়ন এবং তদারকি , ব্যবস্থাপনা এবং সুরক্ষা প্রদান সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি এবং ঋণের।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন এবং খসড়া মেমোরান্ডাম এর কপি পর্যবেক্ষণ করা যাবে অফিস - ১১, ক্লাইভ রো, ৪র্থ তল, রুম নং ২বি, কলকাতা -৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ঠিকানায়।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আবেদনরে আপত্তি করতে চাইলে লিখিতভাবে আপত্তি -রেজিস্ট্রার, নিজাম প্যালেস, ৩য়তল, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৩য়তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে জানাতে পারেন এবং একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে দিতে হবে।

তারিখ : ২৮ নভেম্বর ২০২৫
আবেদনকারীর নাম(গুলি)
১. ববিতা ভুতোরিয়া
২. বিনিতা ভুতোরিয়া

এসবিআই এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)
জীবন তারা বিল্ডিং, তৃতীয় ফ্লোর, ২৩এ/ ৪৪ এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩, ই-মেল- sbi.17899@sbi.co.in
পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

লোন অ্যাকাউন্ট নং-৪০৭৪৮১১২৮৫৪

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বেহালা,** জীবন তারা বিল্ডিং, ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩ -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর অ্যাক্ট নং ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১৪.০৮.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ- **শ্রী পঙ্কজ মাইতি, পিতা- নলিনী রঞ্জন মাইতি, ঠিকানা- গ্রাম ও পোঃ - দেবনগর, থানা- নামখানা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা- ৭৪৩৩৫৭** -কে আহ্বান জানিয়ে বকেয়া **৯,৭৬,৭৩০.০০ টাকা (নয় লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশত ত্রিশ টাকা মাত্র) ১৪.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি হালনাগাদ অর্জিত পরবর্তী সুদ আনুষঙ্গিক খরচ সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৫ নভেম্বর, ২০২৫** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৯,৭৬,৭৩০.০০ টাকা (নয় লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশত ত্রিশ টাকা মাত্র) ১৪.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** এবং এর উপর সুদ এবং যদি কোনো পুনরুদ্ধার থাকে, তা বাদ/সমন্বয় করে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বুক-১, সিডি ভলিউম নং ৬, পৃষ্ঠা ৩৬৫৮ থেকে ৩৬৭৪ পর্যন্ত, ২০১৪ সালের ০২১৮৩ নং হিসাবে অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এ.ডি.এস.আর. কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-এ নিবন্ধিত।
সম্পত্তিটি শ্রী পঙ্কজ মাইতি-র নামে আছে।
জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা আর.এস. দাগ নং ১৪০২ -এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ১৯৮৪, যা মোট ১ একর ০৯ শতক জমির মধ্যে ১ একর ০৮ শতক মধ্যে ২৮ শতক পরিমাপের, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় শর্তহীন দানপত্র দলিলের মাধ্যমে প্রাপ্ত। **চৌহদ্দি- উত্তর দিকে-** প্রফুল্ল মাইতির শালি জমি; **দক্ষিণ দিকে-** কমল মাইতির শালি জমি; **পূর্ব দিকে-** প্রবল মাইতির শালি জমি; **পশ্চিম দিকে-** কমল মাইতি ও মৃণাল মাইতির শালি জমি।
জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা আর.এস. দাগ নং ১৪০২ -এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ১৯৮৪, যা মোট ১ একর ০৯ শতক শালি জমির মধ্যে ১ একর ০৮ শতক এর মধ্যে ০৫ শতক পরিমাপের , সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-য় শর্তহীন দানপত্র দলিলের মাধ্যমে প্রাপ্ত। **চৌহদ্দি- উত্তর দিকে-** একটি পৃথক দলিলে উল্লিখিত গ্রহীতাদের পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ১৫ লিংক চওড়া রাস্তা; **দক্ষিণ দিকে-** কল্যাণ মাইতির শালি জমি; **পূর্ব দিকে-** একটি পৃথক দলিলে উল্লিখিত গ্রহীতাদের জল নিকাশীর নালা; **পশ্চিম দিকে-** আর.এস. দাগ নং ১৪১৫ এর সকল ব্যক্তির জন্য হাঁটার পথ।
জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা আর.এস. দাগ নং ১৪০২-এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ১৯৮৫, যা মোট ২ একর ৯০ শতক শালি জমির মধ্যে ৬৬ শতক পরিমাপের ১ একর ৩৪ শতক এর অধীন ১ একর ৪৫ শতকের মধ্যে-এর ১/২ একর অধীন, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-য় শর্তহীন দানপত্র দলিলের মাধ্যমে প্রাপ্ত। **চৌহদ্দি- উত্তর দিকে-** মৃণাল মাইতির শালি জমি; **দক্ষিণ দিকে-** দাতার শালি জমি; **পূর্ব দিকে-** প্রফুল্ল মাইতির শালি জমি; **পশ্চিম দিকে-** আর.এস. দাগ নং ১৪১৫ এর সকল ব্যক্তির জন্য হাঁটার পথ।
তিনটি তফসিলভুক্ত জমির মোট পরিমাণ ৯৯ শতক।

তারিখ: ২৫.১১.২০২৫
স্থান: দেবনগর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ,রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
(CIN) L65190MH2004GOI114883844,
শেক্সপিয়ার সরণি, দ্বিতীয় ফ্লোর,
কলকাতা-৭০০ ০১৭, ফোন: (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭৪৪
সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি (সারফেইসি এক্ট এর ১৩(২) সেকশন অনুসারে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকাশিতব্য)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফেইসি অ্যাক্ট) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১. সনাতন মাহাতা (ঋণগ্রহীতা) ১২, নিউ পর্ণশ্রী পল্লী, বেহালা বালিকা বিদ্যাপীঠ, কলকাতা - ৭০০ ০৬০। এছাড়াও- প্রথম ফ্লোর, দক্ষিণ পূর্ব দিক, ৪৭, নিউ পর্ণশ্রী বিদ্যামন্দির রোড, পর্ণশ্রী, কলকাতা - ৭০০ ০৬০। **এছাড়াও-** ব্যাঙ্ক এস/এএফ - ৮৮৪৯, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ সাউথ সাব আরবান ডিভিশন, যাদবপুর ডিভিশন, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩।	**২. পূর্ণিমা মাহাতা (সহ-ঋণগ্রহীতা)** ১২, নিউ পর্ণশ্রী পল্লী, বেহালা বালিকা বিদ্যাপীঠ, কলকাতা - ৭০০ ০৬০। **এছাড়াও-** প্রথম ফ্লোর, দক্ষিণ পূর্ব দিক, ৪৭, নিউ পর্ণশ্রী বিদ্যামন্দির রোড, পর্ণশ্রী, কলকাতা - ৭০০ ০৬০।

এই দ্বারা উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং বন্ধকদাতা(গণ)কে জানানো হচ্ছে যে, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড (আইডিবিআই ব্যাঙ্ক) কর্তৃক উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাকে **১৮,৯১,২৪৬.০০/- টাকা (আঠারো লক্ষ একানব্বই হাজার দুইশত ছেচল্লিশ টাকা মাত্র)** গৃহ নির্মাণ উদ্দেশ্যে টিএল এবং বীমা প্রিমিয়ামের জন্য ঋণ হিসাবে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছিল। উক্ত আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করার পর, **সনাতন মাহাতা (ঋণগ্রহীতা) ও পূর্ণিমা মাহাতা (সহ-ঋণগ্রহীতা)** দ্বারা প্রয়োজনীয় ঋণ ও নিরাপত্তা নথি সম্পাদন করা হয়েছিল। উক্ত আর্থিক সহায়তা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিচে উল্লিখিত সম্পত্তির টাইটেল ডিড জমা দেওয়ার মাধ্যমে বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছে। যেহেতু উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা ২৮-০২-২০২২ তারিখের ঋণ চুক্তি(গুলি) এর শর্তাবলী অনুসারে উক্ত আর্থিক সহায়তার পুনঃপরিশোধে খেলাপি হয়েছেন, তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের খাতায় ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সংঘটিত খেলাপি কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক তার চিঠি নং **এসএআর১১৭০৯৩০০১৮০১২২৯২৮২৫২৬**, তারিখ **২৪/১০/২০২৫** এর মাধ্যমে, **১৩/০৮/২০২৫** তারিখ পর্যন্ত (সুদ ০৯-০৮-২০২৫ পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে) **১৮,১৬,৫৫৭.৭৮ টাকা (আঠারো লক্ষ ষোলো হাজার পাঁচশত সাতান্ন টাকা ও পঁচাত্তর পয়সা মাত্র)** মোট আর্থিক সহায়তা, সুদ ও অন্যান্য অর্থ সহ, অবিলম্বে বকেয়া ও পরিশোধযোগ্য হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে উক্ত চিঠিতে উল্লিখিত চুক্তিবদ্ধ হারে ১০/০৮/২০২৫ তারিখ থেকে শুরু করে পরিশোধ/আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অর্থের সাথে আরও সুদ আইডিবিআই ব্যাঙ্ককে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। **১৩/০৮/২০২৫** তারিখ অনুযায়ী **সনাতন মাহাতা (ঋণগ্রহীতা)** কর্তৃক আইডিবিআই ব্যাঙ্কের কাছে **১৮,১৬,৫৫৭.৭৮ টাকা (আঠারো লক্ষ ষোলো হাজার পাঁচশত সাতান্ন টাকা ও পঁচাত্তর পয়সা মাত্র)** বকেয়া ও পরিশোধযোগ্য রয়েছে, এবং পরিশোধ/আদায় না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে এর উপর আরও সুদ যুক্ত হবে।
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক সারফেইসি অ্যাক্ট-এর ১৩(২) সেকশন অনুসারে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ) এর নিজ নিজ ঠিকানায় 'প্রাপ্তিস্বীকার-সহ রেজিস্টার্ড পোস্ট' মারফত প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি জারি/প্রেরণ করা হয়েছিল, যা 'দাবি করা হয়নি' এই ডাক মন্তব্য সহ অ-প্রেরিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। উপরোক্তের পরিপ্রেক্ষিতে, এই জনবিজ্ঞপ্তিটি সারফেইসি এক্ট-এর রুল ৩(১) এর শর্তাবলী মেনে জারি করা হচ্ছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আইডিবিআই ব্যাঙ্কের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে আপনারা সুরক্ষিত সম্পদগুলির কোনো অংশই হস্তান্তর বা অন্য কোনোভাবে (আপনাদের ব্যবসার স্বাভাবিক গতিপথ ব্যতীত) স্থানান্তর করতে পারবেন না, অন্যথায় আপনারা সারফেইসি অ্যাক্ট-এর ২৯ সেকশন অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দায়ী থাকবেন। আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অ্যাক্ট-এর ১৩ সেকশনর সাব-সেকশন (৮) এর বিধানের দিকে, যা সুরক্ষিত সম্পদ মুক্তকরার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কিত।
এই পরিস্থিতিতে, ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)কে পুনরায় অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এখানকার তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করুন, অন্যথায় আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, একটি সিকিওর্ড ঋণদাতা হিসাবে, তার পাওনা আদায়ের জন্য সারফেইসি অ্যাক্টের বিধানাবলী সহ আইডিবিআই ব্যাঙ্কের জন্য উপলব্ধ অন্যান্য কোনো এক্ট এর অধীনে তার নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ করার অধিকারী হবে।

সম্পত্তির বিবরণ :- তারিখ ০৮-০৪-২০২২-এ নিবন্ধিত টাইটেল ডিড নং আই , ১৬০২-০৪৭৫৩/২০২২ জমা দেওয়ার মাধ্যমে বন্ধক, যা প্রথম ফ্লোরের, দক্ষিণ পূর্ব দিকের, প্রায় ৪২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা বিশিষ্ট একটি আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পর্কিত। ফ্ল্যাটটিতে ১টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট, ১টি বারান্দা রয়েছে, যা উক্ত ৩ তলা ভবনে অবস্থিত। এর সাথে জমির আনুপাতিক অংশ এবং উক্ত ভবনের সাধারণ অংশ ও অংশের উপর সকল ইজমেন্ট ও আনুষাঙ্গিকতা এবং সকল ইজমেন্ট অধিকার রয়েছে। এটি পৌরসভা নং ৩৮৮/২, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড-এ অবস্থিত, যার মেলিং ঠিকানা ৪৭ নিউ পর্ণশ্রী বিদ্যামন্দির স্কুল রোড, কলকাতা , ৭০০ ০৬০, ওয়ার্ড নং ১৩১-এর অধীনে, অ্যাসেসি নং ৪১-১৩১-১৯-০৫৩৫-৫ সহ, থানা বেহালা (বর্তমানে পর্ণশ্রী), এডিএসআর বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণার অধীনে পুরোপুরি এবং বিশেষভাবে অবস্থিত। প্লটটির পরিমাপ কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক, যা মৌজা বেহালা, জে.এল. নং ২, আর.এস. নং ৮৩, তৌজি নং ৩৯৬, আর.এস. দাগ নং ৩০৪/১৪৫২ এর অংশ, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৩৩৩-এর অধীনে কলকাতা পৌর কর্পোরেশন-এর সীমার মধ্যে অবস্থিত। এই প্রেমিসেসের চৌহদ্দি নিম্নরূপ- উত্তর- শ্রী মানিক দাসের সম্পত্তি; দক্ষিণ- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পথ; পূর্ব- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পথ; পশ্চিম- শ্রী রঞ্জিত পালের সম্পত্তি।

তারিখ: ২৯-১১-২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
আর এন মুখার্জি রোড শাখা, ৩/১ আর এন মুখার্জি রোড, ২য় তল শ্রীরাম বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০০১
দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **মেসার্স প্রতীক ফুড অ্যান্ড কনফেকশনারি (স্বত্বাধিকারীসংস্থা),**
রেজি. অফিস : আরজিএম-এএস/২/এন/২৭/১,২/১ চিনার পার্ক, বাগুইআটি, কলকাতা- ৭০০১৫৭।
ইউনিট ঠিকানা : ৯/বি, পাটুলি আবদুলপুর বাদু রোড, পাটুলি আজাদ হিন্দ ক্লাব এর নিকট, ওয়ার্ড নং ৩, মধ্যমগ্রাম , জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৫৭।
২. **শ্রীমতি সুতপা সাহা, (স্বত্বাধিকারী তথা জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা),** স্বামী প্রসেনজিৎ সাহা, ফ্ল্যাট নং ৭, ৫মতল, লীলাধর অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৩ চিনার পার্ক, আটঘড়া, কলকাতা-৭০০০৫৯
৩. **শ্রী প্রসেনজিৎ সাহা, (জামিনদাতা),** ফ্ল্যাট নং ৭, ৫মতল, লীলাধর অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৩ চিনার পার্ক, আটঘড়া, কলকাতা-৭০০০৫৯
৪. **শ্রী প্রতীক সাহা (জামিনদাতা),** ফ্ল্যাট নং ৭, ৫মতল, লীলাধর অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৩ চিনার পার্ক, আটঘড়া, কলকাতা-৭০০০৫৯

বিষয় : মেসার্স প্রতীক ফুড অ্যান্ড কনফেকশনারি, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, আর এন মুখার্জি রোড শাখায় অবস্থিত আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্ট- ৭৫৫২৫৮৯৫৭৪ এবং ৭৫৯৩৮৪৪৯১৪) - রেজি.
আপনাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন একটি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন হলেন ফার্মের মালিক এবং শ্রী প্রসেনজিৎ সাহার স্ত্রী (যিনি একজন জামিনদাতা) এবং জামিনদাতা/বন্ধকদাতা। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন হলেন বন্ধকদার যিনি আপনাদের ১মজনের ঋণ অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা হিসেবে আপনার সম্পদ প্রদান করেছেন। আপনাদের ৩য় এবং ৪র্থজন হলেন গ্যারান্টর। আপনাদের ১মজনের অনুরোধে, ব্যাংকিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং ১মজন তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	মঞ্জুরিকৃত পরিমাণ
১. RBD-ODCC-Food Agro Processes_repo (A/c No.7552589574)	১৫০.০০ লাখ টাকা
২. RBDTL-FOOD AGRO PROS-REPO (A/c No. 7593844914)	১৫০.০০ লাখ টাকা

আপনাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ব্যক্তি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরন
RBD-ODCC-Food Agro Processes_repo (A/c No.7552589574)	১. অনুমোদনের শর্তাবলী গ্রহণ টিকিট ৩০.০৮.২০২৩। ২. ডিমান্ড প্রো নোট (ডিপিএন) তারিখ ৩০.০৮.২০২৩ ৩. ডি-১০১ (হাইপোথিকেশন চুক্তি) তারিখ ৩০.০৮.২০২৩। ৪. ডি-৫৭ গ্যারান্টি চুক্তি তারিখ ৩০.০৮.২০২৩। ৫. ডি-৩২ ন্যায়সঙ্গত বন্ধক এবং ইত্যাদি তৈরির সৃষ্টি নিশ্চিত করে।
RBDTL-FOOD AGRO PROS-REPO (A/c No. 7593844914)	১. ডি ১০১ (হাইপোথিকেশন চুক্তি) তারিখ ৩০.০৮.২০২৩ ২. ডিমান্ড প্রো নোট (ডিপিএন) তারিখ ৩০.০৮.২০২৩ ৩. ডি-৫৭ গ্যারান্টি চুক্তি তারিখ ৩০.০৮.২০২৩। ৪. ডি-৩৬, মেয়াদী ঋণ চুক্তি তারিখ ৩০.০৮.২০২৩ এবং ইত্যাদি।

উপরে উল্লিখিত ঋণের পরিশোধের জন্য আপনাদের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে ৩০.০৮.২০২৩ তারিখের একটি গ্যারান্টি চুক্তি সম্পাদন করে গ্যারান্টি দিচ্ছেন। উক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য ৯/বি পাটুলি আব্দুলপুর বাদু রোড, পাটুলি আজাদ হিন্দ ক্লাবের কাছে, ওয়ার্ড নং ৩ মধ্যমগ্রাম জেলা - উত্তর ২৪, কলকাতা - ৭০০১৫৭ এবং ইএম, ফ্ল্যাট নং ৭, ৫ম তল, "লীলাধর অ্যাপার্টমেন্ট", ৩৩ চিনার পার্ক, আটঘরা, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯-এ যথাক্রমে সম্পত্তির স্টক এবং বন্ধক রেখে সুরক্ষিত করা হয়েছে, যা আপনার মালিকানাধীন। সুদ সহ অর্থ পরিশোধের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা এবং যৌথ এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ আপনারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে, ২৪.১০.২০২৫ সাল থেকে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে অ-কার্যকর সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
***০১.১১.২০২৫ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া পাওনা নিম্নরূপ :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৭৫৫২৫৮৯৫৭৪	১,৫০,০০,০০০.০০ টাকা	৪,০০,৮৮৭.০০ টাকা	১,৫৪,০০,৮৮৭.০০ টাকা
৭৫৯৩৮৪৪৯১৪	১,২১,৫৭,৭৫৩.০০ টাকা	৫,৫৩,৩৯৩.০০ টাকা	১,২৭,১১,১৪৬.০০ টাকা
	মোট		২,৮১,১২,০৩৩.০০ টাকা

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে মেয়াদী ঋণগ্রহীতা বলতে বোঝায় যে কোনও ব্যক্তিকে যাকে ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনও বন্ধক / তৈরি চার্জ তৈরি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের সকলকে **০১.১১.২০২৫ তারিখের** বকেয়া পরিমাণ **২,৮১,১২,০৩৩.০০ টাকা (দুই কোটি একাশি লক্ষ বারো হাজার তেত্রিশ টাকা)** এই তারিখ থেকে সুদ সহ পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, যদি ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনও তথ্য না দিয়েই নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পর এবং দাবি মেনে না চলার পর, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত, এই নোটিশের তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোনও হস্তান্তর (এখানে তালিকাভুক্ত) করা যাবে না। উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের ক্ষতি না হয়।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ব্যাংকের ডিআরটি/আরও-এর সামনে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার অধিকারকে ক্ষুন্ন না করেই জারি করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আপনার পক্ষ থেকে জারি করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং ঋণপত্রের পাশাপাশি অন্যান্য সম্ভাব্য দায়বদ্ধতার অধীনে উদ্ভূত দায় পরিশোধের জন্য আপনাকে আহ্বান করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং সেখানে প্রণীত নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজের উপর আপনার মুক্তির অধিকার সম্পর্কিত"।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।
সময়সূচী যেসব সম্পদে সিকিউরিটি স্বার্থ তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে :
বন্ধকদত্ত সম্পদ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৭, ৫মতলে, পরিমাপ ১৩০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩ বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং তিন ব্যালকনি এবং কমন গ্যারাজ একতলায়, পরিমাপ ১৪৫ বর্গফুট ভবনের নাম লীলাধীর অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৩, চিনার পার্ক, আটঘড়া, কলকাতা -৭০০০৫৯, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সংযুক্ত প্লট জমির পরিমাপ এরিয়া ৪ কাঠা মৌজা : আটঘড়া, থানা : দমদম এয়ারপোর্ট, তৌজি নং ১৭২, জেএল নং ১০, পরগনা : কলিকাতা, আরএস দাগ নং ৬৪, আরএস খতিয়ান নং ১৭৪, এডিএসআরও বিধাননগর, সল্ট লেক সিটি, স্থানীয় রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন, হোল্ডিং নং আরজিএম-১০৩০, ওয়ার্ড নং ৬, প্রেমিসেস নং ৩৩, চিনার পার্ক, আটঘড়া, কলকাতা - ৭০০০৫৯, সম্পত্তির মালিক সুতপা সাহা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক; **দক্ষিণে :** প্লট নং এফ/৪; **পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক; **পশ্চিমে :** হোটেল গুপ্তা অ্যান্ড অন্যান্য।
প্রাথমিক সম্পদ : দায়বদ্ধ প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, মোটর ভ্যান, ফার্নিচার এবং ফিক্সচার ইত্যাদি সংস্থাপিত ব্যাঙ্কের দেওয়া অর্থে এবং দায়বদ্ধ আদায়দত্ত মজুত, বুক ডেটস এবং অন্যান্য চালু সম্পদ এবং সকল ধরনের নির্মাণ কোম্পানির চলতি এবং ভবিষ্যতের সম্পদ সংস্থার ব্যাঙ্কের প্রদেয় অর্থ থেকে আহরিত ইত্যাদি।

তারিখ : ০১.১১.২০২৫, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ
বি-৮/৩৫ (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পোঃঅঃ- কলাণী, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৮.১২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **৩,০৭,৯৩,৪৮১.০০ টাকা** (তিন কোটি সাত লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশো একাশি টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই+ এমএলই/ এমওএক্স = ১,৯৩,৫৯,৩৫৭.০০ টাকা + ১,০৪,২৭,২২২.০০ টাকা + ১০,০৬,৯০২.০০ টাকা) **২৭.১১.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী, তদুপরি সুদ / চার্জ ও ব্যয় সহ **মেসার্স এস. ডি. এন্টারপ্রাইজ (অংশীদার ১- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এবং অংশীদার ২- শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)** বাগমোড় রাণী রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫ -এর থেকে পুনরুদ্ধার করার জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর প্রাপ্য।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মুল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. **শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস (**এইচবিএল. - ৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ ও এইচবিএল. - ৫০২৯১৯২৪০০৬-এর ঋণগ্রহীতা-তথা-বন্ধকদাতা-তথা-জামিনদাতা**) বাগমোড় রাণী রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩ ১৪৫। ২. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, পিতা- শম্ভু চরণ বিশ্বাস (এইচবিএল. - ৫০১৭৬৬৬৬৮৩০ ও এইচবিএল. - ৫০২৯১৯২৪০০৬-এর ঋণগ্রহীতা-তথা-জামিনদাতা)** বাগমোড় রাণী রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৩. **মেসার্স এস. ডি. এন্টারপ্রাইজ (অংশীদার ১- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস এবং অংশীদার ২- শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস) (ঋণগ্রহীতা)** বাগমোড় রাণী রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৪. **শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** পিতা- শম্ভু চরণ বিশ্বাস (**মেসার্স এস. ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার-তথা-জামিনদাতা**) বাগমোড় রাণী রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। ৫. **শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস,** স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস (**মেসার্স এস. ডি. এন্টারপ্রাইজের অংশীদার-কাম-জামিনদাতা-কাম-বন্ধকদাতা**) বাগমোড় রাণী রাসমণি ঘাট রোড, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ১৪৫। খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ	**শ্রীমতী দীপালি বিশ্বাস,** স্বামী- সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস **-এর নামে থাকা** জমি সম্পত্তি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা হোল্ডিং নং ৭১৫৯৮০, বাগমোড় রাণী রাসমণি ঘাট রোড, পো.- কাঁচরাপাড়া, থানা- বিজপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ২-এর হালিশহর পৌরসভার এলাকায় অবস্থিত। এই সম্পত্তিটি ২০১৩ সালের ৩১.০১.২০১৩ তারিখের সেল ডিড নং ৮৩১ এবং ৮৩২ অনুসারে নথিবদ্ধ। এর মোট পরিমাপ ৩.১২৫ কাঠা (মোট ৪৪২৫ বর্গফুট)। **চৌহদ্দী:-** উত্তরে- ২০ ফুট ও ৩৯ ফুট চওড়া রাণী রাসমণি ঘাট রোড, দক্ষিণে- পৌরসভার ড্রেন, পূর্বে- ১০ ফুট ও ৩৯ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে- পৌরসভার ড্রেন।	৩,০৭,৯৩,৪৮১.০০ টাকা (তিন কোটি সাত লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশো একাশি টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই+ এমএলই/ এমওএক্স = ১,৯৩,৫৯, ৩৫৭.০০ টাকা + ১,০৪,২৭, ২২২.০০ টাকা + ১০,০৬, ৯০২.০০ টাকা) **২৭.১১.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী, তদুপরি সুদ / চার্জ ও ব্যয় সহ।	ক) ৯৬,০০,০০০.০০ টাকা (*) (ছিয়ানব্বই লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ৯,৬০,০০০.০০ টাকা (নয় লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) গ) ৫০,০০০.০০ টাকা (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30101515060 ঙ) ব্যাংকের অজানা চ) বাস্তবিক দখল

(*) সংরক্ষিত মুল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৮.১২.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/অংশীদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ২৭.১১.২০২৫ / স্থান: কল্যাণী আই.ই.
অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

চোখ-কাণ্ডে আর্থিক সাহায্যদান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: কথা রাখলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পথ দুর্ঘটনায় মৃত তথা হাসপাতাল মর্গে চোখ-কাণ্ডের যুবক প্রীতম ঘোষের মা কৃষ্ণা ঘোষের হাতে দুই লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন জেলাশাসকের দফতরে জেলাশাসক শশাঙ্ক সেট্টি, বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বারাসাতের পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জি, অরুন ভৌমিক, সজল ভট্টাচার্য-এর উপস্থিততে সাংসদ মৃতের মায়ের হাতে চেক তুলে দেন। সেই সঙ্গে পরিবারের পাশে থাকারও প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। সম্প্রতি বনগাঁয় সভা করে ফেরার পথে হাসপাতালে সামনে বিক্ষোভ দেখে মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থামিয়ে বিষয়টি জানতে চান। সেই সময় চোখ খোয়াযাওয়ার বিষয়টি সামনে আসলে তিনি চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। চাকরি নিয়োগপত্র বুধবার দেওয়া হয়। শুক্রবার ক্ষতিপূরণের ২ লক্ষ টাকার চেক দেওয়া হল।

বাইক থেকে পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মোটর বাইকে করে আসার পথে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কে পাড়া থানার অন্তর্গত ঝাপড়া মোড়ের অদূরে বাইক থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে তার নাম রথু মাহাত (৩৫)। তার বাড়ি পুরুলিয়ার আড়ষা থানার অন্তর্গত পাথরডি গ্রামে। স্হানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে দুটি বাইকে করে চার জন পুরুলিয়া হয়ে রঘুনাথপুরের দিকে আসছিল। ওই সময় পথে পাড়া থানার ঝাপড়া মোড়ের অদূরে ঝাপড়া হাইস্কুলের সামনে রথু মাহাতো বাইক থেকে সজোরে রাস্তার ওপর ছিটকে পড়লে সে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা পুলিশকে খবর জানালে পাড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে মৃত বলে

বাদুড়িয়ায় বাংলাদেশি কলোনির হদিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: এবার বাংলাদেশি কলোনির হদিস মিললো উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়াতে। এলাকার মানুষ ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি, শতাধিক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী পরিবার সেখানে বসবাস করে। এবং এসআইআর চালু হওয়ার পরে সেখানে আরও বহিরাগত মানুষের ভিড় বাড়ছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ার চন্ডিপুর পঞ্চায়েতের ক্যাওসা এলাকায় ঘটছে এমনই ঘটনা।

এখানে একটি পাড়ায় শতাধিক পরিবার বসবাস করে, এই পরিবার গুলি সবই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী, পেপারের ছাউনি দেওয়া বাড়ি, কোনোটা আবার ইটের গাঁথনি, টালির চাল দেওয়া, এরা কেউ ৫ বছর, কোনও পরিবার ১০ বছর, আবার কোনও পরিবার ১২ বছর এখানে এসেছে। অধিকাংশ পরিবারেরই কোন ভোটার কার্ড, আধার কার্ড বা ভারতীয় নাগরিকত্ব নেই। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে তো কোনও মতেই নেই। এলাকার মানুষের দাবি, এসআইআর চালু হতেই বহিরাগত যেসব বাংলাদেশিরা থাকতো, তাঁরা এখানে এসে ভিড় জমাচ্ছেন। এলাকার মানুষের আরও দাবি, নির্বাচন কমিশন অথবা সরকার এই কলোনিটার দিকে নজর দিক এবং এইসব বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক।

লোধা-শবর এলাকায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের লোধা-শবর জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার মানুষজনদের কাছে সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্রের সূচনা করা হয়েছে। শুক্রবার জামবনি ব্লকের লালবাঁধ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্রটির সূচনা করেন জেলা শাসক আকাঙ্খা ভাস্কার। তিনি জানান, অত্যন্ত দরিদ্র এলাকার মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসার সমস্ত রকম সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থার মধ্যে সমস্ত বিভাগের চিকিৎসা দেওয়া হবে। চিকিৎসা কেন্দ্রের ভেতর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। চিকিৎসা পরিষেবার সূচনা করার পর চিল্কিগড় গ্রামীণ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসা পরিকাঠামো ঘুরে দেখেন।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫/৬১৩/৯৮৩০০৮১৪০৫/৭৯৮০৯২০২৫৩,
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস. সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭** সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	কুনাল মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) সঞ্জুশ্রী মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা) ১২৪৬৬৭৫১০০০০২৮৬৮ এবং ১২৪৬৬৭৫১০০০০২৮৭৫	১. ৩১.০৭.২০২৫ ২. ২৭.১১.২০২৫ ৩. ২৪,৫৯,৩৯৩.০৪ টাকা (চব্বিশ লাখ উনষাট হাজার তিনশ তিরানব্বই টাকা এবং চার পয়সা) ১১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (০৯.০৫.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪ই, ৫মতল, মধ্য অংশে পরিমাপ ৬৯০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বহুতল ভবনে অবস্থিত প্লট নং জমি পরিমাপ আনুমানিক ১৫.২ ডেসিমেল, মৌজা ধানদিঘি, জেএল নং ৩১১, খতিয়ান নং ২৩১৯, ২৩২১, আরএস দাগ নং ২৮২, এলআর দাগ নং ৪০৫, বিএল বেং এলআরও খতিয়ান নং ১, ওয়ার্ড নং ১৪, খতিয়ান পুরসভা, ব্লক নং ১, খতিয়ান, হোল্ডিং ৯৮৮/নিউ, থানা কাঁথি, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে** : নিকাশি ক্যানাল, দীঘা কাঁথি সড়ক; **দক্ষিণে :** প্লট নং ২৮০; **পূর্বে :** ভবনের অংশ ; **পশ্চিমে :** ভবনের অংশ। সংশ্লিষ্ট জমিতে যাবতীয় নির্মাণ এবং ভবন সকল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ীভাবে সমুদয়।
২	শ্রী অরবিন্দ পানি, (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি স্বাতী পানি (সহ ঋণগ্রহীতা) ০৬৯০৬৭৫১০০০০৮৮৬০, ০৬৯০৬৭৫১০০০০৮৮৭৭ এবং ০৭০২৬৭৫১০০০১৬৮৯৮।	১. ২৪.০৯.২০২৫ ২. ২৭.১১.২০২৫ ৩. ১৩,২৮,৫৫৬.৬৬ টাকা (তেরো লাখ আঠাশ হাজার পাঁচশ ছাপান্ন টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা) ৩০.০৪.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া এবং ১০.০৪.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।	**দলিল নং ১/০২৮৮১-২০১৮ সালের।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ১ (৭৩৮ বর্গফুট) সুরেশ শোভা আবাসন (জি-৩), ৩য়তল, হোল্ডিং নং ১০১৭, মৌজা : পাঁচপোতা, জেএল নং ৪২, আরএস খতিয়ান নং ২০ এবং ১১, এলআর খতিয়ান নং ২৭১৯ এবং ২৭১৭, আরএস দাগ নং ৪০৪ এবং ৩৯৯, এলআর দাগ নং ৪৪৭, ৪৪৫, এডিএসআর -থানা : সোনারপুর, পানিহাটি পুরসভা, ওয়ার্ড নং ৩, সোনারপুর-রাজপুর পুরসভা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১৫২। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** আরএস দাগ নং ৩৯৯ (অংশ); **দক্ষিণে :** আরএস দাগ নং ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪০ এবং ১২ ফুট চওড়া সড়ক; **পূর্বে :** অন্যান্যর জমি; **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৩০৮, ৪০৫ এবং ১২ ফুট চওড়া সড়ক। এবং তদস্থিত সকল একতলা নির্মাণ এবং সংস্থিত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমুদয়।
৩	শ্রী কার্তিক চন্দ্র জানা (ঋণগ্রহীতা) ০৭৬১৬৭৫১০০০০০৮৫১।	১. ০৪.০৯.২০২৫ ২. ২৭.১১.২০২৫ ৩. ৫,০৬,০১১ টাকা (পাঁচ লাখ ছয় হাজার এগার টাকা) ১০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া (০৯.০৯.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ১০.০৪.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত হস্তান্তর দলিল নং ১/৪৫৪/১৯৯৭ দ্বারা বন্ধকদত্ত, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ০২ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : দেবীপুর, থানা নন্দীগ্রাম, জেএল নং ১৪৫, খতিয়ান নং ১৫১৮/১, প্লট নং ৭২৫, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ **চৌহদ্দি : পূর্বে :** সন্ধ্যা মন্ডল এর সম্পত্তি; **পশ্চিমে :** জয়দেব জানা এর সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** মোরাম রাস্তা, **উত্তরে :** সুকুমার দুয়ারি এর সম্পত্তি। এবং তদস্থিত সকল ভবন এবং নির্মাণ সকল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ীভাবে সমুদয়।

তারিখ : ২৯.১১.২০২৫, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা Bank of Baroda

ঠাকুরপুকুর শাখা
নিমন্ত্রণ ভিলা, ১৪৮/৩, ডায়মন্ড হারবার রোড,
কলকাতা-৭০০ ০৬৩, ই-মেল আইডি: thakol@bankofbaroda.com

তারিখ-০৩.১১.২০২৫

পরিশিষ্ট-১-রিডেম্পশন নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬(২) এবং/অথবা রুল ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

প্রতি,

১। শ্রীমতী ফতেমা বিবি
ঠিকানা -১, ১২২/৫, বাসুদেবপুর রোড, সরশুনা, পোঃ - সরশুনা, থানা - ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৬১।
ঠিকানা ২: কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫৫৩ (মেলিং প্রেমিসেস নং- ৩০/৫৫৩), সোনামুখী রোড, নারায়ণ কলোনি, থানা - ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৬১।

২। শ্রী শেখ আফসার আলী
ঠিকানা ১: ১২২/৫, বাসুদেবপুর রোড, সরশুনা, পোঃ - সরশুনা, থানা - ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৬১।
ঠিকানা ২: কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫৫৩ (মেলিং প্রেমিসেস নং- ৩০/৫৫৩), সোনামুখী রোড, নারায়ণ কলোনি, থানা - ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৬১।

প্রসঙ্গ: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২) এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬(২) এবং/অথবা রুল ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
রেফা: **১। সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর ১৩ (২) ধারা অধীন জারিকৃত তারিখ ২৮.১১.২০২৪ এর দাবি বিজ্ঞপ্তি।**
২। সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর ১৩ (৪) ধারা অধীন জারিকৃত তারিখ ০৪.০৩.২০২৫ এর দখল বিজ্ঞপ্তি।

প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,

যেহেতু সুরক্ষিত **ঋণদাতা ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ঠাকুরপুকুর শাখা, ঠিকানা- ১৪৮/৩, ডি.এইচ. রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০ ০৬৩**-এর অনুমোদিত আধিকারিক, সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ (এরপর থেকে 'অ্যাক্ট' হিসাবে উল্লিখিত) এর ১৩(২) ধারা অনুসারে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ (এরপর থেকে 'রুলস' হিসাবে উল্লিখিত) এর রুল ৩ সহ পঠিত তারিখ **২৮.১১.২০২৪** এর দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যেখানে আপনাদের, অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতাদের, উক্ত দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে তাতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।

এবং যেহেতু আপনারা সেই অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্ট-এর ১৩(৪) ধারা এবং রুলস-এর রুল ৪ এবং/অথবা রুল ৮ অনুসারে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সুরক্ষিত সম্পদ (এরপর থেকে 'উক্ত সম্পত্তি' হিসাবে উল্লিখিত), যা নিচে তফসিলভুক্ত রয়েছে, তার দখল নিয়েছেন।

[অবগত করার জন্য **০৪.০৩.২০২৫** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির একটি অনুলিপি এর সাথে সংযুক্ত করা হলো]

সুরক্ষিত সম্পদ দখল করার পরেও, আপনারা উপরোক্ত দখল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সার্ফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮) এর বিধানের দিকে, যা সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কিত।

অতএব, আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে দখল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ সহ প্রযোজ্য সুদ, ব্যয়, চার্জ ও খরচাদি পরিশোধ করুন এবং নিচে উল্লিখিত নিরাপত্তা সম্পদটি মুক্ত করুন। যদি আপনারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধ ও নিরাপত্তা সম্পদ মুক্ত করতে ব্যর্থ হন, তবে ব্যাঙ্ক ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রকাশ্য ই-নিলামের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদটি বিক্রি করতে বাধ্য হবে। ই-নিলামের তারিখ, সময় এবং সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য আপনাদের পৃথকভাবে জানানো হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ/সম্পত্তির তফসিল

ক্র নং	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দখলের তারিখ	দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক)	দখল বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ (শুধুমাত্র স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
১.	১। প্রথম ফ্লোরে ১বি নং (দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিকে) স্ব-সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা কমবেশি **৭৫০ বর্গফুট,** যাতে ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং কাম রান্নাঘর, ১টি টয়লেট, ১টি ডব্লু.সি. এবং ১টি বারান্দা রয়েছে। এর সাথে রয়েছে কমবেশি ২ কাঠা ১২ ছটাক জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং তার উপরে থাকা সোজা তিন তলা ভবন। সম্পত্তিটি মৌজা সরশুনা, পরগণা খাসপুর, জে.এল. নং ১৭, আর.এস. নং ৪৮৬, তৌজি নং ১০৭-এর অধীনে অবস্থিত। খতিয়ান নং ১৮২৩ এর অন্তর্গত দাগ নং ৮৮৮-এ জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১৪ ছটাক এবং খতিয়ান নং ২০৮৭ এর অন্তর্গত দাগ নং ৯৪৭-এ জমির পরিমাণ ১৪ ছটাক। এটি কলকাতা পৌর কর্পোরেশন (কেএমসি)-এর সীমার মধ্যে কেএমসি প্রেমিসেস নং ৫৫৩, সোনামুখী রোড এবং এর পোস্টাল প্রেমিসেস ৩০/৫৫৩, সোনামুখী রোড, নারায়ণ কলোনি, কলকাতা - ৭০০ ০৬১, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা ঠাকুরপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর অধীনে অবস্থিত। **সম্পত্তিটি মিসেস ফতেমা বিবি এবং জনাব শেখ আফসার আলী-র মালিকানাধীন। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি নিম্নরূপ:** উত্তর- প্রবেশপথ, সিঁড়ি এবং অন্য ফ্ল্যাট; দক্ষিণ- আকাশের দিকে খোলা; পূর্ব- আকাশের দিকে খোলা; পশ্চিম- আকাশের দিকে খোলা। **সম্পত্তির পোস্টাল ঠিকানা:** ৩০/৫৫৩, সোনামুখী রোড, নারায়ণ কলোনি, কলকাতা - ৭০০ ০৬১, ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা- ঠাকুরপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা।	০৪.০৩.২০২৫	বাস্তবিক	০৫.০৩.২০২৫

আপনার বিশ্বস্ত,
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ঠাকুরপুকুর শাখা

৭ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

এআরবি শাখা
৫৯বি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০,
ফোন: ৮৯১৮৩ ৯৪০৬৩, ই-মেল: c0719@psb.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট - ২০০২ -এর শর্তাবলী অনুসারে)

যেহেতু সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক ১৩(১২) ধারা সহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, অ্যাকাউন্টগুলির পাশে উল্লিখিত তারিখে ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাদেরকে বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা সহ প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা তাঁকে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ অনুসারে অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক দখল নেওয়ার পর, ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর পাশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ এবং সেখানে উল্লিখিত তারিখ থেকে এর উপর সুদ ও খরচ ও চার্জ সহ, নিচে সংক্ষিপ্ত বিবরণে দেওয়া **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে"** এবং **"সেখানে যা-কিছু আছে"** এবং **'রিকোর্স ব্যতীত'** শর্তে নিম্নোক্ত সম্পত্তিটি কেনার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক সীলমোহর করা খামে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে:

অকশনের তারিখ: ৩০.১২.২০২৫, অকশনের সময়: দুপুর ২.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
ইএমডি এর শেষ তারিখ: ২৯.১২.২০২৫, সময় বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত
বিক্রয়ের স্থান: https://www.baanknet.com

অনুমোদিত অফিসারের নাম: শ্রী নাফে সিং, ফোন নং ৯৯৫৩৩ ১২১৮৫, ইএমডি -এর জন্য এনইএফটি/আরটিজিএস -এর বিশদ : আইএফএসসি : পিএসআইবি০০০০৭১৯, এ/সি. ০৭১৯৫০৪০০৭০০০৩

ক্র. নং	ক) শাখার নাম খ) ঠিকানাসহ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / স্বত্বাধিকারীর নাম	সম্পত্তির ছবি এবং বিশদের জন্য কিউআর কোড	ক) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) এন. সি. অ্যাপারেল জামিনদারগণ: ১. শ্রী ননা চক্রবর্তী ২. শ্রী প্রদীপ সেন গুপ্ত ৩. শ্রীমতী রেখা সেন গুপ্তা।	১। জমি ও ভবন যার পরিমাপ কমবেশি ২ কাঠা ১৪ ছটাক ১৪ বর্গফুট, এবং সাথে দোতলা আবাসিক ভবন, যার গ্রাউন্ড ফ্লোরের পরিমাপ ৮১৭ বর্গফুট এবং প্রথম ফ্লোরের পরিমাপ ৫৫০ বর্গফুট, মোট পরিমাপ কমবেশি ১৩৬৭ বর্গফুট। সম্পত্তিটি মৌজা - উদয়রাজপুর, জে.এল. নং ৪৩, আর.এস. নং ৬, দাগ নং ৯৯২, ১২২৩, এল.আর. দাগ নং ২৩৫২, ২৮০২, খতিয়ান নং ৬৮১, ৩৭১, এল.আর. খতিয়ান নং ১১৬৬৩, ১১৫৭৮, হোল্ডিং নং ১৮১, নজরুল ইসলাম সরণি, গৌরী পার্ক-এ অবস্থিত এবং মধ্যমগ্রাম পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ৫ (নতুন), ১০ (পুরাতন)-এর অধীনে রয়েছে। পোঃ - পূর্ব উদয়রাজপুর, থানা - মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - ৭০০ ১২৯, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ-** উত্তর দিকে- দাগ নং ১২২৩ এর প্রথম অংশ; দক্ষিণ দিকে- ১০ ফুট চওড়া গোস্বামী রোড; পূর্ব দিকে- গোস্বামী রোড; পশ্চিম দিকে- দাগ নং ১২২৩ এর প্রথম অংশ। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে)।**		ক) ২১.০৬.২০২৩ খ) ১৭.১১.২০২৩ গ) ৬২,২২,০৪৩.৭৭ টাকা (বাষট্টি লক্ষ বাইশ হাজার চুয়াল্লিশ টাকা ও সাতাত্তর পয়সা মাত্র) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এবং এর উপর সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ।	ক) ৪৬.০০ লক্ষ টাকা খ) ৪.৬০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
২.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) যশ মাইনিং জামিনদারগণ: ১. শ্রীমতী নেহা কেজরিওয়াল ২. শ্রী অমিত কুমার কাজরিওয়াল ৩. শ্রী আব্দুল কুদ্দুস মোল্লা	আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪০১, পার্কিং স্থান সহ, আনন্দমণি এস্টেট নামক আবাসিক ভবনের ৪র্থ ফ্লোরে, প্লট নং ১৩৫৯, হোল্ডিং নং ৭২৩, মৌজা - লালপুর, যতীন চন্দ্র লেন, থানা - লালপুর, থানা নং ১৯৭, জেলা- রাঁচি-তে অবস্থিত। **সুমিত কুমার কেজরিওয়াল-এর নামে রয়েছে। চৌহদ্দি নিম্নরূপ-** উত্তর দিকে- আকাশের দিকে খোলা; দক্ষিণ দিকে- করিডর ও ফ্ল্যাট নং ৪০৪; পূর্ব দিকে- ফ্ল্যাট নং ৪০২; পশ্চিম দিকে- ড্রাইভওয়ে এবং ব্লক বি। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে)।**		ক) ২৩.০৮.২০১৮ খ) ২৯.১১.২০১৮ গ) ১৯,৫৩,৪৮,৪০৬.৩৪ টাকা (উনিশ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশত ছয় টাকা ও চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এবং এর উপর সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ।	ক) ৫৩.০০ লক্ষ টাকা খ) ৫.৩০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স কল্পতরু এন্টারপ্রাইজেস জামিনদারগণ: ১. শ্রীমতী মিলি গুপ্তা ২. শ্রী জিতেন্দ্র পাল	ন্যায়সঙ্গত বন্ধক এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা বালাজি অ্যাপার্টমেন্টের তৃতীয় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ৪, যার পরিমাপ কমবেশি ৯০০ বর্গফুট। সম্পত্তিটি প্রেমিসেস নং ৯২, গোপাল লাল ট্যাগোর রোড, ওয়ার্ড নং ৩, হোল্ডিং নং ৯২, থানা - বরানগর, কলকাতা-তে অবস্থিত, ০১-০৪-২০১১ তারিখের ০৮৪১০ নং বিক্রয় দলিল অনুসারে। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি-** উত্তর - লিফট ও অন্যান্য ফ্ল্যাট; দক্ষিণ - খোলা জায়গা; পূর্ব - খোলা জায়গা; পশ্চিম - সিঁড়ির দিকে যাওয়া লবি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)।**		ক) ০২.০৭.২০১৯ খ) ২১.১০.২০১৯ গ) ১৯,৯২,৯২৬.০৬ টাকা (উনিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার নয়শত ছাব্বিশ টাকা ও ছয় পয়সা মাত্র) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এবং এর উপর সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ।	ক) ২২.০৬ লক্ষ টাকা খ) ২.২১ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৪.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) ঔরঙ্গজেব এবং রমেশ কুমার মেহতা জামিনদার: শ্রী অমিতাভ চ্যাটার্জী	আবাসিক ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট নং সি-৩ (দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর দিক) এর সকল, যা তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত, যার পরিমাপ প্রায় ৯২৯ বর্গফুট, এবং যা দুটি বেডরুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা নিয়ে গঠিত। এর সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১২০ বর্গফুট খোলা পার্কিং স্থান রয়েছে। সম্পত্তিটি কলকাতা পৌর কর্পোরেশন -এর সীমার মধ্যে ওয়ার্ড নং ১২৬-এর অধীনে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৩/২, সরকারহাট, থানা- সরশুনা, জেলা- ২৪ পরগণা দক্ষিণ, ৭০০ ০৬১-এ অবস্থিত। **সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ - চৌহদ্দি:-** উত্তর - খোলা আকাশ; দক্ষিণ - খোলা আকাশ; পশ্চিম - সিঁড়িঘর, লিফট স্পেস, সাধারণ স্থান ও অন্যদের ফ্ল্যাট দ্বারা; পূর্ব - খোলা আকাশ। **(সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন)**		ক) ১২.০৪.২০১৬ খ) ১৯.০৬.২০১৬ গ) ৩৫,০৬,৬৭৮.৮০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার ছয়শত আটাত্তর টাকা ও আশি পয়সা মাত্র) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এবং এর উপর সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ।	ক) ২৫.৬০ লক্ষ টাকা খ) ২.৫৬ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৫.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স নূপুর বিনিয়োগ জামিনদারগণ: ১. শ্রী পিনাকী দাশগুপ্ত ২. শ্রী নীরজ খাইতান	**সম্পত্তি-১ এর জন্য:** লারিকা টাউনশিপের ১২ নং বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং ১০২। হোল্ডিং নং ২৯৫, বালুরিয়া উত্তর (তালিখোলা), থানা - বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, ২০১৪ সালের টাইটেল ডিড নং ১২২৩৬ অনুসারে নূপুর বিনিয়গ প্রা. লি.-এর নামে রয়েছে। পরিমাপ ৬৪৬ বর্গফুট। **চৌহদ্দি-** উত্তর- প্রদীপ ঘোষালের ফ্ল্যাট নং ১০১, দক্ষিণ - গাড়ী পার্কিং স্থান, পূর্ব- সাধারণ পথ, পশ্চিম- লবি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)।** **সম্পত্তি-২ এর জন্য:** সাদ্ধা জানাদু এর ৬ষ্ঠ ফ্লোরে হোম স্টুডিও নং ৬৩৩। মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং এএস/২৭৫, ব্লক-এ, রাজারহাট মেন রোড, মৌজা- গোপালপুর, থানা - এয়ারপোর্ট। বিধান নগর পৌর কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ৫, কলকাতা ৭০০ ১৩৬-এর অধীনে, ২০১৪ সালের টাইটেল ডিড নং ১২২৩৮ অনুসারে **নূপুর বিনিয়োগ প্রা. লি.-এর নামে রয়েছে।** পরিমাপ ৭৬০.০০ বর্গফুট। **চৌহদ্দি-** উত্তর- ফ্ল্যাট নং ৬৩২, দক্ষিণ- ফ্ল্যাট নং ৬৩৪ ও খোলা আকাশ, পূর্ব- খোলা আকাশ, পশ্চিম- লবি ও ফ্ল্যাট নং ৪০৬। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখল অধীন)।** **সম্পত্তি-৩ এর জন্য:** ১১০ ডায়মন্ড হারবার রোড প্রেমিসেস, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা পৌর কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ১২৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ০৬৩, এবং সাথে গাড়ী পার্কিং (১২৩১৪/৯ ডায়মন্ড হারবার রোড, মৌজা - পিরবা বড়িশা) ২০১৬ সালের টাইটেল ডিড নং ৫৮২০ অনুসারে **নূপুর বিনিয়োগ প্রা. লি.-এর নামে রয়েছে।** পরিমাপ ১৭০০ বর্গফুট + ১২০ বর্গফুট গু ১৮২০ বর্গফুট। **চৌহদ্দি-** উত্তর খোলা আকাশ, দক্ষিণ - সিঁড়িঘর, পূর্ব - খোলা আকাশ, পশ্চিম - লিফট স্পেস। **(সম্পত্তি প্রতীকী দখল অধীন)।** **সম্পত্তি-৪ এর জন্য:** ন্যায়সঙ্গত বন্ধক এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত লারিকা টাউনশিপের ৩৭ নং বিল্ডিংয়ের ৩য় ফ্লোরের ফ্ল্যাট নং ৪০৭। হোল্ডিং নং ২৯৫, বালুরিয়া উত্তর (তালিখোলা), থানা - বারাসাত এর অধীনে বারাসাত পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ৫, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, ২০১৪ সালের টাইটেল ডিড নং ১২২৩৭ অনুসারে **নূপুর বিনিয়গ প্রা. লি.-এর নামে রয়েছে।** পরিমাপ ৪১১ বর্গফুট। **চৌহদ্দি-** উত্তর - খোলা আকাশ, দক্ষিণ - ফ্ল্যাট নং ৪০৮, পূর্ব - খোলা আকাশ, পশ্চিম - লবি এবং তারপরে ফ্ল্যাট নং ৪০৬। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)।**		ক) ০৩.০৬.২০১৯ খ) ১২.০৯.২০১৯ গ) ৬,৪৯,৩১,৯২১.০০ টাকা (ছয় কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ একত্রিশ হাজার নয়শত একুশ টাকা মাত্র) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এবং এর উপর সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ।	সম্পত্তি-১ এর জন্য ক) ১২.৮৫ লক্ষ টাকা। খ) ১.৮৪ লক্ষ টাকা। গ) ১০,০০০.০০ টাকা। সম্পত্তি-২ এর জন্য ক) ২৭.০০ লক্ষ টাকা খ) ২.৭০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি-৩ এর জন্য ক) ১০২.৫০ লক্ষ টাকা খ) ১০.২৫ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি-৪ এর জন্য ক) ৮.২০ লক্ষ টাকা খ) ০.৮২ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৬.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স শিওর ডেটা কিপিং সিস্টেমস (ইন্ডিয়া) প্রা. লি. জামিনদারগণ: ১. শ্রীমতী তানিয়া বানু ২. শ্রী কবীরুল ইসলাম ৩. শ্রী সোহেল রানা শেখ	**সম্পত্তি-১ এর জন্য:** প্রথম ফ্লোরে একটি বাণিজ্যিক স্থান, যা কমার্শিয়াল ইউনিট নং ২এ (পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম দিক অভিমুখী)। সুপার বিল্ট-আপ এলাকা কমবেশি ১৩৭৫ বর্গফুট, মৌজা - সুলতানপুর, জে.এল. নং ১০, আর.এস. নং ১৪৮, খতিয়ান নং ১১৭/১ ও ১৮৭২, আর.এস./এল.আর. দাগ নং ২৭৯১ ও ২৭৯৩, যা ৯১ নং প্রেমিসেস, ওয়ার্ড নং ০৬ এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৪, ইটালীগাছা রোড, পোঃ - ইটালীগাছা, থানা - দমদম, কলকাতা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ), পিন - ৭০০ ০৭৯-তে অবস্থিত। **চৌহদ্দি-** উত্তর- অন্যান্য বাণিজ্যিক স্থান, দক্ষিণ- লিফট, লবি ও সিঁড়িঘর, পূর্ব- খোলা আকাশ, পশ্চিম- খোলা আকাশ। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)।** **সম্পত্তি-২ এর জন্য:** ২য় ফ্লোরে একটি আবাসিক স্থান, যা আবাসিক ইউনিট নং ৩সি (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিক অভিমুখী)। সুপার বিল্ট-আপ এলাকা কমবেশি ১১৮৫ বর্গফুট, মৌজা - সুলতানপুর, জে.এল. নং ১০, আর.এস. নং ১৪৮, খতিয়ান নং ১১৭/১ ও ১৮৭২, আর.এস./এল.আর. দাগ নং ২৭৯১ ও ২৭৯৩, যা ৯১ নং প্রেমিসেস, ওয়ার্ড নং ০৬ এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৪, ইটালীগাছা রোড, পোঃ- ইটালীগাছা, থানা - দমদম, কলকাতা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ), পিন - ৭০০ ০৭৯-তে অবস্থিত। **চৌহদ্দি-** উত্তর- খোলা আকাশ, দক্ষিণ- লিফট, লবি ও সিঁড়িঘর, পূর্ব- অন্যান্য বাণিজ্যিক স্থান, পশ্চিম- খোলা আকাশ। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)।** **সম্পত্তি-৩ এর জন্য:** ২য় ফ্লোরে একটি আবাসিক স্থান, যা আবাসিক ইউনিট নং ৩বি (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিক অভিমুখী)। সুপার বিল্ট-আপ এলাকা কমবেশি ৭৩৫ বর্গফুট, মৌজা - সুলতানপুর, জে.এল. নং ১০, আর.এস. নং ১৪৮, খতিয়ান নং ১১৭/১ ও ১৮৭২, আর.এস./এল.আর. দাগ নং ২৭৯১ ও ২৭৯৩, যা ৯১ নং প্রেমিসেস, ওয়ার্ড নং ০৬ এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৪, ইটালীগাছা রোড, পোঃ- ইটালীগাছা, থানা - দমদম, কলকাতা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ), পিন - ৭০০ ০৭৯-তে অবস্থিত। **চৌহদ্দি-** উত্তর- অন্যান্য বাণিজ্যিক স্থান, দক্ষিণ- লিফট, লবি ও সিঁড়িঘর, পূর্ব- খোলা আকাশ, পশ্চিম- খোলা আকাশ। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)।**		ক) ২৭.০৩.২০২৪ খ) ২৩.০৮.২০২৪ গ) ২,০৫,৯১,৭৫৪.৩৪ টাকা (দুই কোটি পাঁচ লক্ষ একানব্বই হাজার সাতশত চৌত্রিশ টাকা ও চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এবং এর উপর সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ সহ।	সম্পত্তি-১ এর জন্য ক) ৬৯.৩০ লক্ষ টাকা খ) ৬.৯৩ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি-২ এর জন্য ক) ৪৫.১০ লক্ষ টাকা খ) ৪.৫১ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি-৩ এর জন্য ক) ২৮.৩০ লক্ষ টাকা খ) ২.৮৩ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২২.১২.২০২৫ থেকে ২৪.১২.২০২৫ (সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৩.০০টা পর্যন্ত)

১. **নিয়ম ও শর্তাবলী :** ১। ই-নিলাম **"যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে"** এবং **"যা আছে তা আছে ভিত্তিতে"** -এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
২. অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে, উপরে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির উপর কোনো দায়ভার নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়ভার, নিলামে দেওয়া সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নেওয়া উচিত। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটি এমন বলে বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের কাছে জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়ভার সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতা কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের কোনো দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৩. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির পরিদর্শন করা এবং সম্পদ ও স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে।
৪. শুধুমাত্র সেই ক্রেতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন, যাদের ইউজার আইডি/পাসওয়ার্ড আছে এবং এনইএফটি/আরটিজিএস এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) নিশ্চিত করা হয়েছে।
৫. আগ্রহী দরদাতারা, যারা **২৯.১২.২০২৫** তারিখের মধ্যে সংরক্ষিত মূল্যের ১০% -এর কম নয় এমন ইএমডি অনলাইনে জমা দিয়েছেন, তারা বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন। উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম প্রতিটি সম্পত্তির পাশে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে দরদাতাদের মধ্যে আন্তঃ-বিডিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। দরদাতা 'বিড বৃদ্ধির পরিমাণ' কলামে প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণের গুণিতকে তাদের অফার উন্নত করবেন। ই-নিলামের সমাপ্তির সময়ের শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে যদি কোনো বিড জমা দেওয়া হয়, তাহলে সমাপ্তির সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫ মিনিটের জন্য বৃদ্ধি পাবে (প্রতিবার ৫ মিনিটের জন্য সীমাহীন সংখ্যক এক্সটেনশনের সাপেক্ষে)। ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার পর সর্বোচ্চ দর জমা দেওয়া দরদাতাকে (সংরক্ষিত মূল্যের নিচে নয়) সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং এটি অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতার অনুমোদন সাপেক্ষে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে জানানো হবে।
৬. সম্ভাব্য যোগ্য দরদাতারা ই-নিলামের তারিখের আগে **https://www.baanknet.com** থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। অনুমোদিত আধিকারিক/ব্যাঙ্ক বা **https://www.baanknet.com** কেউই কোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য দায়ী থাকবে না এবং আগ্রহী দরদাতাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে প্রস্তুত।
৭. ক্রেতাকে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/স্থানান্তর চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সেইসাথে পূর্বের ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিধিবদ্ধ/অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, রেট, অ্যাসেসমেন্ট চার্জ, ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে।
৮. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বোচ্চ অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-নিলাম স্থগিত/বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার রাখেন।
৯. দরদাতাদের বিড জমা দেওয়ার এবং ই-নিলামে অংশ নেওয়ার আগে ওয়েবসাইট- **https://www.baanknet.com** -এ উপলব্ধ ই-নিলামের বিস্তারিত শর্তাবলী ভালোভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
১০. বিক্রয় মূল্যের ২৫% অবিলম্বে, অর্থাৎ একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে, অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক বিড মূল্য গৃহীত হওয়ার পর ইতিমধ্যে জমা দেওয়া আর্নেস্ট মানি সহ পরিশোধ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে সম্পত্তিটি আবার বিক্রি করা হবে।
১১. উক্ত মূল্যের বাকি ৭৫% স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার **৩০ দিনের** মধ্যে বা তার আগে পরিশোধ করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনর্বিক্রয় করা হবে। ডিফল্টকারী ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে এটি যে দামে বিক্রি হবে তার কোনো অংশের উপর সমস্ত দাবি হারাবেন।

তারিখ: ২৯.১১.২০২৫, স্থান: কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আমাদের ওয়েবসাইট: http://www.punjabandsindbank.co.in

ঘূর্ণিঝড় দিটওয়ার জেরে জারি সতর্কতা

চেন্নাই, ২৮ নভেম্বর: বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপ পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'দিটওয়া'তে। যা উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে। এর প্রভাব তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় ভারী বৃষ্টির জেরে জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। ভারী বৃষ্টির কারণে মাইলাদুথুরাই জেলায় স্কুল ও কলেজ শুক্রবার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

শুক্রবার আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়ে বৃহস্পতিবারই জন্ম নিয়েছে ঘূর্ণিঝড় দিটওয়া। ঘূর্ণাবর্তটি বিগত ছয় ঘণ্টায় দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং উপকূলীয় শ্রীলঙ্কা এলাকায় তৈরি হয়েছে। এটি ঘণ্টায় ৭ কিমি বেগে এগোচ্ছে। ঘূর্ণাবর্তটি শুক্রবার সকাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ের দক্ষিণে প্রায় ৫৪০ কিমি দূরে অবস্থান করছিল। পূর্বাভাস, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় এই ঘূর্ণিঝড় শ্রীলঙ্কার উপকূল বরাবর আরও উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে এগোবে এবং তামিলনাড়ু-পুদুচেরির উপকূলের কাছে পৌঁছবে। ৩০ নভেম্বর, রবিবার উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং সংলগ্ন দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলের কাছে এই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সতর্কতার জেরে ছয় জেলায় এনডিআরএফ-এর ৮টি বিশেষ দল মোতায়েন করা হয়েছে। প্রায় ২৪০ জন জওয়ান-সহ চারটি বিশেষ প্রশিক্ষিত কুকুরও রয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে মাইলাদুতুরাই জেলায় স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রামেশ্বরমে বাতাসের বেগ ঘণ্টায় ৬০ কিমি হওয়ায় সব ট্রেন মণ্ডপমে থামানো হয়েছে। চেন্নাই, মাদুরাই ও কন্যাকুমারির দিকে যাওয়া ট্রেনও একই ভাবে থামানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ঘূর্ণিঝড় দিটওয়ার নামকরণ করেছে ইয়েমেন। কিছু দিন আগেই দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ার। তার প্রভাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল।

শ্রীলঙ্কায় দিটওয়া ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যুতে মোদীর শোকপ্রকাশ

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর: শ্রীলঙ্কায় দিতোয়া ঘূর্ণিঝড়ে যেসব মানুষ তাঁদের নিকট আত্মীয়কে হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির দ্রুত পুনর্বাসন, সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রার্থনা করেছেন তিনি।

সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'শ্রীলঙ্কায় দিতোয়া ঘূর্ণিঝড়ে যেসব মানুষ তাদের নিকট আত্মীয়কে হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির দ্রুত পুনর্বাসন, সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রার্থনা করছি।' সামুদ্রিক সহযোগী ঘনিষ্ঠ দেশের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে ভারত দ্রুততার সঙ্গে অপারেশন সাগর বন্ধুর অধীনে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সাহায্য ও ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রয়োজনে ত্রাণ ও অন্যান্য সাহায্য দিতেও তৈরি।

প্রতিবেশী প্রথম ভারতের এই নীতিগত আদর্শের দিকে তাকিয়ে এবং মহাসাগর দৃষ্টিপথে ভারত প্রয়োজনের মুহূর্তে সব সময় শ্রীলঙ্কার পাশে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে রয়েছে। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।

চলতি বৈশ্বিক পরিবেশে ভারত সমতা ও দায়বদ্ধতার কণ্ঠ হয়ে উঠেছে: রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর: প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং দিল্লিতে শুক্রবার চাণক্য প্রতিরক্ষা সংলাপে যোগ দিয়ে বলেছেন, ভারতের আর্থিক প্রসার, কারিগরী দক্ষতা এবং বিদেশ নীতি পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিবেশে, সমতা, দায়বদ্ধতার কণ্ঠ হয়ে উঠেছে। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং দক্ষিণী বিশ্বের দেশগুলি ভারতকে নির্ভরযোগ্য সহযোগী মনে করে। 'সংস্কার থেকে রূপান্তর - সুরক্ষিত এবং বিকশিত ভারত', এই বিষয় নিয়ে আলোচনাচক্রটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিরক্ষামন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, ভারত দায়বদ্ধতা, কৌশলগত স্বশাসন এবং সভ্যতাগত মূল্যবোধে প্রথিত বিশ্বাস নিয়ে আজকের বৈশ্বিক আলোচনার পথ গড়ে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, 'আমরা আমাদের সীমা এবং সামুদ্রিক পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করছি, নিরাপত্তা এবং যোগাযোগ সম্প্রসারণ ঘটিয়েছি। আমরা আমাদের সামরিক শক্তির আধুনিকীকরণে নতুন মঞ্চ, প্রযুক্তি এবং কাঠামোর মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলছি। সংস্থা প্রক্রিয়ার সংস্কার ঘটিয়ে তাতে গতি, স্বচ্ছতা এবং নির্ভরযোগ্যতা সুনিশ্চিত করছি।' তিনি বলেন, 'আত্মনির্ভরতার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রতিরক্ষা, শিল্প পরিমণ্ডল গড়ছি। সেইসঙ্গে বিদেশের ওপর নির্ভরযোগ্যতা কমাতে উদ্ভাবন এবং সহায়ক শিল্পকে উৎসাহ দিচ্ছি। আমরা স্টার্টআপ, ডিপটেক প্রযুক্তি এবং গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ করছি, যা ভবিষ্যৎ যুদ্ধ ক্ষেত্রের আকৃতি নির্ণয় করে দেবে। আমাদের কর্মরত ও প্রবীণ সেনা এবং তাদের পরিবারের স্বার্থ এবং কল্যাণকে সুনিশ্চিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।'

রাজনাথ সিং বলেন, সীমান্ত রক্ষার বাইরেও নিরাপত্তাবাহিনীর অবদান আরও বিস্তৃত। বিপর্যয়কালীন অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ, সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করতে যৌথ মহড়া, শান্তিরক্ষা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, সরকার যে সংস্কার প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বিশ্ব শান্তি এবং মানব কল্যাণে দেশকে শক্তিশালী করে তোলা তার লক্ষ্য।

এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ডিজিটালাইজেশন এবং সবুজ উদ্যোগের একগুচ্ছ পদক্ষেপ চালু করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। যার অন্তর্ভুক্ত ইকেএম কৃত্রিম মেধা পরিবেশা, একটি পরিষেবা হিসেবে আইডিইএক্স এডিআইটিআই ২.০। এছাড়াও প্রক্ষেপণ, যা লিখিত তথ্যসামগ্রীর ডিজিটালিকরণ, ৩.০ পুস্তক যা কৃত্রিম মেধার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া। এছাড়াও মাইক্রোগ্রিড প্রকল্প এবং সবুজ হাইড্রোজেনের ই-উদ্বোধন।

চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, প্রতিরক্ষা উৎপাদন সচিব সঞ্জীব কুমার, ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব ডঃ এম রবীচন্দ্রন, সেন্ট্রার ফর ল্যান্ড ওয়ারফেয়ার স্টাডিসের মহানির্দেশক লেফটেন্যান্ট জেনারেল দুষ্মন্ত সিং (অবসরপ্রাপ্ত), এনটিপিসি-র চেয়ারম্যান গুরদীপ সিং সহ বিভিন্ন দূতাবাসের প্রতিনিধিবৃন্দ ও সামরিক, অসামরিক ক্ষেত্রের আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীলঙ্কায় টানা বৃষ্টি-ধসে মৃত্যু ৫৬ জনের, নিখোঁজ বহু

কলম্বো, ২৮ নভেম্বর: টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা। একাধিক জায়গায় কোমর সমান জল, তার সঙ্গে ধস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত সেখানে মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের। জখম ১০ জন। ২১ জনের কোনও খোঁজ নেই।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাদুল্লার পাহাড়ি এলাকায় ধস নামে। গত মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে সেখানে। একাধিক নদীর জলস্তর বাড়ছে। ভেসে গিয়েছে একাধিক জেলা। দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের হিসাবে এখনও পর্যন্ত ৪২৫টিরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ১,৮০০ জনকে। দুর্যোগের কারণে ব্যাহত হয়েছে যান চলাচল। আগামী ৪৮ ঘণ্টার জন্য কেলানি নদীর নিম্নাঞ্চলে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। রাজধানী কলম্বোতেও সতর্কতা জারি করেছে সরকার। একাধিক

ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, দ্বীপরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল ধরে এগোচ্ছে সাইক্লোন 'দিতওয়াহ'। এর জেরে বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। একাধিক ত্রাণশিবিরও খোলা হয়েছে।

দিল্লি দূষণের প্রতিকার চেয়ে পোস্ট রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর: কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দিল্লি দূষণের প্রতিকার চেয়ে এক্স মাধ্যমে পোস্ট করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। শুক্রবার ওই পোস্টে তিনি লেখেন, 'সব মায়েরা আমাকে এক কথাই বলে। তাঁর শিশু দিল্লির দূষিত বাতাসে বড় হচ্ছে। তাঁরা ক্লান্ত, ভীত এবং ক্রুদ্ধ। মোদীজি, আমাদের চোখের সামনে শিশুদের দমবন্ধ হয়ে আসছে। এর পরেও কী করে চুপ থাকবেন? আপনার সরকার কেন কোনও তৎপরতা দেখাবে না, কেন কোনও দায় থাকবে না, কেন কোনও পরিকল্পনা থাকবে না? দূষণ সামলাতে সংসদে দ্রুত এ নিয়ে আলোচনা করা উচিত। স্বাস্থ্যর এই জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় একটি কঠোর, প্রয়োগযোগ্য কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন।'

রাহুল গান্ধি এদিন একথাও জানান, 'আমাদের শিশুদের পরিশুদ্ধ বাতাস প্রাপ্য, কোনও অজুহাত বা বিভ্রান্তি নয়।'

ময়দান

ঘোষিত ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ! দলে বৈভব, অধিনায়ক আয়ুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করে ফেলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। আগামী ১২ ডিসেম্বর দুবাইয়ে পর্দা উঠবে এশিয়ার উঠতি ক্রিকেটারদের লড়াইয়ের। সেই প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখেই ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল নির্বাচিত হয়েছে। নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আয়ুষ মাত্রেকে এবং তাঁর সহকারী হিসেবে থাকবেন বিহান মালহোত্রা। দলে জায়গা পেয়েছেন বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান জুনিয়র ক্রিকেটার। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির দু'টি ম্যাচে ব্যর্থ হলেও বৈভব সূর্যবংশীর প্রতি নির্বাচকদের আস্থা অটুট। তাঁকে রাখা হয়েছে দলে, যা নির্বাচকদের আত্মবিশ্বাসের স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। আরও বড় চমক ১৪ বছর বয়সি এক ব্যাটারের অন্তর্ভুক্তি। খুব অল্প বয়সেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে ভারতের এই তরুণ ক্রিকেট প্রতিভা। এশিয়া কাপের সূচি অনুযায়ী প্রথম দিনই একটি যোগ্যতা অর্জনকারী দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ভারত। তবে আসল উত্তেজনা গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে। গ্রুপ 'এ'-তে রয়েছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত এবং পাকিস্তান। ১৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বহুল প্রতীক্ষিত ভারত-পাকিস্তান লড়াই। দুই দেশের সিনিয়র দলের মতোই জুনিয়র স্তরেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ প্রতিবারই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Notice Inviting Online/ e-Tender

The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites **Ref. e-NIT- BHATAR BDO & PS/24/2025-26, Dated- 28/11/2025.** Last Date of Bid Submission : **30/12/2025.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

Office of the
Hazbibidanga Gram Panchayat
P.O. - PANCHGRAM BLOCK-NABAGRAM DIST.-MURSHIDABAD

1) **NIT NO-03/HGP/2025-26, and NIT NO- 04/HGP/2025-26/APAS Dated: 14/11/2025 and 24/11/2025** is hereby invited through online by the Prodhan, Hazbibidanga, Sarbanagar, Panchgram Nabagram, MSD. for Civil works upto **08/12/2025 (FOR NIT- 3) and 29/12/2025(FOR NIT-4) Time: 4.00PM and 1.00 P.M.**

Details may be obtained from this office during office hours.

Sd/- Prodhan
Hazbibidanga G.P
Sarbanagar, Panchgram
Nabagram, Murshidabad

OFFICE OF THE
DANGAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
RAMPUR, HASANPUR, MURSHIDABAD, 742302 (W.B)
e-mail: dangapara.gp@gmail.com

NOTICE INVITING QUOTATION

Tender are invited through Notice inviting Quotation (Two Cover System) under Following NIQ **NO. 01/APAS/ MJDGP/2025-2026 (1st Call), Dated- 20-11-2025,** The last date for submission of tender is **05-12-2025 from 11.00 am. to 3.00 pm**

Nasima Khatun
(Prodhan, Dangapara G.P.)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২৬.১১.২০২৫, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ টিএন-১৫২-২৫-২৬, কাজের নাম** ঃ অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত সিনি. ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহর অধীনে শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনের এফওবি-র আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য** ঃ ১,৬৮,৬০,৯০৬.৯১ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ** ঃ ২,৩৪,৩০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ১৯.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ০৮ (আট) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.১২.২০২৫ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে।

SDAH-276/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
DANGAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
RAMPUR, HASANPUR, MURSHIDABAD, 742302 (W.B)
e-mail: dangapara.gp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: **06/DGP/2025-26** (1st Call), Dated: **20-11-2025** The last date for online submission of tender is **22-12-2025 (Monday) upto13:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Nasima Khatun
(Prodhan, Dangapara G.P.)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ১৯৮_২০২৫-২৬, ১৯৯_২০২৫-২৬ এবং ২০০_২০২৫-২৬, তারিখ ২৭.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছ, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। (**সিনিয়র ডিইএন/৪/হাওড়া) ক্রঃ নং ১। ই-টেন্ডার নংঃ ১৯৮_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ** ঃ হাওড়া ডিভিশনে সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এমইএ-এর ঘাটতি দূরীকরণের প্রস্তাব (জলের কল, প্রস্রাবখানা, পায়খানা, পিএফ শেড এবং ওয়েটিং হল) এবং এইএন/আরপিএইচ শাখার অধীনে রামপুরহাটে মেজর কলোনির বহির্ভাগে নিকাশী ব্যবস্থা, সীমানা পাঁচিল, রাস্তার তলের মেরামতি, রুফ ট্রিটমেন্ট, দরজা ও জানলা, আর/ডব্লু পাইপ, বেড়ার কাজ, রঙের কাজ ও সেপ্টিক ট্যাঙ্ক মেরামতি ও সংস্কার ইত্যাদি সহ কর্মীদের আবাসনের মেরামতি ও সংস্কার। **আনুমানিক ব্যয়** ঃ ১,৮৬,৯১,৪৯৭.৩৬ টাকা। **বায়নামূল্য** ঃ ২,৪৩,৫০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৯৯_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ** ঃ সিনি. ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে ৩১ রেলওয়ে ইয়ার্ডের নিকাশী পরিকল্পনা তৈরির জন্য সামগ্রিক নিকাশী পরীক্ষা। **আনুমানিক ব্যয়** ঃ ৪৯,৭১,৬৬২.৮২ টাকা। **বায়নামূল্য** ঃ ৯৯,৪০০ টাকা। **ক্রঃ নং ৩। ই-টেন্ডার নং ঃ ২০০_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ** ঃ সিনি. ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে পূর্ব রেলওয়ের ইয়ার্ড ও পারিপার্শ্বিক এলাকায় বিদ্যমান প্ল্যানের পরিবর্তন দ্বারা ইয়ার্ড প্ল্যান তৈরি ও সে বিষয়ে পূর্ব রেলওয়ের যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সংগ্রহ এবং ড্রোন/এলআইডিএআর এবং ডিজিপিএস/টিএস, আনম্যানড এরিয়াল সিস্টেম (ইউএএস) এবং স্টিরিও ফোটোগ্র্যামেট্রি প্রযুক্তি ব্যবহার করে তা সিএডি ফরম্যাটে এবং পিডিএফ ফরম্যাটে প্রদান। **আনুমানিক ব্যয়** ঃ ৪৬,৯৯,০৫৮.৭০ টাকা। **বায়নামূল্য** ঃ ৯৪,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা** ঃ অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস (ক্রঃ নং ১-এর জন্য) এবং অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ০৪ (চার) মাস (ক্রঃ নং ২ ও ৩-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না, যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ প্রতিটির জন্য ১৯.১২.২০২৫-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাচ্ছে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি জমা – ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে, বায়নামূল্য জমার (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য** ঃ আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) ওয়েবসাইটে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) অনুমোদন করা হবে না। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-424/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Howrah Municipal Corporation
Borough Commitee-IV
82, Narasingha Dutta Road, Howrah-711101

E-TENDER

NIT No: E-TN/003/A.E./Br-IV/ 25-26, Date : 28.11.2025

For details of N.I.T. please refer to Notice Board of Borough-IV & also H.M.C. website i.e. **www.myhmc.in** & **www.wbtenders.gov.in** Bid submission starting date **10.12.2025.** Bid submission closing date **17.12.2025.**

Sd/-
Assistant Engineer
Borough-IV, H.M.C.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭১৫, তারিখ ২৭.১১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪৮৯, কাজের নাম** ঃ এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে জোনাল নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার তথা ইপিসি বিল্ডিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজের সাপেক্ষে মেশিন রুম/মেশিন রুম বিহীন (এমআরএল) যাত্রীদের লিফ্‌ট (জি+৪), ৫টি থামার স্থান, ৫টি খোলার জায়গা, ৮ জন যাত্রী বহনের ক্ষমতা (৫৪৪ কেজি) সম্পন্ন লিফ্‌টের ডিজাইন করা, নির্মাণ এবং সরবরাহ করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য** ঃ ৩৪,৪৮,৩৮৫ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ)** ঃ ৬৯,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ** ঃ ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ১৯.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-418/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Officeof the
NEALLISHPARA GOALJAN G.P
Vill+P.O-Tikiapara, Block Berhampore, Dist- Murshidabad

e-tender is hereby invited by the Prodhan, Neallishpara Goaljan Gram Panchayat, Berhampore Murshidabad West Bengal for **11 nos works. NIeT- 07/NGGP/ 2025-26 & 5** Nos works for **NieT-08/ NGGP/25-26**

Last date of submission- **25/12/2025 At 2.00 PM.** for details visit - **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Neallishpara Goaljan G.P

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.E. ET. No. 118, 119, 120 & 121/PW/Eng/APAS/25 Dt. 27-11-2025

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**

For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

SAINTHIA PANCHAYAT SAMITY

Executive Officer, Sainthia Panchayet Samiti & BDO, Sainthia Dev. Block invites e-NIT No 072 to 081/WB-BIR-SNT/2025-2026 for 10 Nos. of e-NIT Vide memo no. 2241 to 2252 Dt. 17.11.2025 for 127 numbers of different type of works under APAS Fund whose last date of apply 13/12/2025. Details may be obtained from WB Tenders website/office notice board.

Sd/-Executive Officer
Sainthia Panchayet Samiti,
Ahmadpur, Birbhum

Govt. of West Bengal
Office of the Executive Engineer Asansol Division
Municipal Engineering Directorate

Notice Inviting E-Tender:
WBMAD/04/EE/MED/ASAN/2025-26 (2nd Call)

e-tenders are invited from interested bonafied bidders/Govt. Contractor for 18 nos. Works of road & drain under APAS scheme within Asansol Municipal Corporation as per detailed below :-

Sl No.	NIeT No.	Tender ID
1 to 24	WBWBMAD/04/EE/MED/ASAN2025-26 (2nd Call), vide Memo No. MED/ASAN/604/APAS-1/2025, Date 26.11.25	2025-MAD-960650-1 to 2025-MAD-960650-18

Last date of submission 25.12.25, Interested Bonafide bidders are requested to visit **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
M.E. Directorate EE, Asansol Division

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1984/25-26 Dated 27.11.2025	Repair and Upgradation Work of Concrete Road from H/O Swapan Mondal to H/O Ananta Sardar at Ananda Pally in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name- A.P.A.S. Booth No.-48, (Proposal Serial No.-06)Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,14,323.00

Bid Submission end date: **27.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-56 of 2025-2026 Dated 28.11.2025

Executive Engineer (Electrical), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced electrical license holder Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E.(Elect.), ADDA, Asansol

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1076/25-26/ 2ND Call Dated 26.11.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Samir Nag to Arup Tapan Bose (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 176 of Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 3,79,278.00
WBMAD/ULB/RSM/1117/25-26/ 2ND Call Dated 26.11.2025	Upgradation of Surface Drain from H/O Narayan Sarkar to H/O Rabindranath Shil (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 210 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 1,62,646.00
WBMAD/ULB/RSM/1124/25-26/ 2ND Call Dated 26.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Tapan Kumar Das to H/O Kashinath at Sonajil in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-55, (Proposal Serial No.-01) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.2,99,557.00
WBMAD/ULB/RSM/1125/25-26/ 2ND Call Dated 26.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Parameshwar Das to H/O Dipak Mondal at Ghasiara Paschim Para in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-55,(Proposal Serial No.-02) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.1,86,123.00
WBMAD/ULB/RSM/1126/25-26/ 2ND Call Dated 26.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Lalit Purkait to H/O Debabrata Mondal at Rupnagar in Ward No.-11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-55, (Proposal Serial No.-03) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.2,29,348.00
WBMAD/ULB/RSM/1127/25-26/ 2ND Call Dated 26.11.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Basudev Babu to H/O Arindam Das at Ghasiara Paschim Para in Ward No. - 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-55, (Proposal Serial No.-04) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs.1,70,305.00
WBMAD/ULB/RSM/435/25-26/ 3rd Call Dated 26.11.2025	Upgradation of road near H/O of Sambhunath Bhattacharjee at Mishra Para at Ward no-16,17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-88(Proposal Serial No-5) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,47,950.00
WBMAD/ULB/RSM/444/25-26/ 3rd Call Dated 26.11.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Raju Das to H/O Krishna Das (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 210 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 4,63,074.00
WBMAD/ULB/RSM/1088/25-26/ 2nd Call Dated 26.11.2025	The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 4/205) from H/o Niran Mondal to H/o Dayamoy Mistry at Booth No.-205 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.1,00,229.00
WBMAD/ULB/RSM/1091/25-26/ 2nd Call Dated 26.11.2025	Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 2/204) from Chandralok to Abar Khabo Shop at Booth No.-204 of Ward No.-28, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.1,89,961.00
WBMAD/ULB/RSM/1092/25-26/ 2nd Call Dated 26.11.2025	The Construction of Proposed C.C. Road and Drain Surface with Slab (marked as Sl. 3/204) from Amal Ghosh's House to Sailasundar's House at Booth No.-204 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.2,40,981.00
WBMAD/ULB/RSM/1093/25-26/ 2nd Call Dated 26.11.2025	The Repairing of Bituminous Road (marked as sl. 4/204) from Soda's Shop to Ganguly House (Oldage Home) at Booth No.-204 of Ward No.-28, under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.2,52,982.00
WBMAD/ULB/RSM/1094/25-26/ 2nd Call Dated 26.11.2025	The Construction of Proposed C.C. Road and Drain Surface with Slab (marked as Sl. 6/204) from Oposite Raksha Kali Mandir via foresight Ganguly to Shambhu Ganguly at Booth No.-204 of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.2,96,493.00

Bid Submission end date: **27.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in

WB-HMC/NIT/ED/21/EE-II/25-26 তারিখ : ২৬.১১.২০২৫

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), এইচএমসি- এপিএএস স্কিম অধীনে এইচএমসি এর বিভিন্ন সড়ক এবং লেন উন্নয়নের জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ইই-২/**https://wbtenders.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে (টেন্ডার আইডি : **2025_MAD_959268**)। **টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২৪.১২.২০২৫ বেলা ২.৩০ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

২০৯(২)/২৫-২৬
২৮.১১.২৫

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH

e-Tender Inviting Notice

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/30/2025-26, dated 27.11.2025, Fund: APAS.** Bid submission Start Date: **28.11.2025 at 09.00 AM.** Last date of Bid submission: **26.12.2025 up to 11.00 AM.** Date of Opening : **29.12.2025 at 10.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

Madhusudanpur Gram Panchayat
Shibkalinagar. Kakdwip South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Invites bids for 15 Nos Works vide NIT No 161 to 176/ NIT/MGP/2025 Dated- **28/11/2025, within GP area.** Separate bid is invited for every work. The last date of submission of online Bid is **07/12/2025 upto 12 P.M.** For details please visit to our GP Office

S/D Pradhan,
Madhusudanpur Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

CORRIGENDUM

TIME EXTENTION FOR BID SUBMISSION

The last date of submission of tenders has been extended by The General Manager, West Bengal Agro Industries Corporation Limited which are as follows:

1. NIeT-357/25-26 Gr No-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 25, 26, 27, 29, 35, 36, 42 Tender ID: 2025_WBAIC_939472_1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 25, 26, 27, 29, 35, 36, 42 for the District of Murshidabad has been extended for bid submission closing to **27-12-2025 upto 3.00 pm.**

Date: 28.11.2025 **Sd/- Genderal Manager**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1115/25-26/2nd Call Dated 26.11.2025	Estimate for The Construction of Proposed U/G Pipe Line [Dia = 450mm(NP3)] (marked as sl. 1/167) from Garia Place Kalimandir to Towards Hindusthan Connectin Road at Booth No.-167 of Ward No.-29 under Rajpur- Sonarpur Municipality.	Rs. 9,80,216.00
WBMAD/ULB/RSM/1067/25-26/2ND Call Dated 26.11.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Avijit Bhattacharya to Soma Majumder via Radha Saha (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 176 of Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 5,97,552.00

Bid Submission end date: **27.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

খড়গপুর ডিভিশনে বিবিধ স্ট্যাটিক সার্ভিস চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেজিপি/এমএসএস/২০২৫/১৬ তারিখ ঃ ২৭.১১.২০২৫

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদের জন্য নিম্নোক্ত রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে - **মেচেদা**-তে ১টি পার্সেল স্ক্যানার, **বালেশ্বর**-এ ১টি পার্সেল স্ক্যানার, **পাঁশকুড়া**-তে ১টি পার্সেল স্ক্যানার, **খড়গপুর**-এ ১টি পার্সেল স্ক্যানার এবং **হিজলী**-তে ১টি পার্সেল স্ক্যানার স্থাপনের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এমএসএস-কেজিপি-পিএস-২৫-৪, অকশন তারিখ ঃ ০৯.১২.২০২৫, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ যথাক্রমে সকাল ১০টা এবং সকাল ১১.১০ মিনিট,** যা **https://www.ireps.gov.in/** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আগ্রহী সংস্থা ও ঠিকাদাররা এ বিষয়ে অবহিত হোন এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিশদ ও সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন। অনুসন্ধান/জিজ্ঞাসা যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-896) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

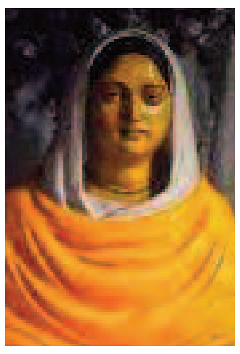

বাংলায় প্রথম আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের লেখিকা রাসসুন্দরী দেবী

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দী দ্বিতীয়ার্ধে আত্মজীবনী লেখার প্রচলন শুরু হয়, প্রথমদিকে প্রগতিশীল ব্রাহ্মরাই এই আত্মজীবনী লিখতে শুরু করে। কিন্তু কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্রথম বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী যিনি লেখেন তিনি একজন মহিলা যার প্রথাগত শিক্ষা সেরকম ছিল না। তাঁর নাম রাস সুন্দরী দেবী। রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী থেকে সেই সময়ের সমাজ পরিবার বাঙালি মহিলাদের অবস্থান পূর্ণাঙ্গ রূপে জানা যায়। গ্রামের হিন্দু পরিবারের মহিলাদের অবস্থা সেই সময় কেমন ছিল সে কথা জানতে গেলে রাস সুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী অবশ্যই পাঠ করা দরকার।

রাজসুন্দরী দেবী ১৮০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পাবনার একটি গ্রামে। যে গ্রামটির নাম পোতাজিয়ার। এবং জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি দরিদ্র পরিবারে। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। সেকালের মহিলাদের মত রাসসুন্দরী দেবীর সব থেকে বড় প্রতিকূলতা হলো নারীদের পরাধীনতা এবং শিক্ষা বা লেখাপড়ার ব্যাপারে নারীদের অনধিকার। রাসসুন্দরীর বাড়িতে একটি মিশনারী পাঠশালা ছিল। সেখানে ছেলেরা পাঠগ্রহণ করত। সেই সময় সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে অকালে বিধবা হয় অথবা সংসারের অকল্যাণ হয় আরেকটি কুচিন্তা ছিল মেয়েরা যখন আয় করবে না তখন লেখাপড়া শেখা অর্থহীন।

১২ বছর বয়সে তার নীলমণি রায়ের সাথে বিবাহ হয়। তিনি আত্মজীবনীতে বলেছেন লেখাপড়া শেখার গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবিক ভয়টি আমার প্রধান সত্য ছিল।তখনকার দিনে শ্বশুরবাড়িতে বালিকা বধূদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নানা নির্যাতন সহ্য করতে হতো। শাশুড়ি,শ্বশুর ননদ ও স্বামীর অন্যান্য আত্মীয়দের কাছ থেকে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাকে তা সহ্য করতে হয়নি। অর্থাৎ রাসসুন্দরীর লেখা থেকে জানা যায় তার শাশুড়ি তাকে মায়ের মতই স্নেহ করতেন। প্রথম দিকে রাস সুন্দরী কে তিনি কোলে করে আদর করতেন। প্রতিবেশী ছেলে মেয়েদের ডাকতেন যাতে তারা রাসসুন্দরীর সাথে খেলা করে। রাসসুন্দরীর স্বামী ছিলেন পরিবারের একমাত্র সন্তান। শ্বশুর বাড়ির এই স্নেহময় পরিবেশ রাসসুন্দরীকে লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। রাস সুন্দরীর বাড়িতে যে পাঠশালাটি ছিল সেটিতে আগুন লেগে পুড়ে যায় ফলে প্রথাগত শিক্ষা রাস সুন্দরীর সমাপ্ত হয়ে যায়। তাঁর শাশুড়ি মারা যাবার পর রাস সুন্দরী একদিন স্বপ্ন দেখেন তিনি চৈতন্য ভাগবত পড়ছেন। তার স্বামীর চৈতন্য ভাগবত ছিল। আত্মজীবনীতে এই সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন'মনে যে কি পর্যন্ত আহ্লাদ হইল তাহা বলা যায় না। অতিশয় পুলকিত মনে তাড়াতাড়ি গিয়া প্রতিটি দেখলেন এবং তার একটি পৃষ্ঠা লুকিয়ে রাখলেন তার হাতে পুঁথির একটি পাতা দেখলে নিন্দার একশেষ হবে এবং কেউ কটুবাক্যও বলতে পারে। এই আশঙ্কায় তিনি সেটি রাখলেন রান্নাঘরে চেলা কাঠের তলায়।'ঘরে যখন কেউ থাকেনা তখন বুক পর্যন্ত ঝুলানো ঘোমটার তলায় সেই পাতাটি নিয়ে তিনি সেটা পড়ার চেষ্টা করেন। সময়টি ছিল ১৮৩৬ সাল রাসসুন্দরীর বয়স তখন ২৬। তার ননদেরাও তার কাছে এসে চৈতন্য ভাগবত শুনতেন। এরপরে রাস সুন্দরী একের পর এক ধর্মীয় পুস্তক। পড়তে শুরু করলেন তার আত্মজীবনী থেকে বোঝা যায় তিনি সংস্কৃত জানতেন। তিনি পড়তে পারতেন কিন্তু লিখতে পারতেন না কিন্তু তার পুত্র কিশোরী লাল তাকে চিঠি লিখতেন কিশোরী লাল রাসুন্দরী কে বারবার চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন চিঠির উত্তর দিতে হবে। সেখান থেকেই রাস সুন্দরীর পত্রলেখা শুরু এবং আস্তে আস্তে তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর আত্মজীবনী লেখা।

শ্বশুর বাড়ি গিয়ে রাস সুন্দরী মাটির পুতুল, কড়ি এবং পাটের শিকা ইত্যাদি দিয়ে হাতের কাজ করতেন। ১৮৬৯ সালে রাসসুন্দরী দেবীর স্বামী প্রয়াত হন।। তখন তার বয়স প্রায় ৬০ বছর। এই সময় তিনি তাঁর আত্মপ্রকাশের জন্য আত্মজীবনী রচনা করতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বার যখন তিনি আত্মজীবনী লেখেন তখন তার বয়স ৮৫ বছর এবং সেটি শেষ করেন ৮৮ বছর বয়সে। আসলে দ্বিতীয় খন্ড তিনি রচনা করেছিলেন, তার কারণ প্রথম খন্ডের কয়েকটি জায়গা পরিবর্তন করতে হয়েছিল।

রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী মহিলাদের অবস্থা আমরা জানতে পারি। সেই সময়ে মহিলাদের সাংসারিক ভূমিকা, স্বামী সম্পর্কে মনোভাব, এবং পারিবারিক ইতিহাস তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়। আত্মজীবনী থেকে রাসসুন্দরী দেবী তাঁর স্বামীর প্রতি কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন তা জানা যায় যেমন একদিন তার স্বামীর ঘোড়া জয়হরি বাড়ির ভেতরে ঢুকে ধান খেয়ে যাচ্ছে অথচ রাসুন্দরী তাকে তাড়াতে পারছে না ।কারণ তিনি ঘোড়াকে দেখে ভয় পাচ্ছেন,তা নয়। আসলে ঘোড়াটি হচ্ছে তার স্বামীর। সেই কারণে দারুণ লজ্জা ও সংকোচে তিনি ওই ঘোড়ার সামনে যেতে পারছেন না। আত্মজীবনীতে তিনি তাঁর স্বামী সম্বন্ধে লিখেছেন ' তাঁহাকে দেখলে যেন কর্তা কর্তা বোধ হইত (পৃষ্ঠা ১২৮) স্থূল দেহের এবং উচ্চকণ্ঠের অধিকারী কর্তা অতি উত্তম, বিশেষ বড়লোক এবং দয়ালু ছিলেন

তিনি তাঁর স্বামী সম্বন্ধে আরো বলেছেন'স্বামী ছিলেন মামলা বাজ। ২০-২৫ টা মামলা তার লেগেই থাকতো। অন্য জমিদার কুঠিয়াল এবং প্রতাপশালী লোকের সঙ্গে তার কাজিয়া ছিল। মামলাতে তিনি পরাজিত হতেন না জয়ী হতেন সবার বিরুদ্ধেই'। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি ভেঙে পড়েন আত্মজীবনীতে লিখেছেন'আমার শিরে স্বর্ণ মুকুট ছিল কিন্তু এতকাল পরে মুকুটটি খসিয়া পড়িল। (আত্মজীবনী পৃষ্ঠা ৯৯) চারটি বাক্যের তাঁর স্বামীর মৃত্যুর কথা তিনি লিখেছেন আত্মজীবনীতে। দাম্পত্য জীবনে তাঁর মোট দশটি পুত্র ও দুটি কন্যা, জন্মগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে সাতটি মারা যায়, বিভিন্ন বয়সে। এ সম্পর্কে তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন'আমি যদি সকলের মৃত্যুর কথা একবার মনে করিয়া দেখি তাহলে আমার সুখ বড় অল্প হয় না, সুখ সাগর উথলিয়া ওঠে।' এছাড়াও তিনি তাঁর মায়ের মৃত্যুর কথা আত্মজীবনীতে বার বার উল্লেখ করেছেন।

বিবাহ সম্পর্কে আত্মজীবনীতে লিখেছেন' সকল লোকেই বলিত যে সকলেরই বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু বিবাহের বিবরণ কি তাহা আমি বিশেষ কিছু জানতাম না, বিবাহ হয় এইমাত্র জানি।'বিয়ের কথা শুনে মনে বেশ আনন্দ হইল, বিবাহ হইবে, বাজনা আসিবে সকলে উলু দিবে দেখিবো'(পৃষ্ঠা ২৬) আত্মজীবনীর প্রথম খন্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় ছাড়া অন্যত্র স্বামীর বাড়িকে তিনি পরের বাড়ি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুড়ি পঁচিশ বছর পরে তিনি যখন বইটির পরিমার্জন করে দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করেন, তখন তাঁর স্বামীর বাড়িকে 'রামদিয়া' বলে স্বীকার করেন। রাসসুন্দরী তাঁর আত্মজীবনীতে সাংসারিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন ' কাজের গতিকে আমার দিনরাত্র বিশ্রাম ছিল না। আর অধিক কি বলিব, আমার শরীরের যত্ন মাত্রও ছিল না। অন্য বিষয়ের যত্ন দূরে থাকুক দুবেলা আহার প্রায় ঘটিত না। তাছাড়া আরও আত্মজীবনীতে লিখেছেন' ওই ছেলেগুলি নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে প্রভাতে উঠিয়া ঘরের সকল কাজ করিতাম। ওই ছেলে ক-একটি না উঠেতে অন্ন পাক করিতাম। উহাদের খাওয়ান হইলে পরে অন্যান্য কাজ মিটাইয়া বিগ্রহ সেবায় যাহা দিতে হয় তাহা সমুদয় দিয়া, আমাদের ঘরের রান্না সকল আয়োজন করিয়া পাক করিতাম।... এদিকে বাড়ির কর্তাটির স্নান হইতেই ভাত চাই। এজন্য অগ্রে তাহার জন্য এক প্রস্থ পাক হইত। পরে অন্যান্য সকল লোকজনের জন্য পাক হইত। এই প্রকার পাক করিতেই প্রায় বেলা তিন চারিটা গত হইত'অর্থাৎ আত্মজীবনী থেকে দেখা যাচ্ছে রাসসুন্দরীকে সাংসারিক দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হতো। অর্থাৎ সেই সময় মহিলাদের সাংসারিক কি চাপ! দায়িত্ব ছিল তাঁর লেখা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। রাসসুন্দরী দেবী বিবাহের পর নতুন বউদের জন্য তৎকালীন সমাজে পর্দা প্রথার কড়াকড়ি এবং অনাবশ্যক লজ্জার যে বাড়াবাড়ি দেখেছিলেন, সেটি তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি আত্মজীবনের যা উল্লেখ করেছেন 'যৌবনে বুক পর্যন্ত ঝোলানো ঘোমটা, মোটা মোটা কাপড়, ভারি ভারি গহনা, হাত পোড়া শাখা ও অন্যান্য অলংকার শোভিত থাকত'। কিন্তু পারিবারিক স্বাধীনতা বলতে সেরকম কিছুই ছিল না রাস সুন্দরী এটি গ্রামের সাধারণ মহিলাদের দেখেই উল্লেখ করেছেন।

রাস সুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন'গ্রন্থটি বাংলায় প্রকাশিত প্রথমআত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ। আত্মজীবনীতে বিষয়বস্তু অনুযায়ী তিনি অধ্যায় গুলি ভাগ করেছেন। 'আমার জীবন' গ্রন্থটির বহু শব্দের বানানই সংস্কৃত প্রামাণ্য বানান থেকে আলাদা। প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও বাংলা ভাষায় প্রথম আত্মজীবনী লেখার কৃতিত্ব রাসসুন্দরী দেবীর। তাঁর এই একটি মাত্র গ্রন্থ ইতিহাসেও স্থান করে নিয়েছে। বাংলার সাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নারী লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। আত্মজীবনীর মধ্যে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু প্রাধান্য লাভ করায় একথা বলা যেতে পারে তিনিই ভারতের প্রথম মহিলা যিনি ভারতের সামাজিক ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীটি যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঘটনাবলীর বিস্ময়কর ধারাবাহিকতা এবং অভিব্যক্তি সহজ মাধুর্যর প্রশংসা' বলে উল্লেখ করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন বলেন তাঁর লেখা গদ্য একটি অতীত যুগের সহজ গদ্য রচনার সংক্ষিপ্তসার। তাঁর লেখা 'আমার জীবন' গ্রন্থটি হিন্দিতেও অনূদিত হয়েছিল।

ডাঃ শামসুল হক

সিদ্ধা নারী, রানী ভবানী

মাত্র সাত বছর বয়সেই মাকে হারিয়ে একেবারে দিশেহারা অবস্থা হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তখন শোকে স্তব্ধ হালিশহরের কোণা গ্রামের সেই কিশোরী এবং সেইসঙ্গে সমগ্র গ্রামের সব বয়সী মানুষজনও । কিন্তু তারই মধ্যে অসাধারণ মনের জোরের উপর ভর করে এবং নিখাদ পিতৃস্নেহের আড়ালেই একটু একটু করে বেড়ে ওঠা তাঁর।

তারপর মাত্র এগারো বছর বয়সেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পিতৃগৃহ এবং চেনাজানা পরিমণ্ডল ছেড়ে কোলাহল মুখর কলকাতার মাটিতে পা রাখেন তিনি। জানবাজারের শ্বশুরালয়েও তখন একেবারে নাবালিকা হয়েই পদার্পণ ঘটে তাঁর। কিন্তু নতুন সেই পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে খুব বেশি সময়ও লাগেনি তাঁর।

তিনি রাণী রাসমণি। কলকাতার জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাস তাঁকে পেয়েছিলেন স্ত্রী হিসেবে এবং চিনেও নিয়েছিলেন একেবারে সঠিকভাবেই। তাঁর একজন বিচক্ষণ জমিদার হয়েও নিজের স্ত্রীকে তাঁর নিজস্ব কাজ কিংবা কোন ইচ্ছের বিরুদ্ধে কখনও কোন রকম বাধা দেওয়ার চেষ্টাও করেননি। তাই ভাবতেও অবাক লাগে একটা সময় প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হয়েও তিনি সবকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। আর সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে তিনি সদা সর্বদাই ব্যস্ত থেকেছেন ঠাকুর সেবার কাজেই। বলাই বাহুল্য, সরলমতি সেই মহিলা কেবলমাত্র ভক্তি পূর্ণ জীবনযাপন এবং বহু জনকল্যাণ মূলক কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত থাকতেন বলেই এখনও পর্যন্ত সকলে তাঁকে স্মরণ করেন ভক্তি এবং শ্রদ্ধারই সঙ্গে।

১৭৯৩ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর জন্ম তাঁর। আর পিতৃগৃহ ছেড়ে শ্বশুরালয়ে যান ১৮০৪ সালে। বেশ সুন্দরভাবে কেটে যাচ্ছিল তাঁর দিন রাত্রিও। কিন্তু হঠাৎই ছন্দপতন। ১৮৩৮ সালে স্বামীহারা হন তিনি। ফলে জমিদার বাড়ির সব দায়িত্বই তখন পড়ে তাঁর কাঁধে। তখ ন কতই বা বয়স তাঁর, তার উপর তিনি ছিলেন পুত্রহীন। অবশ্য তখন চার চারটি কন্যার জননী তিনি। তাই তাঁদের নিয়েই তিনি সবকিছু সামাল দেওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন। পেয়েছিলেন আশাতীত সফলতাও। অবশ্য তিনি তখন পেয়েছিলেন তাঁর জামাতা শ্রীমাথুর মোহন বিশ্বাসের যোগ্য সহায়তাও।

ইতিমধ্যে রাণীর ইচ্ছে হয়েছিল কাশীতে গিয়ে তিনি দেবী অন্নপূর্ণার পুজো দেবেন। জামাতাকে দিলেন তেমন ই নির্দেশও। ফলে চলতে থাকে তোড়জোড়ও। আস্তে আস্তে সময়ও এগিয়ে আসে। সবাই তখন রাণীর বিরহে কিছুটা বিমূঢ় হয়েও উঠেছেন। তিনি বিনা কিভাবে সকলের সময় কাটবে সেটা ভেবে মনে মনে ভীষণভাবে বিষণ্ণ হয়েও উঠছিলেন সকলে।

ভাগ্য সহায় সকলের। কারণ কাশী যাওয়ার ঠিক আগের রাতেই রাণীমা স্বপ্নাদেশ পান, স্বয়ং মা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে তুষ্ট করার জন্য সকলকে ছেড়ে অতি দূরে পাড়ি দেওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই। তার চেয়ে বরং কাছাকাছি গঙ্গার তীরবর্তী পছন্দের কোন একটা জায়গায় একটা মন্দির তৈরি করে সেখানে আমার পুজো করলেই তুষ্ট হব আমি।

স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পরই কালবিলম্ব না করে কাশি যাওয়ার ইচ্ছে পরিত্যাগ করেন রাণী। শুরু করে দিলেন নতুন মন্দির নির্মাণের প্রস্তুতিও ।আর সেজন্য তিনি পছন্দ করেন গঙ্গার তীরবর্তী দক্ষিণেশ্বরকেই। ১৮৫৫ সালের মে মাসের ৩১ তারিখে, বাংলার ১২৬২ সালের এক পূর্ণিমায় উদ্বোধন হয় সেই মন্দিরের। সেই মন্দিরের প্রথম পুজারী হিসেবে মনোনীত হন রামকুমার। সঙ্গী হিসেবে হাজির ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও। আর তখন ঠাকুর তাঁকে সব রকমভাবে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতিও দেন ।

তখন শুধুমাত্র পূজা পার্বণ কিংবা ধর্মকর্ম ই নয়, প্রজাপালন থেকে শুরু করে সমাজসেবামূলক অনেক কাজেও প্রজাদের দিকে নানানভাবেই সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। তাঁর জামাতা মাথুর মোহন ও যোগ্য সহায়তার মাধ্যমে তাঁকে নানানভাবে সাহায্য ও করেন। কলকাতার অতি প্রসিদ্ধ সেই ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী, পরবর্তীকালে যেটা ন্যাশনাল লাইব্রেরী বা জাতীয় গ্রন্থাগার হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিল, তাতে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, সেইসময়ের কলকাতার বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ, পরবর্তীকালে যেটা পরিচিত হয়ে উঠেছিল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় নামে , সেখানেও বহু অর্থ সাহায্য করেছিলেন তিনি।

তাঁরই আর্থিক সহায়তায় গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে হাজার হাজার পূণ্যার্থীদের স্নানের জন্য নির্মিত হয়েছিল অনেকগুলো ঘাটও ।তারই মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত বাবুঘাট, আহিড়ীতলা ঘাট এবং নিমতলা ঘাট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যও। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। তৈরি করে দিয়েছিলেন অনেক পথও।

১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯ তারিখে কালীঘাটের বাড়িতে মৃত্যু হয় সেই সিদ্ধা নারীর। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী যাতে অতি গৌরবময় হয়ে ওঠে সেজন্য কেন্দ্রীয় ডাক ও তার বিভাগের তৎপরতায় প্রকাশিত হয় একটা বিশেষ ডাকটিকিটেরও। আবার তাঁর দ্বিশতবর্ষ উৎসবে কলকাতার কর্জন পার্কে স্থাপিত হয় তাঁর মূর্তিও।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ভিতরেও আছে তাঁর মূর্তি এবং স্মৃতি সৌধও। তাঁর নামে নির্মিত হয়েছে সিনেমাও। ১৯৫৫ সালে তাঁরই জীবন কাহিনী অবলম্বনে কালীপ্রসন্ন ঘোষ পরিচালিত বিশেষ সিনেমা তৈরি হয়। তাতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন সেইসময়ের স্বনামধন্য অভিনেত্রী মলিনা দেবী। আবার ২০১৭ সালে দুরদর্শনের পর্দাতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। জি. বাংলায় ধারাবাহিকভাবে চলেছিল অতি জনপ্রিয় সেই নাটক খানি। হাজার হাজার দর্শকের অতি প্রিয় জীবনীমূলক সেই নাটক ২০১৭ সাল থেকে শুরু করে চলেছিল ২০২২ পর্যন্ত ।